মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব ১৪৩৭ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২২-২৩ বাং
এপ্রিল ২০১৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

■ **সম্পাদকীয়** ০২
■ **প্রবন্ধ :**
♦ মুমিন কিভাবে রাত অতিবাহিত করবে ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
♦ খলীফা বা আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী? ০৯
-অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
♦ ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি *(৩য় কিস্তি)* ১৪
-অনুবাদ : আব্দুল মালেক
♦ জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব, ফযীলত ও হিকমত *(৩য় কিস্তি)* ২০
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
♦ ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত ২৬
-আহমাদুল্লাহ
■ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩২
♦ রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা
-সুকান্ত পার্থিব
■ **দিশারী :** ৩৫
♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় *(৩য় কিস্তি)*
■ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৯
♦ আল্লাহ্র জন্যই একনিষ্ঠতা
■ **কবিতা :** ৪১
♦ সত্যের আলোয় ♦ নওদাপাড়ার ইজতেমায়
♦ জাগরণী
■ **সোনামণিদের পাতা** ৪২
■ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
■ **মুসলিম জাহান** ৪৫
■ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
■ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
■ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

১৯তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০১৬

নারী দিবস

গত ৮ই মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এর পূর্বনাম ছিল আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস। ১৮৫৭ সালে মজুরী বৈষম্য, অনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, কাজের অমানবিক পরিবেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমেরিকার রাস্তায় নেমে এসেছিল সেদেশের সূতা কারখানার নারী শ্রমিকরা। সেই মিছিলের উপর চলে পুলিশের অমানুষিক নির্যাতন। অতঃপর ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে স্যোশাল ডেমোক্রাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। এরপর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যা ১৯১১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে পালিত হয়ে আসছে। বরাবরের মত এবারও বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হয়েছে এবং দেশের প্রায় সব মিডিয়া দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছে নানা আঙ্গিকে। অর্ধশতাধিক নারী সংগঠনের নেত্রীদের ভাষণে উঠে এসেছে একই ক্ষোভ ও হতাশার সূর। আর তা হ'ল বিগত ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে সারা পৃথিবীতে দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে গেলেও তাদের উপর রকমারি নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলেছে অকল্পনীয় হারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো নারী নির্যাতন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে চালানো জরিপ অনুযায়ী দেশের ৮৭ শতাংশ নারী ৩৪ ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। যাদের ৯০ শতাংশের কোন বিচার হয় না। দু'একটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন হ্রাস পাচ্ছে তো আত্মপ্রকাশ করছে নির্যাতনের নতুন নতুন ধরণ। তারা যদি এই সাথে সুখী নারীদের জরিপটাও করতেন এবং নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের হিসাবটা দিতেন, তাহ'লে জরিপটা নিরপেক্ষ হ'ত। যদিও এসব জরিপের ভিত্তি খুবই দুর্বল।

নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিশ্বব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী বহু সংস্থা ও সংগঠন গড়ে উঠেছে। অতঃপর ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে আন্তর্জাতিক দলীল 'সিডো' (CEDAW- Convention on elemination of all forms of discrimination against women)। যাতে ২০১১ সালে বাংলাদেশও স্বাক্ষর করেছে। যা 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা' বলে পরিচিত *(দ্র. সম্পাদকীয়, এপ্রিল ২০১১)*। এটির উদ্দেশ্য হ'ল সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা। এর মূল ধারণা হ'ল, লিঙ্গ বৈষম্য নারী নির্যাতনের মূল কারণ। এটি নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষে পরিণত করেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারী নিগৃহীত হচ্ছে। অতএব নির্যাতন দূরীকরণের একমাত্র উপায় হ'ল সর্বত্র লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা করা। নিম্নে আমরা নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করব।-

১. 'নারী নির্যাতন' কথাটিই আপত্তিকর। যা নারীর জন্য অসম্মানজনক। কেননা নির্যাতন বিষয়টি আপেক্ষিক। যা নারী বা পুরুষ যেকোন মানুষের উপর যেকোন মানুষ যেকোন সময় করতে পারে। নির্দিষ্টভাবে 'নারী নির্যাতন' পরিভাষাটি দূরভিসন্ধিমূলক। যা পুরুষকে নারীর শত্রু হিসাবে দাঁড় করায়। এতে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির বদলে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দেয়।

২. 'পুরুষ শাসিত সমাজ' কথাটির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের বীজ নিহিত রয়েছে। এর মাধ্যমে নারীকে পুরুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। আর এজন্য অন্য সব কারণ বাদ দিয়ে নারীবাদীরা দায়ী করেছে সূরা নিসা ৩৪ আয়াতকে। যেখানে বলা হয়েছে যে, 'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল'...। অথচ সমাজের প্রতি স্তরে প্রত্যেকের উপর কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নেতৃত্ব ও আনুগত্য ছাড়া সমাজে কেউ এক পা এগোতে পারে না। নিজেকে 'নির্দোষ' দাবীকারী বড় বড় নেতারাও আদালতের নির্দেশে কারাগারে যাচ্ছেন কিংবা ফাঁসির দড়ি গলায় পরছেন। সংসার জীবনে এ নীতি সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে কার্যকর রয়েছে। যা সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষের উপর বর্তিত হয়েছে তার স্বভাবজাত গুণ-ক্ষমতার কারণে। আর আদি মাতা 'হাওয়া' তো আদম থেকেই সৃষ্টি *(নিসা ১)*। ফলে নারীরা জন্মগতভাবেই পুরুষের অনুগামী। তাছাড়া নারী ও পুরুষ দু'জনেই যদি একসাথে গাড়ীর ড্রাইভার হয়, তাহ'লে তো গাড়ী চলবে না। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানব সংসারে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন এবং তার কারণও বর্ণনা করেছেন নিসা ৩৪ আয়াতে। নারীবাদীরাও এটা মানেন। কিন্তু ক্ষোভ ঝাড়েন কুরআনের উপর। উদ্দেশ্য ইসলামকে ঠেকানো।

৩. 'লিঙ্গ সমতা নীতি'। বর্তমান বিশ্বে এটি একটি গৃহীত নীতি হ'লেও এটিই নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে এযাবত কোন ক্ষেত্রেই এ নীতি বাস্তবায়িত হয়নি। এর উল্টা বরং সারা বিশ্বে নারী নির্যাতন আশংকাজনক হারে বেড়েছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি ইরাকে অবস্থানরত আমেরিকার নারী সৈনিকেরা টয়লেটে যেতে গেলেও হাতে করে পিস্তল নিয়ে যাচ্ছেন পুরুষ-সৈনিকদের হামলা থেকে ইযযত বাঁচানোর জন্য। জাতিসংঘের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের হাতেও নারী কর্মকর্তারা ধর্ষিতা হচ্ছে। আর এখন তো রাস্তা-ঘাটে-বাসে-ট্রেনে সর্বত্র নারী নির্যাতিত হচ্ছে বাধাহীন ভাবে। কারণ লিঙ্গ সমতা কথাটাই বাস্তবতা বিরোধী। মানুষের স্বভাবধর্মের বাইরে গিয়ে কোন তত্ত্ব বাস্তবায়ন করা যায় না। যদি লিঙ্গ বৈষম্যই নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হ'ত, তাহ'লে নারী কর্তৃক নারী নির্যাতন বা পুরুষ কর্তৃক পুরুষ নির্যাতন, এমনকি সমকামী কর্তৃক সমকামী নির্যাতন হয় কেন? সেখানে তো লিঙ্গ বৈষম্য নেই। বর্তমানে নারী নির্যাতন রোধের নামে বাংলাদেশে এমন কিছু আইন তৈরী হয়েছে, যাতে দুষ্টু স্ত্রী কর্তৃক নির্দোষ স্বামী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও স্ত্রী কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্যাতিত বহু স্বামী লোক লজ্জার ভয়ে তাদের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে না। এজন্য পশ্চিমা দেশগুলিতে এখন 'পুরুষের অধিকার রক্ষা'র জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও একজন সংসদ সদস্য নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে আইন প্রণয়নের দাবী করেছিলেন। অতএব লিঙ্গ সমতা নীতি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর নয়। কারণ এতে নারী ও পুরুষের মাঝে স্বভাবজাত পার্থক্যকে অস্বীকার করা হয় এবং উভয়ের মধ্যে অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করা হয়। সেই সাথে ধর্মহীন ও ভোগবাদী দর্শন উভয়কে পরস্পরের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করে। ফলে নারী ও মদ এখন সস্তা পণ্যে পরিণত হয়েছে। ঘটনাক্রমে ধর্ষণ ও গণধর্ষণ হ'লে তখন সেটি পত্রিকায় শিরোনাম হয়। নইলে পারস্পরিক সম্মতিতে উপভোগকে এখন আর দোষনীয় ভাবা হচ্ছে না। এমনকি সহকর্মী কর্তৃক যৌন নিপীড়নকে অভিযোগ হিসাবে উত্থাপনকে 'রক্ষণশীলতা' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এভাবে যৌন নির্যাতনের নতুন নতুন ক্ষেত্র কেবল তৈরীই করা হচ্ছে না, যৌন নিপীড়নকে সামাজিক ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করারও চেষ্টা চলছে। আর কথিত

[বাকী অংশ ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

Contents

মুমিন কিভাবে রাত অতিবাহিত করবে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মুমিনের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হবে। তার প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং তাঁর বিধান পালনের মাধ্যমে। তার সকল কর্ম সম্পাদিত হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের মধ্য দিয়ে। যেমনভাবে মুমিনের দিন অতিবাহিত করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে রাত্রি অতিবাহিত করার আদব বা শিষ্টাচার ইসলাম বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছে। ঐসব আদব কুরআন ও হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাতে মুমিন প্রতিটি রাত আল্লাহ্‌র রেযামন্দী ও সন্তোষে অতিবাহিত করে সফলকাম ও কামিয়াব হ'তে পারে। এখানে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুমিনের রাত্রি যাপনের আদব ও আহকাম তথা শিষ্টাচার ও বিধান সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করব। যা পড়ে পাঠক অবহিত হ'তে পারবেন, রাত কিভাবে অতিক্রম করতে হয়।

রাত আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নিদর্শন :

রাত আল্লাহ্‌র সৃষ্টির এক বড় নিদর্শন *(ইসরা ১৭/১২)*। একে আল্লাহ মানুষের আরাম-আয়েশ ও প্রশান্তির উপায় হিসাবে সৃষ্টি করেছেন *(আন'আম ৬/৯৬; নাহল ১৬/৮৬)*। আল্লাহ রাতকে মানুষের জন্য আবরণ বা আড়াল হিসাবে সৃষ্টি করেছেন *(ফুরক্বান ২৫/৫৭)*।

মহান আল্লাহ রাতের কোন অংশবিশেষ প্রকাশ না করে সর্বদা দিন কায়েমে সক্ষম। আবার দিনের কোন আভা বা আলোকচ্ছটা প্রকাশিত না করে সর্বদা রাত কায়েমে পূর্ণ ক্ষমতাবান *(ক্বাছাছ ২৮/৭১-৭২)*। যেমন মেরু অঞ্চলে ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন থাকে।

রাত্রে সংঘটিত ইসলামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

১. মানবতার হেদায়াতের দিক-দিশারী ও হক-বাতিলের পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইসরা ও মি'রাজ রাত্রিকালে সংঘটিত হয়েছে *(ইসরা ১৭/১)*।

৩. রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।[২]

তাই নীরবে-নিভৃতে মহান আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করার জন্য রাত অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়।

রাত্রিকালে পবিত্রতা

রাত্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে শয়ন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ আমলের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. ওযূ করে শয্যা গ্রহণ করা :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لاَ يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا– 'যে ব্যক্তি ওযূ করে শয্যা গ্রহণ করে, তার শরীরের সাথে থাকা বস্ত্রের মাঝে একজন ফেরেশতা রাত্রি যাপন করেন। যখনই সে ব্যক্তি জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই সে ওযূ করে শয়ন করেছে'।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. 'যে কোন মুসলমান রাতে যিকর-আযকার (দো'আ পাঠ) করে এবং ওযূ করে শয়ন করে, সে যদি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, তাহ'লে আল্লাহ তাকে তা দান করেন'।[৪]

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা :

নিদ্রা হ'তে জাগ্রত হওয়ার পর দু'হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাযায়ে হাজত সেরে মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধৌত করে পুনরায় ঘুমাতেন'।[৫]

৩. জুনুবী অবস্থায় ওযূ বা তায়াম্মুম করে ঘুমানো :

জুনবী বা অপবিত্র ব্যক্তি প্রথমে লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং পরে ওযূ করে ঘুমাবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ وَهْوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাবাতের হালাতে বা অপবিত্রাবস্থায় যখন শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন'।[৬] আবার কখনও তায়াম্মুম করতেন'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) রাতে জুনবী হওয়ার কথা রাসূলের নিকটে উল্লেখ করলেন। তখন

---

১. দুখান ৪৪/৩; ক্বদর ৯৭/১; মুসনাদ আহমাদ ২/১১৩ পৃঃ।
২. বুখারী হা/৭৪৯৪; মুসলিম হা/৭৫৮।
৩. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১০৫১; ছহীহাহ হা/২৫৩৯।
৪. আবু দাঊদ হা/৫০৪২; মিশকাত হা/১২১৫, হাদীছ ছহীহ।
৫. মুসলিম হা/৩০৪।
৬. বুখারী হা/২৮৮; মুসলিম হা/৩০৫; আবুদাঊদ হা/২২২।
৭. বায়হাক্বী ১/২০০; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১০/৪৮; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪৬, সনদ ছহীহ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ. 'ওযূ কর ও লজ্জাস্থান ধৌত কর। অতঃপর ঘুমাও'।[৮]

৪. রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করা :

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অতি সজাগ ও সচেতন ছিলেন। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হ'তেন, তখন তিনি মেসওয়াক করে স্বীয় মুখ পরিস্কার করতেন'।[৯]

রাত্রিকালে আযান

সূর্যাস্তের পর থেকে রাত শুরু হয় এবং ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই রাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। আযান দেওয়াও ইবাদত। রাতে বিভিন্ন আযান প্রচারিত হয়। যেমন-

ক. মাগরিবের আযান :

সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সময় হয়। সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করতাম'।[১০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার স্থান দেখতে পেত'।[১১] বর্তমানে কেউ কেউ মাগরিবের আযান প্রচারে অত্যন্ত বিলম্ব করে থাকে, যা সুন্নাতের সম্পূর্ণ খেলাফ। বস্তুতঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই মাগরিবের আযান দেওয়া অত্যাবশ্যক।

খ. এশার আযান :

পশ্চিম দিগন্তে শাফাক্ব বা লাল আভা মিলিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এশার ওয়াক্ত শুরু হয়। শাফাক্ব বলতে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে যে লাল চিহ্ন বা রেখা পরিদৃষ্ট হয়। এই শাফাক্ব মিলিয়ে যাওয়া হচ্ছে এশার ছালাতের আওয়াল ওয়াক্ত।[১২] আর এশার শেষ সময় হচ্ছে অর্ধরাত পর্যন্ত[১৩] অথবা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।[১৪] প্রকাশ থাকে যে, শাফাক্ব অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর এশার আযান দেওয়া যায়। তবে এশার ছালাত দেরী করেও আদায় করা যায়।[১৫]

গ. সাহারীর আযান :

রামাযানে এবং অন্য মাসেও সাহারীর আযান দেওয়া সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম আযান দেয়'।[১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ 'আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম (রাঃ) অন্ধ ছিলেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত আযান দিতেন না, যতক্ষণ তাকে বলা না হ'ত যে, তুমি সকাল করে ফেললে, সকাল করে ফেললে'।[১৭] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ يَا أَنَسُ إِنِّى أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِى شَيْئًا. فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِى. فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّى قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারীর সময় বললেন, হে আনাস! আমি ছিয়াম পালনের ইচ্ছা করছি, আমাকে কিছু খাওয়াও। আমি রাসূলের নিকটে খেজুর ও পানির পাত্র নিয়ে আসলাম। এটা বেলালের আযান দেওয়ার পরে ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, হে আনাস! কোন লোককে খুঁজে দেখ, যে আমার সাথে আহার করবে। আমি যায়েদ বিন ছাবিতকে ডাকলে, তিনি এসে বললেন, আমি এইমাত্র ছাতুর শরবত পান করেছি এবং ছিয়াম পালনেরও ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমিও ছিয়ামের ইচ্ছা পোষণ করেছি। তখন তিনি রাসূলের সাথে সাহারী করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে (ফজর) ছালাতের জন্য মসজিদ অভিমুখে গমন করলেন'।[১৮] এখানে রামাযান ও অন্যান্য মাসের কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং আনাস (রাঃ) বর্ণিত এ দীর্ঘ হাদীছে রামাযান ব্যতীত অন্য মাসের বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

রাত্রে প্রচারিত উপরোক্ত সময় আযান দিয়ে মুমিন অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হ'তে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ

---

৮. বুখারী হা/২৯০; মুসলিম হা/৩০৬।
৯. বুখারী হা/২৪৫।
১০. বুখারী হা/৫৬১।
১১. বুখারী হা/৫৫৯।
১২. মুসলিম হা/৬১৩।
১৩. বুখারী হা/৫৭২; মুসলিম হা/৬১২।
১৪. বুখারী হা/৫৬৯, ৮৬৪; মুসলিম হা/৬১২-৬১৩।
১৫. বুখারী হা/৫৭১।
১৬. বুখারী হা/৬২৩।
১৭. বুখারী হা/৬১৭, ২৬৫৬।
১৮. নাসাঈ হা/২১৬৭, সনদ ছহীহ।

مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا– ‘মুয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে, তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে’।[১৯]

শয়নের আদব বা শিষ্টাচার

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের বিশ্রামের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিদ্রাকে করেছেন ক্লান্তি দূরকারী। তিনি বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا– ‘আর আমরা তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। আর রাত্রিকে করেছি আবরণ’ *(নাবা ৭৮/৯-১০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا– ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন ক্লান্তি দূরকারী এবং দিবসকে করেছেন উত্থান সময়’ *(ফুরক্বান ২৫/৪৭)*। সুতরাং দিনের কর্মক্লান্তি দূর করতে মানুষকে রাত্রে শয্যা গ্রহণ করতে হয়, ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। মুমিন বান্দা সুন্নাতী তরীকায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্র যিকর করতে করতে সে ঘুমিয়ে যাবে। তাহ’লে এর মাধ্যমে সে ছওয়াব হাছিল করতে পারবে। নিম্নে শয্যা গ্রহণ ও ঘুমানোর কতিপয় আদব উল্লেখ করা হ’ল।-

১. ডান কাতে শয়ন : সাধারণভাবে এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো ও এশার পরে (অপ্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলা উচিত নয়।[২০] আর শয়নকালে ডান কাতে শয়ন করা সুন্নাত।[২১]

২. দো‘আ পাঠ : শয়নকালে দো‘আ পাঠ করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فيه كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً. ‘যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহ্র নাম নিলো না, তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বঞ্চনা নেমে আসবে’।[২২] তাই শয্যা গ্রহণকালে মুমিন বলবে, بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا *‘বিসমিকাল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া’* (হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি)। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব। আর ঘুম থেকে ওঠার সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ *‘আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা‘দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর’* (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান)।[২৩]

৩. সূরা ইখলাছ ও নাস-ফালাক্ব তেলাওয়াত : শয়নকালে সূরা ইখলাছ, নাস ও ফালাক্ব তেলাওয়াত করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) নিজে এই আমল করতেন এবং এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه كُلَّ لَيْلَة جَمَعَ كَفَّيْه ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِه وَوَجْهِه وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّات.

‘আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু’হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু’হাত বুলাতেন’।[২৪] অন্য হাদীছে এসেছে, ওক্বা বিন আমের (রাঃ) বলেন, أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন’।[২৫]

৪. আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত : কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। শয্যা গ্রহণের সময় এটা তেলাওয়াত করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ،

‘তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়বে (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম) আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাহ’লে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না’।[২৬]

---

১৯. *আহমাদ, আবু দাইদ, ইবনু মাজাহ; নাসাঈ, হা/৬৬৭; মিশকাত হা/৬৬৭, সনদ ছহীহ।*
২০. *আবু দাউদ হা/৪৮৪৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৯১৫, সনদ ছহীহ।*
২১. *বুখারী হা/২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩; মুসলিম হা/২৭১০।*
২২. *আবু দাউদ হা/৪৮৪৯; মিশকাত হা/২২৭২, সনদ ছহীহ।*
২৩. *বুখারী হা/৬৩১৫, ৬৩২৪; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮২, ২৩৮৪, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়।*
২৪. *বুখারী হা/৫০১৭, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।*
২৫. *তিরমিযী হা/২৯০৩; আহমাদ হা/১৭৪৫৩; আবুদাঊদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯।*
২৬. *বুখারী হা/৩২৭৫; মুসলিম হা/২৭২১; মিশকাত হা/২১১৩।*

৫. সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত তেলাওয়াত করা : রাতে সূরা বাক্বরার শেষ দু'আয়াত তেলাওয়াত করে শয়ন করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا لَيْلَةً كَفَتَاهُ– 'সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে'।[২৭]

৬. সূরা মুলক তেলাওয়াত : শয়নকালে সূরা মুলক তেলাওয়াত করা সুন্নাত। জাবির (রাঃ) বলেন, كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِه الْمُلْكُ– 'নবী করীম (ছাঃ) সূরা সাজদা ও সূরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না'।[২৮]

৭. তাসবীহ পাঠ করা : শয়নকালে তাসবীহ পাঠ করা অশেষ ছওয়াব লাভের মাধ্যম। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রাঃ) আটা পেষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকটে সংবাদ পৌঁছে যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একজন খাদেম চাওয়ার জন্য আসলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে পেলেন না। তখন তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে তা উল্লেখ করলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আসলে আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকটে বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন,) আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ.

'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দেব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার', তেত্রিশবার 'আল-হামদুলিল্লাহ' ও তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম, যা তোমার চেয়েছ'।[২৯]

রাতের ছালাত

রাত্রে দুই ধরনের ছালাত আদায় করা হয়। ১. ফরয ছালাত। যথা- মাগরিব ও এশার ছালাত। ২. নফল ছালাত তথা তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ।

মাগরিবের ছালাত :

মাগরিবের ছালাত তিন রাক'আত ফরয।[৩০] সফরকালেও তিন রাক'আতই পড়তে হয়।[৩১] সূর্যাস্তের পর মাগরিবের ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং পশ্চিম আকাশে শাফাক্ব বা লাল আভা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত এর ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

এশার ছালাত :

এশার ছালাত চার রাক'আত ফরয।[৩২] মুছল্লীরা দ্রুত চলে আসলে তাড়াতাড়ি এবং বিলম্বে আসলে এশার জামা'আত বিলম্বে করা যায়'।[৩৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতেন।[৩৪] তবে যরূরী কারণ বশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার ছালাত আদায় করা জায়েয।[৩৫] এশার ছালাতের ফযীলত হচ্ছে জামা'আতের সাথে আদায় করলে অর্ধরাত্রি ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যায়।[৩৬]

এশার ছালাত দেরী করে আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পসন্দ করতেন। কষ্টকর না হ'লে এশার ছালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করা উত্তম।[৩৭] আর মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন।[৩৮]

মুসাফিরের জন্য মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করা :

সফরে ছালাত ক্বছর ও জমা করা সুন্নাত। মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا. 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাবূক যুদ্ধে বের হ'লাম। তিনি যোহর ও আছর ছালাত জমা (একত্রে) করে পড়তেন এবং মাগরিব ও এশা জমা করে আদায় করতেন।[৩৯] মুকীম ব্যক্তিও বৃষ্টি, ভীতি ও বিশেষ কোন কারণে ছালাত জমা করতে পারেন।[৪০] ইবনু ওমর (রাঃ) বৃষ্টির সময় ছালাত জমা করে আদায় করতেন।[৪১]

এ সময় মাগরিব ও এশার ছালাতের মাঝে কোন সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে না।[৪২]

মহিলারা রাতের আধারেও মসজিদে যেতে পারে :

মহিলাদের জন্য বাড়ীতে ছালাত আদায় করা উত্তম। তবে তারা মসজিদে গিয়েও ছালাত আদায় করতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। এমনকি রাস্তা নিরাপদ থাকলে তারা রাতেও মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, إِذَا

---

২৭. বুখারী হা/৪০০৮, ৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫।
২৮. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২১৫৫, হাদীছ ছহীহ।
২৯. বুখারী হা/৩১১৩; মুসলিম হা/২৭২৭।
৩০. আবু দাউদ হা/১৯৩৩, সনদ ছহীহ।
৩১. তিরমিযী হা/৫৫২, সনদ ছহীহ, ছহীহ ইবনে হিব্বান ৪/১৮০; ছহীহ ইবনে খুযাইমা ২/৭১।
৩২. আহমাদ ৬/২৭২, হা/২৬৮৬৯; সনদ হাসান।
৩৩. বুখারী হা/৫৬০।
৩৪. বুখারী হা/৬৬১।
৩৫. মুসলিম হা/১৫৬।
৩৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৩০।
৩৭. বুখারী, মিশকাত হা/৫৯০-৯১।
৩৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯।
৩৯. মুসলিম হা/৭০৬।
৪০. মুসলিম হা/৭০৫, 'মুকীম অবস্থায় ছালাত জমা করা' অনুচ্ছেদ।
৪১. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৪৮১, ২/১৯৭।
৪২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮।

اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ ‘তোমাদের স্ত্রীরা যদি রাতে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ের অনুমতি চায়, তাহ’লে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিবে’।[৪৩]

তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ :

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত। রামাযানে রাতের প্রথমাংশে এই নফল ছালাত আদায় করা হয়, এজন্য একে তারাবীহ বলা হয়। একে হাদীছের পরিভাষায় ‘ছালাতুল লায়ল’ ও ‘ক্বিয়ামে রামাযান’ বলা হয়। আর অন্য ১১ মাসে রাতের এই ছালাতকে ‘তাহাজ্জুদ’ বলা হয়। সুতরাং তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক দু’টি ছালাত নয়।[৪৪] এ ছালাত আদায় করার জন্য প্রত্যেক মুমিনের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ– ‘তোমাদের জন্য ক্বিয়ামুল লায়ল বা রাতের ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের রীতি। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হ’তে বিরত থাকার মাধ্যম’।[৪৫] তিনি আরো বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ–

‘আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে, স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহ’লে তার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে। নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহ’লে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়’।[৪৬] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ–

‘জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ’তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ’তে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খেতে দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে’।[৪৭] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ– ‘যখন কোন ব্যক্তি রাতে স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর উভয়ে পৃথকভাবে অথবা একসাথে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়’।[৪৮]

রাত্রে যিকর-আযকার :

আল্লাহ্র যিকর করা ইবাদত। যা মুমিনের জন্য অতি উপকারী। আল্লাহ বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ‘তুমি যিকর কর, কেননা যিকর মুমিনের উপকার করে’ *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ (জ্ঞানী হ’ল সে সমস্ত লোক) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে’ *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। আর রাত্রিকালে যিকর করার বিশেষ ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ওবাদা বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ. ‘যে ব্যক্তি রাত্রে জেগে বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই’। অতঃপর বলে, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমায়কে ক্ষমা কর। অতঃপর কোন প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সে যদি ওযূ করে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন’।[৪৯]

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র যিক্র করতে হবে নীরবে। আল্লাহ তা‘আলা وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ‘তুমি তোমার প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায়

৪৩. বুখারী হা/৮৬৫।
৪৪. নায়ল ২/২৯৫ পৃঃ; মির‘আতুল মাফাতীহ ২/২২৪ পৃঃ।
৪৫. তিরমিযী, মিশকাত হা/১২২৭, হাদীছ ছহীহ।
৪৬. নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০।
৪৭. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১২৩২, হাদীছ ছহীহ।
৪৮. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৩৮, হাদীছ ছহীহ।
৪৯. বুখারী হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১১৪৫।

আপন মনে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে স্মরণ কর, উচ্চ শব্দে নয়' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। তিনি আরো বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 'তোমাদের প্রভুকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং সংগোপনে ডাক' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। একদা এক সফরে ছাহাবীগণ আওয়াজ করে তাসবীহ পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) তাদের চুপে চুপে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দিয়ে বলেন 'তোমরা এমন সত্তাকে ডাকছ যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'।[৫০]

রাত্রে দো'আ ও ইস্তেগফার :

রাতে এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে, যখন আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলে, তা কবুল হয়। এজন্য রাতে জেগে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা যরূরী। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ– 'আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (১ম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৫১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ– 'রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলমান সে সময় লাভ করতে পারে এবং আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এই সময়টি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে'।[৫২]

রাত্রিকালের আমলের পরিসমাপ্তি :

ফজরের ছালাত আদায়ের মাধ্যমে রাতের আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফজর ছালাত আদায় না করলে মানুষ কলুষিত অন্তর নিয়ে জাগ্রত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ–

'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রতি গিঁঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহ'লে তার একটি গিঁঠ খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আকেটি গিঁঠ খুলে যায়। অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে'।[৫৩]

পরিশেষে বলা যায়, মুমিন নারী-পুরুষকে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র স্মরণে, তাঁর বিধান মেনে ও রাসূলের দেখানো তরীকায় ব্যয় করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের আশায় বান্দার প্রতিটি কাজ সম্পাদিত হ'তে হবে। দিনের কর্মব্যস্ততায় মানুষ আল্লাহ্র ইবাদতে সময় কাটানোর সুযোগ কম পায়। কিন্তু মানুষ রাতে সাধারণত অবসর থাকে। এ সময় সে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে এবং তাঁর কাছে নিজের সকল আবেদন-নিবেদন ও চাওয়া-পাওয়া ব্যক্ত করতে পারে। তাই এ সময় যথাযথভাবে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা যরূরী। আল্লাহ সবাইকে রাত্রিকালীন সময় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

---

৫০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩।
৫১. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
৫২. মুসলিম হা/৭৫৭; মিশকাত হা/১২২৪।
৫৩. বুখারী হা/১১৪২; মুসলিম হা/৭৭৬।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত ডিভিডি

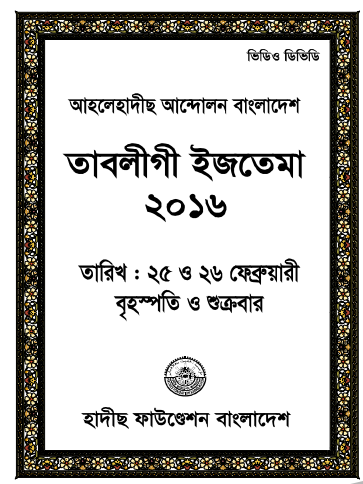

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

খলীফা বা আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী?

মূল (উর্দূ) : আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাত্তাবী

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

এই প্রশ্ন জাগে যে, আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী এবং এর প্রমাণ কি?

জওয়াব : জওয়াবদানের পূর্বে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সেই দলীলগুলিই গ্রহণযোগ্য এবং শক্তিশালী হয়, যার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন থেকে পাওয়া যায়। আর কুরআন মাজীদ সে বিষয়ে কথা বলে।

সামনে স্পষ্ট হবে যে, যে ব্যক্তি এই দলীলগুলিকে পেশ করে এবং আমল করে, সে যথাযথভাবে এবং পুরাপুরি আমল করার সামর্থ্য রাখে না। অথবা তার উপরে আমল করার ব্যাপারে অলসতা এসে যায়। অথবা ঐ কাজটি যে গতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম করতেন, সেই গতিতে করতে পারে না। তবে অবশ্যই করে। তার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাতে হিম্মত হারায় না। এখন যদি কেউ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে, জনাব! হয় ঐ গতিতে আমল করো যে গতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করতেন। অথবা ছেড়ে দাও। তাহলে এই ব্যক্তি কঠিন ভুলের মধ্যে আছে। বরং সে মূর্খ। এমন শক্তি কার আছে যে, ছাহাবীদের মতো হুবহু আমল করবে।

যেমন, একজন ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে। কিন্তু তার খুশূ-খুযূ ঐরূপ নয়, যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিল। তার ছালাত আদায়ের দলীল কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। এখন যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, ভাই আমাদের কাছে তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দলীল রয়েছে। কিন্তু তোমাদের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুশূ-খুযূর মতো নয় কেন?

তাহলে বলুন যে, কারো ছালাত যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের মতো না হয়, তাহলে কি সে ছালাত আদায় করবে না? না; বরং আমরা এটা বলব যে, আমাদের কাছে দলীল রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন। আমরাও ঐ দলীল নিয়েই ছালাত আদায় করি।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, সকল শারঈ মাসআলার স্বরূপ এর উপরেই রয়েছে যে, শরী'আতে দলীল মওজুদ রয়েছে। কিন্তু আমল করার ক্ষেত্রে কিছু কমবেশী হয়ে যায়।

ঠিক এভাবেই ইমারত ও খেলাফতের দলীল ঐগুলিই, যেগুলি ছাহাবীদের ইমারত ও খেলাফতের দলীল ছিল। কিন্তু আমাদের ইমারত ও খেলাফত ঐ শক্তি ও ঐ রূহানিয়াতের মতো নয়। এতে আমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই। কারণ হল আমাদের ঈমানী শক্তি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল। যার অনিবার্য ফল এই যে, আমাদের সব আমল ছাহাবী ও তাবেঈদের আমল থেকে অনেক কম। কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা ঐ দলীল সমূহ থেকে দলীল গ্রহণ করি এবং তার উপরে চলেই নিজেদের আমীর ও খলীফা নির্বাচন করি। এই ভূমিকার পর আমি প্রশ্নের জবাবের দিকে আসছি।

**পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

ইমারত ও খেলাফত

ইমারত ও খেলাফতের প্রয়োজন ও গুরুত্ব এত বেশী যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন তখন সর্বপ্রথম ছাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে কোন ব্যক্তি আছেন যিনি এই শরী'আতের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিবেন।

এজন্য দ্রুত আনছার ছাহাবীগণ সা'দ বিন 'উবাদা (রাঃ)-এর নিকটে বনু সা'য়েদায় বৈঠকে মিলিত হন এবং পরামর্শ করা শুরু করেন। যখন এই সংবাদ আবূবকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছে তখন তারা দ্রুত তাদের নিকট যান। আর এখানেই ইমারতের ঝগড়া শুরু হল যে, কে আমীর হবেন? আসলে প্রত্যেক সম্প্রদায় এই কামনা করছিল যে, আমাদের আমীর আমাদের মধ্য থেকেই হোক। তারা অন্যদের ইমারতের ব্যাপারে কখন খুশী হত? ফলে আনছাররা এ কথা বলে যে, একজন আমীর আমাদের হৌক এবং একজন আমীর তোমাদের হোক। এতে দ্বন্দ্বও থাকবে না। আনছারদের আমীর আনছারী হোক এবং মুহাজির কুরাইশদের আমীর কুরাইশী হোক। তখন আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে, এভাবে কখনই হবে না। বরং আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে উযীর। এর জবাবে হুবাব ইবনুল মুনযির বলেন যে, কখনই নয়। বরং আমাদের একজন আমীর এবং তোমাদের একজন আমীর হোক। তিনি কসম করেন যে, আমরা এটা কখনই করব না যে, তোমরা আমীর হবে আর আমরা উযীর হয়ে থাকব। এর জবাবে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে, 'না, আমরা আমীর হব এবং তোমরা উযীর থাকো। অবশেষে সবাই আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর হাতে এখানেই বায়'আত করেন এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনে নিয়োজিত হন।[১]

এই ঘটনাটি ছহীহ বুখারীর ১ম খণ্ডের ৫১৮ পৃষ্ঠায় মওজুদ রয়েছে। لَوْ كُنْتُ مُتَّخِـذًا خَلِـيلاً 'আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম' অনুচ্ছেদের অধীনে এবং 'আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মর্যাদা' অধ্যায়ে মওজুদ রয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনা : যখন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়, তখন লোকেরা বলে যে, আপনি আপনার পরবর্তী খলীফা কাউকে মনোনীত করলেন না। তখন তিনি বলেন, إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'যদি আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আবুবকর তিনি (আমাকে) খলীফা মনোনীত করেছিলেন। আর যদি আমি মনোনীত না করি তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খলীফা মনোনীত করে যাননি'।[২] মূলতঃ আমীর থাকা এতটাই যরূরী

১. *বুখারী হা/৬৮৩০; মুসলিম হা/১৬৯১; মিশকাত হা/৩৫৫৭।*
২. *বুখারী হা/৭২১৮ 'আহকাম' অধ্যায়।*

Contents

যে, আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নিজের জীবদ্দশাতেই ওমর (রাঃ)-কে খলীফা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর এই আকাঙ্ক্ষাই সকলে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কাছে করেন যে, আপনিও কাউকে আমীর মনোনীত করে যান। তখন ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যদি আমি আমীর নিযুক্ত করে যাই তবুও কোন মতানৈক্যের কারণ নেই। এজন্য যে, আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমাকে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। আর যদি নাও করি বরং লোকদের পরামর্শের উপরে ছেড়ে যাই তবুও মতভেদের কোন কারণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরে প্রকাশ্যভাবে কাউকে নিযুক্ত করে যাননি। বরং মুসলমানদের পরামর্শের উপরে ছেড়ে দেন।

মোদ্দাকথা, তাঁর পরে ওছমান (রাঃ)-এর খলীফা হওয়ার ঘটনা ঐ বুখারীতেই মওজুদ রয়েছে। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-এর পরামর্শে তাকে খলীফা নির্বাচন করা হয়। বেশী দলীল বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কেননা এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত ফৎওয়া ও বিশ্বাস যে, প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের আমীরের প্রয়োজন রয়েছে, ছিল এবং থাকবে।

সামনে গিয়ে আল্লামা তাঁর প্রবন্ধে বায়'আত এবং আমীরের কথা শোনা ও মানার প্রমাণে নিম্নোক্ত হাদীছগুলি উল্লেখ করেছেন :

١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ-

১. উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আহ্বান জানালে আমরা তাঁর হাতে এই মর্মে বায়'আত করলাম যে, আমরা পসন্দে-অপসন্দে, সুখে-দুখে এবং আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মানব। আর আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করব না। তিনি এটাও বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (আমীরের মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী না দেখবে (ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার আনুগত্য করতে থাকবে), যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রমাণ থাকে'।[৩]

চিন্তা করো, এই হাদীছে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও তুমি তার বায়'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারো না।

٢. قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِيْنِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ-

২. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কল্যাণ দান করলেন। ফলে আমরা তাতেই রয়েছি। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী চলবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের হৃদয়গুলো হবে মানব দেহে শয়তানের হৃদয়। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে কি করব? তিনি বললেন, 'তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে'।[৪]

এই হাদীছটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, ইমাম ফাসেক হলেও তার আনুগত্য থেকে পৃথক হওয়া যাবে না।

ঐ সকল মোল্লা-মৌলবীর জন্য আফসোস, যারা ইমাম ও খলীফার মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে বায়'আত করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে অথবা গড়িমসি করছে। আল্লাহকে ভয় করো এবং একটু লজ্জা করো যে, এই হাদীছগুলি ছহীহ মুসলিমের। কোনরূপ ঠাট্টা-কৌতুক নয়।

٣. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ-

৩. আওফ ইবনু মালেক আল-আশজা'ঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে

৩. *বুখারী হা/৭০৫৫, ৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/৩৬৬৬।*

৪. *মুসলিম হা/১৮৪৭; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দো'আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দো'আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করব না? তিনি বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে অপসন্দ করবে। কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না'।[৫]

আরেকটি প্রশ্নের জবাবে আল্লামা বলেন, হ্যাঁ ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে যে, বায়'আত আবশ্যক ও অপরিহার্য বিষয়। যে বায়'আত করে না সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে এবং সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশিকে দূরে নিক্ষেপ করে।

ছহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

٤. مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً–

৪. 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের আনুগত্যের) বায়'আত নেই। সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৬]

৫. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَىَ مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكْرَهُــهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৭]

৬. এটাও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِه شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً–

'যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কিছু অপসন্দ করবে, সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[৮] হায় আল্লাহ! কতটা ধমকি এবং কতটা তাকীদ যে, যে কোন ব্যক্তি বিনা বায়'আতে মারা গেলে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয়। আল্লাহকে একটু ভয় করো। নিজের মৃত্যুকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বানিয়ো না। গোঁড়ামি ও মতভেদ ছেড়ে দাও এবং পাক্কা মুমিন হয়ে মরো। আল্লাহ তাওফীক দিন। আমীন!

হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!

এ হাদীছগুলি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নয়? হে আহলেহাদীছ জামা'আত! এগুলি কি ছহীহ মুসলিমের হাদীছ নয়? এগুলির মর্যাদা কি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ, আমীন জোরে বলা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর চেয়ে কম?

মনে রেখ, আমীন ও রাফ'উল ইয়াদায়েন তো সুন্নাত। আর ইমামের আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ সকল মুসলমানকে বিশেষ করে আহলেহাদীছগণকে তাওফীক দান করুন!

ইমামের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য

এবং তাঁর অবাধ্যতা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى– 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৯] ছহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে খুৎবা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُــودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَــهُ وَأَطِيعُــوْا– 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর'।[১০] এ ব্যাপারে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বহু হাদীছ এসেছে। কিন্তু আমি কয়েকটি বর্ণনা করেছি। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সব বিষয়ের দু'একটি হাদীছ মনে রাখে।

আল্লাহ্র অবাধ্যতায় আনুগত্য করবে না :

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ–

'আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সব বিষয়ে (আমীরের নির্দেশ) শ্রবণ করা ও তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য। যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়, তাহ'লে তাঁর কথা শ্রবণ ও তাঁর প্রতি কোন আনুগত্য নেই'।[১১]

৫. *মুসলিম হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৩৭০।*
৬. *মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।*
৭. *বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।*
৮. *বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯।*
৯. *মুসলিম হা/৪৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৬১।*
১০. *মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।*
১১. *মুসলিম হা/৪৮৬৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ– 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল সৎকর্মে'।[১২]

দুর্বল ব্যক্তি কি ইমাম হতে পারে :

বর্তমানে এই একটা প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে যে, যে ইমাম ব্যভিচারীকে পাথর মারতে পারে না এবং চোরের হাত কাটতে পারে না, সে ইমাম হতে পারে না। এ ব্যাপারে ত্বাবারাণীর একটি হাদীছ তারা পেশ করে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْإِمَامُ الضَّعِيْفُ مَلْعُوْنٌ 'দুর্বল ইমাম অভিশপ্ত'।[১৩] তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই হাদীছটি বিশুদ্ধ সনদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। যদি কোন আলেম ফাযেল মোল্লা মৌলভী এর বিশুদ্ধতা পেশ করতে পারে তাহলে ময়দানে আসুক। নতুবা আল্লাহকে যেন ভয় করে এবং বিনা তাহকীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে না যায়। এই হাদীছটি বাস্তবতারও পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৩ বছর মক্কায় ছিলেন। অবশেষে দেশ ছাড়তে হয়। অনেক দুর্বল ছিলেন। অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ছিল। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। অবশেষে তিনিও বিরক্ত হয়ে জন্মভূমিকে বিদায় জানান। হযরত লূত (আঃ)-এর নিকটে যখন বদমাশ জাতি শয়তানী করার জন্য আসে, তখন তাঁর নিকটে ফেরেশতারা মেহমান হয়ে আসেন। লূত (আঃ) তখন আফসোস করেন যে, যদি আজ আমার সামান্য শক্তিও থাকত তাহলে আমি মোকাবিলা করতাম। এঁরা সবাই কতটা দুর্বলতা প্রকাশ করছেন।

এভাবে নূহ (আঃ) স্বীকার করছেন যে, رَبِّ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ 'প্রভু! আমি পরাজিত। অতএব তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নাও' *(ক্বামার ৫৪/১০)*। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, অধিকাংশ নবী দুর্বল ছিলেন এবং মুকাবিলা করতে পারেননি। তাহলে কি এঁরা সবাই অভিশপ্ত ছিলেন। *আসতাগফিরুল্লাহ*। আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই।

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) একটি কূয়া থেকে বালতি উঠান। কিন্তু وَفِى نَزْعِه ضَعْفٌ 'কিন্তু তাঁর উঠানোতে দুর্বলতা ছিল'।[১৪] তাহলে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর উপরেও কি ত্বাবারাণীর হাদীছ প্রযোজ্য হবে এবং তাকেও এই (দুর্বল ইমাম) পদবী দেয়া হবে? আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। হায় আল্লাহ! অচিরেই পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। এমন কথা বলা প্রমাণ করছে যে, ঐ মোল্লা-মৌলভীদের কুরআন মাজীদ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান নেই। যদি এই লোকেরা কুরআন-হাদীছের পুরা ইলম হাছিল করত, তাহ'লে কতই না ভাল হ'ত! এজন্য সত্য-সত্যই বলা হয়,

نيم ملاں خطرئه ايمان، نيم حكيم خطرئه جان

আধা মৌলভী ঈমানের জন্য বিপজ্জনক। যেমন হাতুড়ে ডাক্তার জীবনের জন্য বিপজ্জনক। বর্তমানের অবস্থা এরকমই। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন! আমীন!!

যদি ইমাম না থাকে তাহলে কি করবে :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِىْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ؟ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِىْ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ–

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে বসার ভয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে মন্দ মিশ্রিত থাকবে। আমি বললাম, এর মন্দ কি? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আমার হেদায়াত ব্যতীত অন্য পথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল ও মন্দ দু'টিই থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ানো কিছু দাঈর আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের কাছে এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন,

১২. *বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫।*
১৩. *ত্বাবারাণী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৯০৫৯; যঈফুল জামে' হা/২২৯২, সনদ যঈফ।*
১৪. *বুখারী হা/৩৬৬৪; মুসলিম হা/২৩৯২; মিশকাত হা/৬০৩১।*

তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, 'সকল দল-উপদল ত্যাগ করবে। এমনকি মৃত্যু অবধি যদি গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয় তবুও তাই করবে'।[১৫]

এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে যেন বললেন যে, যদি আমীর ও মুসলমানদের জামা'আত থাকে, তাহ'লে তাকে আঁকড়ে ধরো। নতুবা জঙ্গলে গিয়ে বাস করো। সেখানেই থাকো এবং গাছের ছাল-পাতা খাও। যতক্ষণ না মৃত্যু এসে যায়।

আমীরের কাজ :

কম বুঝের অধিকারী কিছু লোক এটা বুঝে রেখেছেন যে, যদি আমীর যুদ্ধ-জিহাদ না করেন, তাহ'লে তিনি আমীরই নন। আর إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'ইমাম হ'লেন ঢালস্বরূপ। তাঁর পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়'[১৬] হাদীছটি পেশ করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে জামা'আত থেকে বাধা দেন যে, জনাব! ইনি কেমন ইমাম যিনি জিহাদ করেন না। আমাদের এমন ইমামের কি প্রয়োজন, যিনি লড়াই করেন না।

আসলে ঐ মোল্লা-মৌলভীরা এটা বুঝে রেখেছেন যে, ইমামকে মেনে নেয়ার এই শর্তও রয়েছে যে, তিনি জিহাদ করবেন এবং তার কাজ দেখে তারপর তাঁকে মেনে নেয়া হবে। এ কথা এমন ধোঁকাবাজি ও বাস্তবতা বিবর্জিত যে, ইলমে হাদীছ ও ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য জানা ব্যক্তিও বুঝতে পারে যে, খলীফাগণ কি নিযুক্ত হয়েই লড়াই করতেন? (কখনও নয়)। লোকজন কি তাদের ব্যাপারে আপত্তি করত যে, প্রথমে যুদ্ধ-জিহাদ করো। তারপর আমরা তোমার বায়'আত করব। কখনও নয়। বরং প্রথমে বায়'আত করত। অতঃপর যখন নির্দেশ আসত এবং সময় ও সুযোগ আসত তখন যুদ্ধও করত।

তারা কি জানে না যে, যেদিন আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক ও অন্যান্য খলীফাগণকে আমীর মানা হয়, তখন কেউ কি এ আপত্তি করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা জিহাদ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাদেরকে মানব না। কোন একজনও তো এমন আপত্তি করেননি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবন কি ঐ সকল আলেমের সামনে নেই? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি ইমাম ছিলেন না? (অবশ্যই ছিলেন)। তাহলে কেন তিনি ১৩ বছর যুদ্ধ করেননি।

এস আমি বলছি :

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'ইমাম ঢাল স্বরূপ' এর মর্মার্থ কি?।[১৭] এর অর্থ যেভাবে ঢালের নীচে থেকে মানুষ যুদ্ধ করে, তদ্রূপ ইমামের অধীনে থেকে যুদ্ধ করা হয়। ব্যস, এতটুকুই।

অতএব তোমরা এস। সব মোল্লা মৌলভী এবং তোমাদের সব অনুসারী ইমামকে মেনে নিক এবং তাঁর অধীনতা মেনে নিয়ে সবাই মিলে তাঁর নির্দেশে লড়াই করুক। তারপর দেখ, কোন বীর-বাহাদুর ময়দানে আসে আর কে পলায়ন করে? আর না হলে এটা বল যে, ভাই তোমরা লড়াই করো। আমরা তো মুনাফিক। আমরা লড়াই করতে পারব না।

কিন্তু এখানে তো তোমাদের জান কবয হয়ে যায় :

যখন যুদ্ধ ও জিহাদের নাম আসে, তখন তোমাদের জ্বর আসে। আজ বলো তোমরা কোন মুখে কাদিয়ানীদেরকে বলো যে, তোমরা জিহাদ মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছ। তোমরা কাফের হয়ে গেছ। কিন্তু তোমরাও তো সেটা রহিত করে দিয়েছ। তারা বিশ্বাসগতভাবে রহিত করে দিয়েছে আর তোমরা আমলগতভাবে মিটিয়ে দিয়েছ...। যদি তোমরা এটা বলো যে, আমরা তো জিহাদের প্রবক্তা। অস্বীকারকারী নই। আর কাদিয়ানীরা তো অস্বীকারকারী।

তাহলে শুনো :

যদি কোন বেছালাতীকে বলা হয়, ভাই ছালাত আদায় করো। এটা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ। তাহ'লে সে কখনো অস্বীকার করে না। কেউ তো বলে যে, হুযুর কাপড় পরিষ্কার করে পড়ব। কেউ বলে যে, মাওলানা ছাহেব জুম'আর দিন পড়ব এবং শুরু করব। কিন্তু অস্বীকার করে না। তাহলে তোমরা সব মৌলভী কি তাকে কাফের বলো?

সে কি অস্বীকার করেছে? সে কি অস্বীকারকারী। (কখনোই নয়)। শুধু আমল না করার কারণেই তোমরা তাকে কাফের বলেছ। কি কারণ রয়েছে যে, আপনারা মুসলমান আর বেছালাতী কাফের। আপনাদের আমলগত অস্বীকারও তো বেছালাতীর মতোই পাওয়া গেল। সুতরাং যে ফৎওয়া বেছালাতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, একই ফৎওয়া তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা ইসলাম তো সমতারই নাম।

স্মরণ রাখো :

হে মুসলমানগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীরকে মেনে না নিবে, ততক্ষণ লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে। যেদিন তোমরা মেনে নিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ সেদিন তোমরা নিজেদের জীবনের মজা পাবে। এস সবাই মিলে এবং নিজেদের সকল শক্তিকে একত্রিত করে গোলামীর অভিশাপকে মিটিয়ে দেই। আমীন!

'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া,
জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া এবং
ইমারত থাকে না আনুগত্য ছাড়া
(হযরত ওমর (রাঃ)'।

১৫. *বুখারী হা/৩৬০৬, ৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।*
১৬. *বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।*
১৭. *বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।*

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(৩য় কিস্তি)

ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য। অস্বাভাবিক অবস্থায় পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

১. ভুল শুধরাতে গিয়ে ঘটিতব্য বড় ভুল থেকে সাবধান হওয়া :

এ কথা সবার জানা যে, দু'টি ক্ষতির মধ্যে বৃহত্তর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ন্যূনতম ক্ষতি মেনে নেওয়া শরী'আতের অন্যতম মূলনীতি। এ কারণেই মুনাফিকরা কাফির প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (ছাঃ) তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেছেন। কিন্তু তাদের তিনি হত্যা করতে যাননি এ কারণে যে, পাছে লোকে বলবে, মুহাম্মাদ নিজ অনুসারীদের হত্যা করেন। বিশেষতঃ মুনাফিকদের ব্যাপারটা মানুষের নিকট গোপন থাকার কারণে।

একইভাবে কুরায়শদের নির্মিত কা'বা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতে যাননি। কেননা কুরায়শরা ছিল সদ্য মুসলমান; কিছুদিন আগেও জাহিলী যুগের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। নবী করীম (ছাঃ)-এর আশঙ্কা ছিল এখন কা'বা ঘর ভেঙ্গে ফেললে কুরায়শরা তা ভাল মনে নেবে না। ফলে হাতিমের ভাঙ্গা অংশটুকু কা'বার বাইরেই থেকে যায় এবং দরজাও মানুষের নাগালের বাইরে উঁচুতে থেকে যায়। যদিও এটা এক প্রকার যুলুম ও পাপ। তবুও কুরায়শদের ঈমান হারানোর তুলনায় তা ক্ষুদ্র।

তারও আগে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপাস্যদের-দেবীদের গালি দিতে নিষেধ করেছেন। যদিও এসব গালি-গালাজের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের সম্ভাবনা আছে। তবুও তা নিষেধ করা হয়েছে। যাতে তারা আল্লাহকে গালি দেওয়ার সুযোগ না পায়। যা কিনা তুলনামূলক বিচারে আরও অনেক বড় পাপ।

এজন্যই কখনো কখনো দ্বীন প্রচারক অবৈধ বিষয় নিষেধ না করে চুপ করে থাকে। অথবা দেরিতে নিষেধ করে অথবা পদ্ধতি পাল্টে ফেলে, যাতে করে ভুল বিদূরিত হয় কিংবা বড় কোন অন্যায় সংঘটিত না হয়। প্রচারকের নিয়ত ভাল থাকলে এবং আল্লাহ্র পথে নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া না করলে একে ত্রুটি ও দুর্বলতা বলা চলে না। দ্বীনের সুবিধা বিবেচনা করেই সে এমন করেছে- অলসতা ও কাপুরুষতার বশে নয়।

লক্ষ্যণীয় যে, ভুলে বাধা দেওয়া ও ভুল সংশোধনের অনেক কৌশল আছে। অনেকে সে সব কৌশল অবলম্বন না করে ভুল নিষেধ করতে যায়। ফলে ভুল সংশোধন না হয়ে বরং উল্টো বড় ভুলে পতিত হয়।

২. যে ধরনের স্বভাব-চরিত্র থেকে ভুল হয় তা অনুধাবন করা:

কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে যা স্বভাবজাত বা সহজাত। যতই চেষ্টা করা হোক তা পুরোপুরি দূর করা যায় না। তবে তার পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং লাঘব করা সম্ভব। চূড়ান্তভাবে সোজা করতে গেলে তা দুঃখ-বেদনায় পর্যবসিত হবে। যেমন মহিলাদের বেলায় একথা প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا– 'মহিলাকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনভাবেই তা তোমার জন্য সোজা হবে না। সুতরাং তুমি তার থেকে উপকৃত হ'তে চাইলে তাকে বাঁকা রেখেই উপকৃত হবে। আর যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও, তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। ওর ভাঙ্গন হ'ল তালাক'।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا– 'তোমরা স্ত্রীলোকদের সদুপদেশ দিতে থাক। কেননা তারা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট। পাঁজরের সবচেয়ে উপরের হাড়টা সবচেয়ে বেশী বাঁকা। সুতরাং তুমি যদি তা একদম সোজা করতে যাও, তাহ'লে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে, আর যদি এমনিই ফেলে রাখ তাহ'লে তা সর্বদাই বাঁকা থেকে যাবে। অতএব তোমরা স্ত্রীলোকদের সদুপদেশ দিতে থাক'।[২]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, মহানবী (ছাঃ)-এর উক্তি (بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) 'মহিলাদের ভালভাবে উপদেশ দান অর্থ নম্রতার সাথে ধীরে-সুস্থে সোজা করা। বেশী জোরাজুরি করা যাবে না, তাহ'লে ভেঙ্গে যাবে। আবার উপদেশ না দিয়ে ফেলেও রাখা যাবে না, তাহ'লে সে সর্বদা বাঁকাই থেকে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে- কেবল মুবাহ বা বৈধ ক্ষেত্রেই সদুপদেশ দেওয়া বা না দেওয়া বিধেয়। মহিলারা যদি সরাসরি পাপে জড়িয়ে পড়ে কিংবা ফরয পরিত্যাগ করে তখন তাকে বাধা দেওয়া ফরয হয়ে দাঁড়াবে। হাদীছটিতে মানুষের মন জয় করা এবং আত্মার সঙ্গে ভালবাসা জন্মানোর কথা বলা হয়েছে। মহিলাদের বাঁকা স্বভাব হেতু তাদের সঙ্গে ক্ষমা ও সহিষ্ণু আচরণ করতে বলা হয়েছে। কেউ তাদের সোজা করতে চাইলে তাদের থেকে উপকার লাভের সুযোগই হয়তো হারিয়ে বসবে। অথচ কোন পুরুষের পক্ষে মহিলার সংস্রব ব্যতীত জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং জীবন-জীবিকায় সহযোগিতা লাভের ভিন্ন কোন উপায় নেই। যেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নারীর প্রতি ধৈর্য ধারণ ব্যতীত তার থেকে জৈবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।[৩]

* *সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

** *সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৯।*
২. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫১৮৬।*
৩. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৮৯০, ৯/২৫৪ পৃঃ।*

৩. শারঈ বিষয়ে ভুল করা এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে ভুল করার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ :

আমাদের নিকট দ্বীন ইসলাম আমাদের ব্যক্তি সত্তা থেকেও মহা মূল্যবান। তাই আমাদের ব্যক্তিস্বার্থে আমরা যতটা ক্ষোভ ও রাগ দেখাব এবং সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করব, তার থেকেও অনেক বেশী রাগ ও ক্ষোভ এবং সাহায্য-সহযোগিতা আমরা দ্বীনের স্বার্থে করব। এজন্যই তুমি দেখবে- যার দ্বীনী জোশ দুর্বল তাকে কেউ গালি দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষুব্ধ হয় এবং রাগ প্রকাশ করে। কিন্তু তারই পাশে একজন দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করলে সে মোটেও ক্ষুব্ধ হয় না। কিংবা একটু ক্ষুব্ধ হ'লেও তা হয় সংকোচ ও দুর্বলতা মিশ্রিত।

নবী করীম (ছাঃ) নিজের ক্ষেত্রে অশোভন আচরণকারীদের বেশী মাত্রায় ক্ষমা করতেন, বিশেষ করে অসভ্য বেদুঈনদের মনোরঞ্জনার্থে এমনটা তিনি হরহামেশাই করতেন। ছহীহ বুখারীতে আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِه، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِى عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল নাজরানের তৈরী মোটা পাড়ের একটি বড় চাদর। এমন সময় এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাদর ধরে খুব জোরে এক হ্যাঁচকা টান দিল। আমি দেখলাম কঠিনভাবে টানার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাঁধের উপরিভাগে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর লোকটা বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহ্র যে সম্পদ রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে আদেশ দাও। এমন (অসভ্য আচরণ সত্ত্বেও) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে অনুদান প্রদানের আদেশ দিলেন'।[৪]

কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে অপরাধ করলে তিনি আল্লাহ্র খাতিরে রাগ করতেন। সামনে তার উদাহরণ আসবে।

এখানে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যা ভুল-ভ্রান্তি মুকাবিলায় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১) বড় গোনাহ ও ছোট গোনাহের মধ্যে পার্থক্য করা : খোদ শরী'আতে ছোট-বড় গোনাহের ভাগ করা হয়েছে। ছোট গোনাহে বাধা দানে যতটা তৎপর হ'তে হবে, বড় গোনাহে বাধা দানে তার থেকেও অনেক বেশী তৎপর থাকতে হবে।

(২) যিনি ভাল কাজে অগ্রণী, যার পাপ নেই বললেই চলে, যিনি নেকীর সাগরে সন্তরণশীল তার এবং যে আগাগোড়া পাপী, নিজের জীবনের উপর অত্যাচারকারী তার মাঝে পার্থক্য আমলে নিয়ে আদেশ-নিষেধ করতে হবে। কেননা ভাল কাজে সৎ পথে যে অগ্রণী তার থেকে যেমন আচরণ আশা করা যায়, অন্যদের থেকে তা করা যায় না। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিম্নের ঘটনা থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি।

আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যাত্রা করেছিলাম। 'আরজ' নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্রামের জন্য নেমে পড়েন, আমরাও নেমে পড়ি। আয়েশা (রাঃ) বসেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে আর আমি বসেছিলাম আমার পিতার পাশে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর সফরের বাহন ছিল একটাই উট। আবু বকর (রাঃ)-এর এক গোলাম সেটা দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধান করছিল। আবুবকর (রাঃ) গোলামের খোঁজ করে যখন পেলেন তখন তার সাথে উট ছিল না। তিনি বললেন, তোমার উট কোথায়? সে বলল, আজ রাতে আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি। আবুবকর (রাঃ) বললেন, একটাই মাত্র উট, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে! আবুবকর (রাঃ)-এর রাগ চড়ে গেল। ফলে তিনি গোলামটিকে মারতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা দেখে মুচকি হেসে বললেন, তোমরা এই মুহরিম (হাজী)-কে দেখ, সে করছেটা কি? আবু রাযমা বলেন, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'তোমরা এই মুহরিমকে দেখ, সে করছে কি?' এবং 'মুচকি হাসি' ছাড়া আর কিছুই করেননি।[৫]

(৩) যার থেকে বহুবার ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ কাজ হয়েছে এবং যে প্রথমবার তা করেছে উভয়ের ক্ষেত্রে নিষেধ করতে কিছু তারতম্য করতে হবে। বারবার পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে তুলনামূলক বেশী এবং কঠোর ভাবে নিষেধ করতে হবে।

(৪) প্রকাশ্যে পাপাচারী ও গোপনে পাপাচারীর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

(৫) যার দ্বীন পালনে দুর্বলতা ও কমজোরি রয়েছে এবং যার মনে সাহস যোগানো প্রয়োজন তার উপর কঠোর হওয়া সমীচীন হবে না।

(৬) ভুলকারী ও অপরাধীর অবস্থান/পদ ও ক্ষমতা হিসাবে নিয়ে নিষেধ করতে হবে। তবে এসব কিছুই করতে হবে ন্যায় ও ইনছাফের পথ আগলে রেখে।

(৭) অল্পবয়স্ক ভুলকারীকে তার বয়সের সাথে মানিয়ে নিষেধ করতে হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالْفَارِسِيَّةِ كِخْ كِخْ، أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ- 'একদিন আলী (রাঃ)-এর ছেলে হাসান (রাঃ) যাকাতের একটি খেজুর নিয়ে মুখে পুরে দেন।

৪. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৮০৯।*

৫. *আবুবকর (রাঃ) ছিলেন প্রথম সারির নেক্কার মানুষ। তাকে নিষেধের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ একটি কথাই যথেষ্ট মনে করেছেন। অন্যদের বেলায় হয়তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধের মাত্রা এত অল্প হ'ত না। অনুবাদক। আবুদাঊদ 'মানাসিক' অধ্যায় হা/১৮১৮, আলবানী সনদ হাসান।*

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফারসী ভাষায় বলে ওঠেন- খক! খক!! বাবু, তুমি কি জান না আমরা যাকাত খাই না'?[৬]

ত্বাবারানী যয়নাব বিনতে আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، قَالَتْ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَاء فَضَرَبَ بهَا وَجْهِيْ، وَقَالَ: وَرَاءَك أَيْ لَكَـاع 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোসল করছিলেন, এমন সময় যয়নাব (রাঃ) তাঁর কাছে হাযির হন। তিনি বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক অঞ্জলী পানি নিয়ে আমার মুখে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আরে বেওকুফ বাচ্চা, পেছনে সরে যাও'।[৭]

এতে বুঝা গেল, ছোট মানুষের ছোটত্ব তার ভুল সংশোধনে কোন বাধা হ'তে পারে না। বরং সচেতন করার লক্ষ্যে তাদের সংশোধন ও শিক্ষা দান আবশ্যক। এরূপ শিক্ষা শিশুর মগজে ভালভাবে বসে যায়, ভবিষ্যতেও তা তার কাজে লাগে। প্রথম হাদীছে শিশুকে পরহেযগারী শিখানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীছে তাকে অনুমতি গ্রহণের আদব যেমন শিখানো হয়েছে, তেমনি অন্যের গোপনাঙ্গ না দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনি আরেকটি ঘটনা ছোট শিশু ওমর বিন আবু সালামা (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে ঘটেছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

كُنْتُ غُلاَمًا فِيْ حَجْرِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِى بَعْدُ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিপালনাধীন একটা শিশু ছিলাম। একবার খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের সবখানে খাবার খুঁজে ফিরছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, ওহে বৎস! খাওয়ার সময় আল্লাহ্র নাম বল, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও। এরপর থেকে এটাই আমার খাবার গ্রহণের রীতি হয়ে দাঁড়ায়'।[৮]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে শিশুটা খাবারের পাত্রে হাত ঘুরাতে গিয়ে ভুল করেছিল তার ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশনাগুলো খুবই ছোট, সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ছিল। এগুলো মনে রাখাও যেমন সহজ, তেমনি বুঝতেও কোন সমস্যা নেই। এজন্যই ঐ শিশু ছাহাবীর উপর কথাগুলো তাঁর জীবনের তরে প্রভাব ফেলেছিল। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, এরপর থেকে এটাই আমার খাবার গ্রহণের রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

(৮) অনাত্মীয় মহিলাদের নিষেধকালে সতর্কতা : কোন পুরুষ লোক অনাত্মীয় অপরিচিত মহিলাদের নিষেধ করতে গেলে যাতে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সাবধান হ'তে হবে। কোন কিশোরী কিংবা যুবতীর ভুল ধরতে গিয়ে যুবক বিশেষের কথা যেন নরম মিনমিনে ভাবের না হয়। এতে অনেক বিপদ জেঁকে বসে। এক্ষেত্রে বরং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বর্ষীয়ান লোকেরা ভাল ভূমিকা রাখতে পারে। যিনি তাদের আদেশ-নিষেধ করবেন তাকে বরং ভাবতে হবে যে, এক্ষেত্রে তার কথা বলায় উপকার হবে কি-না। যদি তার জোর ধারণা জন্মে যে কথা বলায় উপকার হবে, তাহ'লে কথা বলবে, নচেৎ অল্পবয়সী স্বল্প বুদ্ধির কিশোরীদের সাথে কথা না বলে নীরব থাকবে। অনেক সময় তারা অপবাদ দিয়ে বসে এবং বাতিলের উপর অনড় থাকতে চায়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আদেশ-নিষেধের কাজে নিয়োজিত মানুষের আদেশ-নিষেধ, প্রচার-প্রপাগাণ্ডা ও দলীল-প্রমাণ প্রদান সার্থক ও কার্যকরী করতে তার সামাজিক অবস্থানের একটা মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে সমাজের অবস্থা যা তাই থেকে যাবে। নিম্নে এতদসংশ্লিষ্ট ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক জনৈকা মহিলাকে নিষেধের একটি ঘটনা তুলে ধরা হ'ল।

আবু রুহমের দাস ওবায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِىَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَت الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْت قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ-

'সুগন্ধি মেখে মসজিদ পানে গমনেচ্ছু জনৈকা মহিলার সাথে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে বলেন, হে প্রবল প্রতিপত্তিশালীর (আল্লাহ্র) দাসী, যাচ্ছ কোথায়? সে বলল, মসজিদে। তিনি বললেন, সেজন্যই কি খোশবু মেখেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে মহিলাই সুগন্ধি মেখে মসজিদের দিকে বের হবে তার কোন ছালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে গোসল করে ফেলে'।[৯]

ছহীহ ইবনু খুযায়মা গ্রন্থে আছে,

مَرَّتْ بِأَبِيْ هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيْحُهَا تَعْصِفُ، فَقَالَ لَهَا : إِلَى أَيْنَ تُرِيْدِيْنَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ : إِلَى الْمَسْجِد، قَالَ : تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : فَارْجِعِيْ فَاغْتَسِلِيْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ يُقْبَلُ اللهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِد وَرِيْحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ-

'আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে এক মহিলা যাচ্ছিল। তার গা থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, হে প্রতাপশালীর দাসী, যাচ্ছ কোথায়? সে বলল, মসজিদে।

৬. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩০৭২।*
৭. *আল-মু'জামুল কাবীর ২৪/২৮১; হায়ছামী বলেন, এর সনদ হাসান, মাজমাউয যায়ায়েদ ১/২৬৯।*
৮. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯।*
৯. *ইবনু মাজাহ হা/৪০০২, সনদ হাসান ছহীহ।*

তিনি বললেন, তাইতো সুগন্ধি মেখেছ। সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে বাড়ি ফিরে গিয়ে গোসল করে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে মহিলা সুগন্ধি ছড়াতে ছড়াতে মসজিদে যায়- বাড়ি ফিরে এসে গোসল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার কোন ছালাতই কবুল করেন না'।[১০]

(৯) ভুল ও তার কারণ দূরীকরণের চেষ্টা বাদ দিয়ে ভুলের ফলে সৃষ্ট প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সংশোধনে ব্রতী না হওয়া উচিত। (পচা ইঁদুর পানিতে রেখে পানির দুর্গন্ধ দূর করার চেষ্টা ফলদায়ক হয় না)।

(১০) কোন ভুল ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে হবে না এবং ভুলের প্রকৃতি চিত্রায়নে অতিরঞ্জন পরিহার করতে হবে।

(১১) ভুল প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগার মানসিকতা বাদ দিতে হবে। না বুঝে না জেনে কারো ভুল ধরা যাবে না। ভুলকারীর ভুলের পক্ষে স্বীকারোক্তি আদায়ে বেশী তৎপরতা দেখানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

(১২) ভুল সংশোধনের জন্য ভুলে পতিতদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। বিশেষ করে যারা দীর্ঘকাল ধরে ভুলের মধ্যে লিপ্ত এবং ভুলে অভ্যস্ত তাদের বেলায় তাড়াহুড়া করলে তা হিতে বিপরীত হ'তে পারে। অবশ্য এ সময়ের মধ্যেও ভুল সংশোধনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকা চলবে না।

(১৩) ভুলে পতিত ব্যক্তি যেন কস্মিনকালেও মনে না করে যে সংশোধনকামী তার প্রতিপক্ষ। মনে রাখতে হবে- কিছু মানুষকে হাত করা কিছু অবস্থান হাছিল করা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লিখিত ভূমিকার পর এখন আমরা মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহীত পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরব- যেমনটা ছহীহ হাদীছে এসেছে এবং বিদগ্ধজনেরা উল্লেখ করেছেন।

মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহীত পদ্ধতি :

১. ভুল সংশোধনে দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ এবং শিথিলতা না করা :

ভুল সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ) দ্রুত ব্যবস্থা নিতেন। তাঁর জন্য দেরি করে বর্ণনা করা মোটেও বৈধ ছিল না। জনগণের সামনে সত্য ও ন্যায়কে তুলে ধরা এবং কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা নির্দেশ করা তাঁর আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যে ছিল। মানুষের ভুল সংশোধনে তিনি যে বহু উপলক্ষে ত্বরিৎ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অনেক ঘটনাই তার সাক্ষী হয়ে আছে। যেমন ছালাতে ভুলকারীর ঘটনা, মাখযূমী বংশের (চার মহিলার ঘটনা), যাকাত আদায়ে ইবনুল লুতবিয়ার ঘটনা। উসামা (রাঃ) কর্তৃক ভুলক্রমে একজন কালেমা পাঠকারীকে হত্যার ঘটনা, যে তিন ব্যক্তি নিজেদের উপর কড়াকড়ি আরোপ ও ঘর-সংসার ত্যাগের সংকল্প করেছিল তাদের ঘটনা ইত্যাদি। দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা না নিলে ভুল সংশোধনের সুযোগ অনেক সময় হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিক সংশোধনে যে উপকারিতা পাওয়ার কথা তা আর মেলে না। অনেক সময় সংশোধনের সুযোগ চলে যায়, উপলক্ষ নস্যাৎ হয়ে যায়, ঘটনা ঠাণ্ডা মেরে যায় এবং বিলম্ব হেতু তার প্রতিক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. বিধান বর্ণনার মাধ্যমে ভুলের প্রতিকার :

জারহাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِىَّ مَرَّ به وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِه فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ– 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর উরু খোলা ছিল। তা দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার উরু ঢেকে রাখ। কেননা উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত'।[১১]

৩. ভুলকারীদের শরী'আতের দিকে ফিরিয়ে আনা এবং যে মূলনীতির তারা খেলাফ করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া :

পাপ-পংকিলতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়লে এবং উদ্ভূত অবস্থায় জড়িয়ে গেলে মানুষের মন-মগয থেকে শরী'আতের অনেক বিধি-বিধান গায়েব হয়ে যায়। অনেক সময় সংঘাতে জড়িয়ে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। এমন পুনঃপুনঃ মূলনীতির ঘোষণা দিলে এবং শরী'আতের বিধি উচ্চৈঃস্বরে বললে যারা ভুল করেছে তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে এবং যে উদাসীনতা দেখা দিয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠা যাবে। মুনাফিকরা আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে ফিৎনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ায় তাদের মাঝে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে চলেছিল তা নিয়ে চিন্তা করলে আমরা উল্লিখিত বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহীত দৃষ্টান্ত বুঝতে পারব।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوْا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِىُّ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِىُّ يَا لَلأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ : مَا شَأْنُهُمْ. فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِىِّ الأَنْصَارِىَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيْثَةٌ–

'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। মুহাজিরদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক তাঁর পাশে জমা হয়েছিল। ফলে তারা সংখ্যায় বেশী হয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে মুহাজিরদের মাঝে একজন বড়ই কৌতুকবায ছিল। সে একজন আনছারীর পশ্চাৎদেশে কৌতুক করে আঘাত করে। এতে ঐ আনছারী ভীষণ রেগে যায়। তখন দু'পক্ষই নিজেদের লোকদের ডাকাডাকি আরম্ভ করে। আনছারী বলে, ওহে

১০. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৬৮২, আলবানী হাদীছটির টীকায় বলেছেন, এটি হাসান; মুসনাদ ২/২৪৬ নং দ্রষ্টব্য। আহমাদ শাকের মুসনাদের টিকায় হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, হা/৭৩৫০।*

১১. *তিরমিযী হা/২৭৯৬, তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীছটি হাসান।*

আনছারগণ! আমার সাহায্যে এগিয়ে এসো। মুহাজির বলে, ওহে মুহাজিরগণ! আমার সাহায্যে এগিয়ে এসো। এমতাবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) বেরিয়ে এসে বললেন, জাহিলিয়াতপন্থীদের ডাকাডাকির মত ডাকাডাকি কেন? তারপর তিনি তাদের মধ্যে কী ঘটেছে তা জানতে চাইলেন। তাঁকে মুহাজির কর্তৃক আনছারীর পশ্চাৎদেশে আঘাত করার কথা জানানো হ'ল। তিনি বললেন, এ কাজ (তামাশা করে কাউকে কিছু বলা কিংবা আঘাত করা এবং গোত্রের সাহায্য নিয়ে অবৈধ সংঘাতের জন্য আহ্বান) ত্যাগ কর। কেননা এটা খুবই কদর্য'।[১২]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ 'মানুষ যেন তার ভাইকে সাহায্য করে চাই সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত হোক। যদি সে অত্যাচারী হয় তাহ'লে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। এটাই হবে তার জন্য সাহায্য। আর যদি অত্যাচারিত হয়, তাহ'লে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে তাকে সাহায্য করবে'।[১৩]

৪. ধারণায় ত্রুটির কারণে যে ভুল ধরা পড়ে সেখানে ধারণার সংশোধন :

ছহীহ বুখারীতে হুমাইদ বিন আবু হুমাইদ আত-তাবীল থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন,

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ–

'তিন জন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ী গিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জানতে চান! তাদেরকে তা জানানো হ'লে মনে হ'ল যেন তারা তা অল্প গণ্য করল। তারা বলাবলি করল, কোথায় নবী করীম (ছাঃ) আর কোথায় আমরা? তাঁর তো আগে-পরের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের একজন বলল, আমি রাতে সারাক্ষণ ছালাতে রত থাকব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, কখনই তা ভঙ্গ করব না। অন্যজন বলল, আমি নারী সংশ্রব ত্যাগ করব; কোনদিন বিয়ে করব না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কাছে এসে বললেন, তোমরাই তো তারা, যারা এমন এমন কথা বলেছ? শোন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের তুলনায় আল্লাহ তা'আলাকে বেশী ভয় করি। কিন্তু আমি ছিয়াম পালন করি, আবার বিরতিও দেই; ছালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদীও করেছি'।[১৪]

মুসলিমের বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النبِي صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِه فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي–

'নবী করীম (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী তাঁর স্ত্রীদের নিকট গিয়ে নির্জন মুহূর্তে তাঁর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তা জানার পর তাদের একজন বলল, আমি বিয়ে-শাদী করব না। অন্যজন বলল, আমি গোশত খাব না। আরেকজন বলল, আমি বিছানায় ঘুমাব না। এসব কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেন, ঐসব লোকের কী হ'ল যারা এমন এমন কথা বলে? আমি তো নফল ছালাত আদায় করি, ঘুমাই, ছাওম পালন করি আবার বাদ দেই। নারীদের বিয়ে-শাদীও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতের প্রতি অনাসক্তি দেখাবে সে আমার দলভুক্ত থাকবে না'।[১৫]

আমরা এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারি :

(১) নবী করীম (ছাঃ) তাদের ও তাঁর মাঝে সংঘটিত বিষয়ে খোদ তাদের কাছে এসে সরাসরি তাদের উপদেশ দিয়েছেন। তবে তিনি যখন সাধারণভাবে সকলকে উপদেশ দিতে চাইতেন, তখন লোকদের কী হয়েছে... এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার করতেন। নাম উল্লেখ করে কাউকে ছোট করতেন না। এতে ছাহাবীদের প্রতি তাঁর স্নেহশীলতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তাদের নামও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। আবার সাধারণভাবে জানানোর উদ্দেশ্যও হাছিল হচ্ছে।

(২) হাদীছে বড়দের আমলের অবস্থা জানার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়- এতে উদ্দেশ্য তাঁদের আমলের মত আমল করা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। আবার তাদের আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে সঠিক পথে পরিচালিত করা যেমন পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তেমনি তাদের আত্মার পরিচর্যাও করা হয়।

(৩) উপকারী ও শরী'আতসম্মত যে সকল বিষয় পুরুষদের থেকে জানা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোর অনুসন্ধান নারীদের কাছে করা যায়।

---

১২. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩৫১৮।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৮৪।*
১৪. *বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫।*
১৫. *মুসলিম হা/১৪০১।*

(৪) ব্যক্তি বিশেষের নিজের আমলের কথা অন্যদের বলাতে কোন দোষ হবে না- যখন ব্যক্তি লোক দেখানো কাজ করছে না মর্মে নিশ্চিত হবে এবং তাতে অন্যদেরও উপকার হবে।

(৫) ইবাদতে অতিরঞ্জন মনের মধ্যে বিরক্তি ও ক্লান্তির জন্ম দেয়, ফলে মূল ইবাদতই এক সময় আর করা হয়ে ওঠে না। সব ক্ষেত্রেই আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত।[১৬]

(৬) সাধারণতঃ ধ্যান-ধারণার ত্রুটি থেকে ভুল-ভ্রান্তির জন্ম হয়। সুতরাং ধ্যান-ধারণা সঠিক হ'লে ভুলের মাত্রা অবশ্যই কমে যাবে। উক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়- বর্ণিত ছাহাবীদের সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ এবং কঠোর সাধনার ইচ্ছা জেগেছিল তাদের এই ভাবনা থেকে যে, আখিরাতে মুক্তি পেতে হ'লে তাদের নবী করীম (ছাঃ) থেকে অনেক বেশী ইবাদত করতে হবে। কেননা তাঁকে তো তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; যা তাদের জানানো হয়নি। এমতাবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) তাদের ভুল ধারণা সংশোধন করে দেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, তাদের ধারণা সঠিক পথ থেকে এক পেশে হয়ে গেছে। সঠিক ধারণা এই যে, যদিও আল্লাহ তাঁর নবীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তবুও আল্লাহকে তিনিই সবচেয়ে বেশী ভয় করেন, তাক্বওয়াও তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে এবং তার ক্ষমা পেতে চাইলে নবীর আদর্শ থেকে উন্নত আদর্শ আর কোনটাই হ'তে পারে না। সেজন্য তিনি সবাইকে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে এবং তাঁর পদ্ধতিতে ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এর কাছাকাছি আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল কাহমাস আল-হিলালী নামক একজন ছাহাবীর ক্ষেত্রে। তিনি নিজে বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে আমার মুসলিম হওয়ার কথা তাঁকে জানালাম। ইতিমধ্যে এক বছর কেটে গেল। এ সময় আমি কাহিল হয়ে পড়ি এবং আমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। বছর শেষে আমি তাঁর কাছে এলে তিনি একবার চোখ নিচু করে আমাকে দেখেন, আবার চোখ তুলে ধরেন। আমি বললাম, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি কাহমাস আল-হিলালী। তিনি বললেন, তোমার এ বেহাল দশা কেন? আমি বললাম, আপনার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি একদিনও ছাওম পালন বাদ দেইনি এবং এক রাতও ঘুমাইনি। তিনি বললেন, তোমার দেহকে এমন শাস্তি দিতে কে আদেশ দিয়েছে? তুমি বরং ধৈর্যের (রামাযান) মাস এবং প্রত্যেক মাসে একদিন ছাওম রাখ। আমি বললাম, আমাকে বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, ধৈর্যের মাস আর প্রত্যেক মাসে দু'দিন। আমি বললাম, আমাকে আরও বাড়িয়ে দিন, আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, ধৈর্যের মাস এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন রাখ'।[১৭]

মানুষের মর্যাদা নির্ণয়েও অনেক সময় ধারণাগত ভ্রান্তি হয়। এরূপ ভুল সংশোধনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগ্রহী ছিলেন। ছহীহ বুখারীতে সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ مَا رَأْيُكَ فِى هَذَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأْيُكَ فِى هَذَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি গেল। তিনি তাঁর পাশে বসা একজনকে বললেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী মত? সে বলল, ইনি তো একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ। আল্লাহ্র কসম! ইনি কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে এর সাথে মেয়ে বিয়ে দিবে। ইনি কোন সুফারিশ করলে সে সুফারিশ গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কথায় কোন কিছু না বলে চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ একজন দরিদ্র মুসলিম। সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিবে না। সে সুফারিশ করলে তার সুফারিশও গ্রহণ করা হবে না। সে কথা বললে তা শোনা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই যে লোকটা গেল সে আগের লোকটার মত জগৎভরা লোকের থেকেও অনেক শ্রেয়'।[১৮]

ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে একজন লোক গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই লোক সম্পর্কে তোমরা কী বল? তারা বললেন, আমরা তো বলি, ইনি একজন অভিজাত লোক। ইনি এতটাই উপযুক্ত যে, বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব গ্রহণ করা চলে, সুফারিশ করলে সে সুফারিশ মেনে নেয়া যায়, আর যদি কথা বলেন, তবে তা কান লাগিয়ে শোনা চলে। নবী করীম (ছাঃ) (কোন মন্তব্য না করে) চুপ করে থাকলেন। পরে আরেকজন লোক গেল। তার সম্বন্ধে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এর সম্পর্কে তোমরা কী বল? তারা বললেন, ইনি একজন দরিদ্র মুসলিম। ইনি এমন যে, বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া যায় না; কোন সুফারিশ করলে সে সুফারিশ রক্ষা করা চলে না এবং কোন কথা বললে তা শোনার যোগ্য হবে না। এবার নবী করীম (ছাঃ) মন্তব্য করলেন, অথচ এই (দরিদ্র মুসলিম) লোকটা ঐ (অভিজাত) লোকের মত দুনিয়া ভরা লোকের থেকেও শ্রেষ্ঠ'।[১৯]

[চলবে]

১৬. *ফাৎহুল বারী ৯/১০৪ পৃঃ।*
১৭. *মুসনাদে ত্বয়ালিসী, ত্বাবারানী কাবীর ১৯/১৯৪, হা/৪৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬২৩।*
১৮. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৪৪৭; মিশকাত হা/৫২৩৬।*
১৯. *ইবনু মাজাহ, হা/৪১২০, সনদ ছহীহ।*

জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব, ফযীলত ও হিকমত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(৩য় কিস্তি)

জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত :

মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ 'ছালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত, যারা তাদের ছালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত' *(মা'আরিজ ৭০/২২-২৩)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এর অর্থ ছালাতের আবশ্যক বিষয় সমূহ সহ সময় মত ছালাত আদায়কারীগণ।[১] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ 'আর যারা নিজেদের ছালাত হেফাযত করে, তারাই জান্নাত সমূহে সম্মানিত হবে' *(মা'আরিজ ৭০/৩৪-৩৫)*। আর ছালাত হেফাযতের অন্যতম মাধ্যম হ'ল জামা'আতে ছালাত আদায় করা। জামা'আতে ছালাত আদায়ের কতিপয় ফযীলত নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

ক. জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব পঁচিশ থেকে সাতাশ গুণ বেশী :

১- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِه فِىْ سُوْقِه وَبَيْتِه بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّى فِيْهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ. وَقَالَ: أَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ-

১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব, তার নিজের ঘরে ও বাজারে আদায়কৃত ছালাতের ছওয়াবের চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। কারণ সে যখন উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদে আসে, ছালাত আদায় ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে আসে না এবং ছালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এমতাবস্থায় তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর ফেরেশতাগণ ঐ ব্যক্তির জন্য (এ মর্মে) দো'আ করতে থাকেন, যতক্ষণ সে ছালাত আদায়ের স্থানে অবস্থান করে, হে আল্লাহ! আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন, তার প্রতি রহম করুন। যতক্ষণ না তার ওযূ ভঙ্গ হয় বা কাউকে কষ্ট দেয়। তিনি আরো বলেন, ঐ ব্যক্তি ছালাতরত গণ্য হবে, যতক্ষণ সে ছালাতের অপেক্ষায় থাকে'।[২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلاَةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً يُصَلِّيْهَا وَحْدَهُ- 'একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে ইমামের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করা ২৫ গুণ বেশী উত্তম'।[৩]

২- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً-

২. আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত ছালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী'।[৪]

খ. জামা'আতে লোক সংখ্যা বেশী হ'লে ছওয়াব বেশী হবে :

৩- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ حَتَّى عَدَّ ثَلَاثَةً : كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ فَضِيْلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَإِنَّ صَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৩. উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক উপস্থিত, অমুক উপস্থিত, অমুক উপস্থিত? এভাবে তিনজনের নাম উল্লেখ করলেন। প্রত্যেকে উত্তরে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, ফজর ও এশার ছালাত মুনাফিকদের উপর সবচাইতে ভারী। মানুষ যদি জানত এ দুই ছালাতে কিরূপ নেকী রয়েছে, তাহ'লে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তাতে অংশগ্রহণ করত। জেনে রেখ, ছালাতের প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের মত। তোমরা যদি প্রথম কাতারের ফযীলত জানতে তাহ'লে অবশ্যই দৌড়ে যেতে। আরো জেনে রেখ, দু'জনে জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম একা ছালাত আদায় করার চেয়ে। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আত

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *তাফসীরে ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য ৮/২২৬।*

২. *বুখারী হা/২১১৯; মুসলিম হা/৬৪৯।*

৩. *মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/১০৫২; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৪২।*

৪. *বুখারী হা/৬৪৫; মিশকাত হা/১০৫২।*

অপেক্ষা উত্তম। জামা'আতে মুছল্লী যত বেশী হবে, আল্লাহ্র নিকটে তা তত বেশী প্রিয়তর হবে'।[৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত একাকী ছালাত আদায় অপেক্ষা ২৫ গুণ বেশী। যদি লোক সংখ্যা বেশী হয় তাহ'লে মসজিদে যে পরিমাণ লোক থাকবে ততগুণ বেশী ছওয়াব পাবে। একজন লোক জিজ্ঞেস করল, যদি লোক সংখ্যা দশ হাযার হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চল্লিশ হাযার হ'লেও।[৬]

গ. মসজিদ হ'তে বাড়ির দূরত্ব বেশী হ'লে ছওয়াব বেশী হবে :

٤- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ –

৪. আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, (মসজিদ হ'তে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে ছালাতে আসে, তার তত বেশী ছওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে ছালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার ছওয়াব সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে'।[৭]

٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً–

৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে ওযূ করে আল্লাহ্র কোন ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত কোন ফরয ইবাদত (ছালাত) আদায় করবে, তাহ'লে তার প্রতি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং অপরটিতে একটি করে মর্যাদা উন্নত করা হবে'।[৮]

٦- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوْهُ إِلاَّ احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِىْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِىَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِىَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ–

৬. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক আনছার ছাহাবীর মৃত্যু উপস্থিত হ'লে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীছ কেবল ছওয়াব অর্জনের জন্যই বর্ণনা করতে চাই। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে ওযূ করে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন সে তার ডান পা উঠানোর সাথে সাথেই তার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হয়। অতঃপর তার বাম পা ফেলার সাথে সাথে তার একটি গুনাহ মাফ করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে তার আবাসস্থল মসজিদের নিকটে বা দূরে করতে পারে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি মসজিদে আগমনের পর জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করলে তার সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যদি সে মসজিদে পৌঁছতে পৌঁছতে তারা কিছু অংশ আদায় করে ফেলে এবং কিছু বাকী থাকে, তাহ'লে সে ইমামের সাথে যতটুকু পাবে ততটুকু আদায় করবে এবং যা বাকী থাকবে তা পূর্ণ করবে। কিন্তু ছওয়াবের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ছালাত প্রাপ্ত ব্যক্তির মতো হবে। যদি সে মসজিদে আসার পর দেখে যে, ইমাম তার ছালাত শেষ করে ফেলেছে, তখন সে একাকী ছালাত আদায় করবে। তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে'।[৯]

٧- عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ، قَالَ : فَقِيْلَ لَهُ أَوْ قُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ. قَالَ مَا يَسُرُّنِىْ أَنَّ مَنْزِلِىْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِىْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ–

৭. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক (আনছার) লোক ছিলেন। মসজিদ থেকে তার চাইতে দূরে কোন ব্যক্তি অবস্থান করতেন বলে আমার জানা নেই। তবুও তিনি কোন ওয়াক্ত ছালাত (জামা'আতে মসজিদে) আদায় করতে ত্রুটি করতেন না। একদা তাকে বলা হ'ল বা আমি তাকে বললাম, যদি একটা গাধা ক্রয় করতেন এবং রাতের অন্ধকারে ও উত্তপ্ত রাস্তায় তার উপর আরোহণ করতেন (তাহ'লে ভাল হ'ত)! তিনি বললেন, আমার বাসস্থান মসজিদের পাশে হ'লেও তা আমাকে আনন্দ দিতে পারত না। কারণ আমার মনস্কামনা এই যে, মসজিদে যাবার ও

৫. *আবুদাঊদ হা/৫৫৪; ছহীহুল জামে' হা/২২৪২; মিশকাত হা/১০৬৬।*
৬. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৮৪৮৫।*
৭. *বুখারী হা/৬৫১; মুসলিম হা/৬৬২;মিশকাত হা/৬৯৯।*
৮. *মুসলিম হা/৬৬৬; ছহীহ তারগীব হা/১১৮১।*
৯. *আবুদাঊদ হা/৫৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৪০; ছহীহ তারগীব হা/৩০১।*

নিজ বাড়ি ফিরার সময় প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে যেন ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। রাসূল (ছাঃ) (তার এহেন নেকী অর্জনের আগ্রহ দেখে) বললেন, 'নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) তার সমস্তই জুটিয়েছেন'।[১০]

ঘ. এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায়ের ফযীলত :

এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সারা রাত জেগে ইবাদত করার ছওয়াব পাওয়া যায়।

৮- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ-

৮. আব্দুর রহমান বিন আবী আমরাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) মাগরিব ছালাতের পর মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি একাকী বসে পড়লেন। আমিও তাঁর পাশে বসে গেলাম। তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাতে কাটাল এবং যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন সমস্ত রাত্রি ছালাতে অতিবাহিত করল'।[১১] ওমর (রাঃ) বলেন, لأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا. 'এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা এ দু'সময়ের মধ্যে রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা আমি উত্তম মনে করি'।[১২] আবুদ্দারদা (রাঃ) অন্তিমকালে বলেন, اسْمَعُوْا، وَبَلِّغُوْا مَنْ خَلْفَكُمْ : حَافِظُوْا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ؛ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى مَرَافِقِكُمْ وَرُكَبِكُمْ. 'তোমরা শোন এবং অনুপস্থিত লোকদের নিকট সংবাদ পৌঁছে দাও। তোমরা এশা ও ফজরের ছালাত যথাযথভাবে হেফাযত করবে। এই দুই ছালাতে কি পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে তাহ'লে হাঁটু ও কনুইয়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তাতে উপস্থিত হ'তে'।[১৩]

ঙ. ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনকারী আল্লাহ্র মেহমান :

ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনকারী মুছল্লীগণ আল্লাহ্র মেহমান হিসাবে গণ্য হয়। আল্লাহ তাঁর মেহমানদের উপহার স্বরূপ জান্নাত দিবেন।

৯- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ-

৯. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন'।[১৪] ইমাম ইবনু বাত্ত্বাল বলেন, অত্র হাদীছে জামা'আতে উপস্থিত হ'তে এবং নিয়মিত ছালাতের জন্য মসজিদে যেতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন তার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন, তখন আল্লাহ তার জন্য কেমন ব্যবস্থা করবেন তা সহজেই অনুমেয়। আর এ মর্যাদা অর্জিত হবে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া, ছওয়াবের প্রত্যাশা করা ও নিয়ত বিশুদ্ধ করার মাধ্যমে।[১৫] ইমাম ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, হাদীছের অর্থ হ'ল- যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য মসজিদের দিকে বের হ'ল সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎকারী। দিনের শুরু বা শেষে যখনই সে মসজিদে যাবে তখনই আল্লাহ মসজিদে তার জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন। হাফেয আবু মূসা মাদীনী বলেন, 'তোমাদের কেউ তার প্রিয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলে যেমন সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মেহমানদারী করে, তেমন আল্লাহ করেন'।[১৬]

সালমান ফারেসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فِيْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ- 'যে ব্যক্তি বাড়িতে উত্তমরূপে ওযূ করল। অতঃপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎকারী। আর মেযবানের জন্য আবশ্যক হ'ল মেহমানের আতিথেয়তা প্রদান করা'।[১৭] অতএব আল্লাহ্র মেহমান হ'তে হ'লে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে হবে।

চ. জামা'আতে ছালাত আদায়কারীর জাহান্নাম ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ :

জামা'আতে ছালাত আদায় করলে দু'টি জিনিস থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। একটি হ'ল জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং অপরটি হ'ল নিফাক্ব তথা কপটতা থেকে মুক্তি।

১০- عن أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

১০. আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ৪০ দিন তাকবীরে ঊলা (তাকবীরে তাহরীমা) সহ জামা'আতে ছালাত আদায়

১০. *মুসলিম হা/৬৬৩; ছহীহ তারগীব হা/৩০৮।*
১১. *মুসলিম হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০; ছহীহ তারগীব হা/৪১৫।*
১২. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৭৭,৩৩৭৮; শু'আবুল ঈমান হা/২৮৭৮; ইবনু রজব, ফাতহুল বারী ৬/৩৬, সনদ ছহীহ।*
১৩. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৭৪, ৩৩৭৭, ৩৩৫৫; শু'আবুল ঈমান হা/২৬১৯, সনদ ছহীহ।*
১৪. *বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; মিশকাত হা/৬৯৮।*
১৫. *ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ২/২৮৫।*
১৬. *ইবনু রজব, ফাতহুল বারী ৬/৫৩।*
১৭. *মু'জামুল কাবীর হা/৬১৩৯; ছহীহ তারগীব হা/৩২২; ছহীহাহ হা/১১৬৯।*

করল, তার জন্য দু'টি মুক্তি লেখা হয়। একটি হ'ল জাহান্নাম হ'তে মুক্তি। অপরটি হ'ল নিফাক্ব হ'তে মুক্তি'।[১৮] আল্লামা ত্বীবী অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ায় তাকে মুনাফিকের আমল করা থেকে নিরাপত্তা দান করা হবে ও একনিষ্ঠভাবে আমল করার তওফীক দান করা হবে। আর পরকালে মুনাফিকদের যে শাস্তি দেওয়া হবে তা থেকে রক্ষা করা হবে এবং সে যে মুনাফিক নয় এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হবে। কারণ মুনাফিকেরা অমনোযোগী অবস্থায় ছালাতে দাঁড়ায়। অত্র হাদীছে তাকবীরে উলার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯]

ছ. জামা'আতের প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের ফযীলত :

প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করা মুমিনের কর্তব্য। প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের জন্য ছাহাবীগণ প্রতিযোগিতা করতেন। প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের মত। প্রথম কাতারে ছালাত আদায়কারীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন ও তার জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

١١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-

১১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি লোকেরা জানত যে, আযান ও প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ে কি নেকী রয়েছে, তাহ'লে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। অনুরূপভাবে যদি তারা জানত এশা ও ফজরের ছালাতে কি নেকী রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও ঐ দুই ছালাতে আসত'।[২০]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যদি লোকেরা আযানের ফযীলত, মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান সম্পর্কে জানত, অতঃপর সময়ের সংকীর্ণতা বা এক ওয়াক্তে একটি আযানের কারণে তা অর্জন করার সুযোগ না পেত, তাহ'লে তা অর্জন করার জন্য লটারি করত। অনুরূপ প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের ফযীলত সম্পর্কে তারা যদি জানত এবং সবাই এক সাথে চলে আসার কারণে জায়গা সংকীর্ণ হয়ে যেত। অতঃপর একে অপরের প্রতি উদারতা দেখিয়ে জায়গা ছেড়ে না দিত, তাহ'লে তারা লটারি করত...। তদ্রূপ এশা ও ফজরের ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে জানলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তাতে অংশ গ্রহণ করত।[২১] ইবনু রজব বলেন, আযান ও প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ে কি পরিমাণ মর্যাদা ও ছওয়াব রয়েছে তারা যদি জানত, আর লটারি ব্যতীত তা অর্জন করা অসম্ভব হয়ে যেত, তাহ'লে তারা ফযীলত ও পুরস্কার অর্জনের জন্য লটারি করে হ'লেও তা অর্জন করার চেষ্টা করত।[২২]

আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِى قَالَ : إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِى، قَالَ: وَعَلَى الثَّانِى-

' নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন ও তাঁর ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন প্রথম কাতারের মুছল্লীদের জন্য। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের উপর? তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন প্রথম কাতারে ছালাত আদায়কারীদের জন্য। ছাহাবীগণ আবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের উপর? তিনি বললেন, দ্বিতীয় কাতারের উপরেও'।[২৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الأُوَلَ وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন প্রথম কাতারে ছালাত আদায়কারীদের জন্য। আর আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় পদক্ষেপ ঐটি যা কাতারে শামিল হওয়ার জন্য (বান্দা) করে থাকে'।[২৪] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি সেভাবে কাতারবদ্ধ হবে না, যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হয়? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ফেরেশ কিভাবে তাদের রবের সামনে কাতারবদ্ধ হন? উত্তরে তিনি বললেন, তারা আগে প্রথম কাতার পূরণ করেন। অতঃপর কাতারে ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়ান'।[২৫]

ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِى مَرَّةً-

'রাসূল (ছাঃ) প্রথম কাতারে ছালাত আদায়কারীর জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার'।[২৬]

উপরের হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায় যে, স্বয়ং আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ ও রাসূল (ছাঃ) প্রথম কাতার সমূহে ছালাত আদায়কারীর জন্য রহমতের দো'আ করেন। আর জামা'আতে ছালাত আদায় ব্যতীত কাতারে আসার প্রশ্নই আসে না।

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ

---

১৮. *তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহ তারগীব হা/৪০৯; ছহীহাহ হা/২৬৫২; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৬৫; মিশকাত হা/১১৪৪।*
১৯. *মিরক্বাত ৩/৮৮০; মির'আত ৪/১০২।*
২০. *বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; মিশকাত হা/৬২৮ 'ছালাতের ফযীলতসমূহ' অনুচ্ছেদ-৩।*
২১. *শারহুন নববী আলা মুসলিম ৪/১৫৮।*
২২. *ইবনু রজব, ফাতহুল বারী ৫/২৮৬।*
২৩. *আহমাদ হা/২২৩১৭; ইবনু হিব্বান হা/২১৫৮; ছহীহ তারগীব হা/৪৯১।*
২৪. *আবুদাঊদ হা/৫৪৩; ছহীহ তারগীব হা/৫০৭।*
২৫. *মুসলিম হা/৪৩০; মিশকাত হা/১০৯১।*
২৬. *ইবনু মাজাহ হা/৯৯৬; তিরমিযী হা/২২৪; ছহীহ তারগীব হা/৪৯০।*

أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ– 'আল্লাহ রহমত নাযিল করেন ও তাঁর ফেরেশতাগণ দো'আ করেন প্রথম কাতারের লোকদের জন্য। আর মুওয়াযযিনের আওয়ায যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। জীব ও জড় পদার্থ যেই তার ধ্বনি শ্রবণ করে, সেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আর যে ব্যক্তি তার সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করে, তার জন্যও তদ্রূপ ছওয়াব রয়েছে'।[২৭] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সামনের কাতার সমূহের উপরে[২৮] (عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُقَدَّمَةِ) । উল্লেখ্য যে, পুরুষের জন্য সামনের কাতারে ছালাত আদায় করা উত্তম হ'লেও মহিলাদের জন্য পিছনের কাতারে ছালাত আদায় করা উত্তম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পুরুষের জন্য সর্বোত্তম কাতার হ'ল প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট কাতার হ'ল পিছনের কাতার। আর মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হ'ল পিছনের কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট প্রথম কাতার'।[২৯]

জামা'আত ও কাতার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য :

দু'জন মুছল্লী হ'লে জামা'আত হবে। ইমাম বামে ও মুক্তাদী ডানে দাঁড়াবে।[৩০] তিনজন মুছল্লী হ'লে ইমাম সামনে এবং দু'জন মুক্তাদী পিছনে দাঁড়াবে।[৩১] তবে বিশেষ কারণে ইমামের দু'পাশে দু'জন সমান্তরালভাবে দাঁড়াতে পারেন। তারা বেশী হ'লে অবশ্যই পিছনে কাতার দিবেন।[৩২] সামনের কাতারে পুরুষগণ ও পিছনের কাতারে মহিলাগণ দাঁড়াবেন।[৩৩] পুরুষ সকলের ইমাম হবেন। কিন্তু নারী কখনো পুরুষের ইমাম হবেন না। নারী ও পুরুষ কখনোই পাশাপাশি দাঁড়াবেন না। দু'জন বয়স্ক পুরুষ, একজন বালক ও একজন মহিলা মুছল্লী হ'লে বয়স্ক একজন পুরুষ ইমাম হবেন। তাঁর পিছনে উক্ত পুরুষ ও বালকটি এবং সকলের পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবেন। আর যদি দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা হন, তাহ'লে ইমামের ডানে পুরুষ মুক্তাদী দাঁড়াবেন এবং পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবেন।[৩৪] একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হ'লে সামনে পুরুষ ও পিছনে মহিলা দাঁড়াবেন। ইমামকে মধ্যবর্তী ধরে কাতার ডানে ও বামে সমান করতে হবে। তবে ডাইনে সামান্য বৃদ্ধি হবে। কিন্তু কোনক্রমেই ডান প্রান্ত থেকে বা মসজিদের উত্তর দেওয়াল থেকে ২য় ও পরবর্তী কাতার সমূহ শুরু করা যাবে না। প্রয়োজনে ইমাম উঁচুতে ও মুক্তাদীগণ নীচে দাঁড়াতে পারেন।[৩৫]

জ. জামা'আতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত :

١٣– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ به الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَات. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِد وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ–

১৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সন্ধান দিব না, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা গুনাহ সমূহ দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন? তা হ'ল, কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা এবং এক ছালাতের পর অন্য ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই রিবাত, এটাই রিবাত, এটাই রিবাত'।[৩৬] এতে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়ার ন্যায় ছওয়াব রয়েছে।

١٤– عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِه مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ–

১৪. আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ করে ফরয ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ইহরামকারী হাজীর অনুরূপ ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশতের ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায় সে ওমরাকারীর ন্যায় ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর হ'তে পরের ওয়াক্ত ছালাত আদায় করাকালীন সময়ের মধ্যে কোনরূপ অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়, তার আমলনামা (সপ্তাকাশে) ইল্লিঈনে লিপিবদ্ধ হবে'।[৩৭] অর্থাৎ সে উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবে।

١٥– عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

---

২৭. *নাসাঈ হা/৬৪৬; আহমাদ হা/১৮৫২৯; ছহীহ তারগীব হা/২৩৫।*
২৮. *নাসাঈ হা/৬৬১; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪২।*
২৯. *মুসলিম হা/৪৪০, মিশকাত হা/১০৯২।*
৩০. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১০৬, 'দাঁড়ানোর স্থান' অনুচ্ছেদ-২৫।*
৩১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭, অনুচ্ছেদ-২৫।*
৩২. *নাসাঈ হা/১০২৯; আবুদাঊদ হা/৬১৩; ইরওয়া হা/৫৩৮, সনদ ছহীহ।*
৩৩. *মুসলিম হা/৪৪০; মিশকাত হা/১০৯২; আবুদাঊদ হা/৬৭৮ 'ছালাত' অধ্যায়-২।*
৩৪. *বুখারী হা/৭২৭; মিশকাত হা/১১০৮, ১১০৯, অনুচ্ছেদ-২৫।*
৩৫. *হাকেম হা/৭৬০; ইরওয়া হা/৫৪৪; আবুদাঊদ হা/৫৯৭, সনদ ছহীহ, অনুচ্ছেদ-৬৭।*
৩৬. *মুসলিম হা/২৫১; মিশকাত হা/২৮২; ছহীহুল জামে' হা/২৬১৮; ছহীহ তারগীব হা/১৯২।*
৩৭. *আবুদাঊদ হা/৫৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৬২২৮; ছহীহ তারগীব হা/৩২০,৬৭৫; মিশকাত হা/৭২৮।*

أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ –

১৫. আবূ উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ তা'আলার যিম্মাদারীতে থাকে। ১. যে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়, সে আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান অথবা নিরাপদে ফিরে এলে তাকে নেকী এবং গণীমতের প্রাপ্য অংশ দান করেন। ২. যে ব্যক্তি জামা'আতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সেও আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করেন। আর মসজিদ হ'তে ফিরে এলে তার প্রাপ্য ছওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করেন। ৩. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয়, সেও মহান আল্লাহ্র যিম্মায় থাকে'।[৩৮]

١٦- عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

১৬. বুরায়দা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যারা (জামা'আতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) অন্ধকার রাতে মসজিদে পায়ে হেঁটে হাযির হয়, তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও'।[৩৯] আল্লামা ত্বীবী পরিপূর্ণ নূর এবং এটি ক্বিয়ামতের দিনের জন্য খাছ হওয়ার ব্যাপারে বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের মুখমণ্ডল চমকাতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের নূর পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান'।[৪০]

١٧- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ–

১৭. ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার নিকটে ফরয ছালাতের ওয়াক্ত সমাগত হবে। অতঃপর সে ঐ ছালাতের জন্য সুন্দর করে ওযূ করবে। তারপর ছালাতে উত্তমরূপে বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে রুকূ করবে। তাহ'লে তার ছালাত পূর্বে সংঘটিত পাপ-রাশির জন্য কাফফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত না হবে। আর এটা সারা বছরের জন্য প্রযোজ্য'।[৪১]

١٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا أَوْ حَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا–

১৮. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করল। অতঃপর মসজিদে গিয়ে দেখল যে, লোকজন ছালাত আদায় করে ফেলেছে। আল্লাহ তাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় পুরস্কার দিবেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করেছে ও শুরু থেকে উপস্থিত থেকেছে। তাদের নেকী থেকে মোটেই কম করা হবে না'।[৪২]

١٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ. قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا بَنِى سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، فَقَالُوْا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا–

১৯. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মসজিদে নববীর আশে-পাশে কিছু জায়গা খালি হ'ল। (এ দেখে) বনু সালামাহ মসজিদে (নববী)-এর নিকট স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ খবর রাসূল (ছাঃ) জানতে পারলে তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মসজিদের নিকটে চলে আসার ইচ্ছা করছ!' তারা বলল, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমনটা ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, 'হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই থাক। কেননা এতে (দূরত্বের কারণে) মসজিদে আসতে তোমাদের পদক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের পদচিহ্ন সমূহ (তোমাদের আমলনামায়) লিখিত হবে'। তারা বলল, (মসজিদের নিকট) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদেরকে আনন্দ দিবে না'।[৪৩]

(চলবে)

---

৩৮. *আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯৪; আবুদাঊদ হা/২৪৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৩; মিশকাত হা/৭২৭।*

৩৯. *হাকেম হা/৭৬৮; আবুদাউদ হা/৫৬১; ইবনু মাজাহ হা/৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/২৮২৩; ছহীহ তারগীব হা/৩১৫,৩১৯,৪২৫; মিশকাত হা/৭২১।*

৪০. *তাহরীম ৬৬/০৮; ত্বীবী, আল-কাশেফ আন হাকায়েকিস সুনান ৩/৯৪১; মির'আত ২/৪৩০; তুহফা ২/১৩।*

৪১. *আহমাদ হা/২২২৯১; মুসলিম হা/২২৮; ছহীহ তারগীব হা/৩৬৪; মিশকাত হা/২৮৬।*

৪২. *আবুদাউদ হা/৫৬৪; ছহীহ তারগীব হা/৪১০; মিশকাত হা/১১৪৫, মিশকাত হা/১১৪৫ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'মুক্তাদীর কর্তব্য ও মাসবূকের হুকুম' অনুচ্ছেদ-২৮।*

৪৩. *মুসলিম হা/৬৬৫; ছহীহ তারগীব হা/৩০৪; মিশকাত হা/৭০০; 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত

*আহমাদুল্লাহ**

ইসলামের অন্যতম রুকন ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযূ যরূরী। ওযূ ঠিকভাবে করা না হ'লে ছালাত হয় না। তাছাড়া ওযূ একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে ওযূকারীর শরীর থেকে ছগীরা গোনাহগুলি ঝরে যায়। ছালাত সিদ্ধ হওয়া এবং ওযূর উক্ত ফযীলত লাভের জন্য ওযূ রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত তরীকায় হওয়া আবশ্যক। এতে কোন ধরনের সংযোজন-সংকোচন বা হ্রাস-বৃদ্ধি ওযূকে বিনষ্ট করবে। তাই ওযূ রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতেই হ'তে হবে। কিন্তু কোন কোন মাযহাবী ভাই বিভিন্ন জাল-যঈফ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ওযূতে অনেক অতিরিক্ত কাজ করে থাকেন। তন্মধ্যে ঘাড় মাসাহ অন্যতম। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই কেউ ঘাড় মাসাহ করলে তা সুন্নাত পরিপন্থী হবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত?

মাযহাবী ভাইদের রচিত ছালাত সম্পর্কিত বই সমূহে লেখা হয়েছে যে, ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত। যেমন মাওলানা আব্দুল মালেক সম্পাদিত 'নবীজির নামায' (পৃঃ ১১৪) বইয়ে ঘাড় মাসাহকে সুন্নাত আখ্যায়িত করা হয়েছে। এবং এর পক্ষে একটি মুরসাল (যা যঈফ) দলীলও পেশ করা হয়েছে। আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন, 'অতঃপর দুই হাতের আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা গর্দান মাসহে করিবে। গলা মাসহে করিবে না, ইহা নিষেধ এবং দূষণীয়'।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) 'ঘাড় মাসাহ করাকে সুন্নাত বলেছেন ও গলা মাসাহকে দূষণীয় বলেছেন' মর্মে কোন স্পষ্ট দলীল ভিত্তিক উক্তি জানা যায় না। এ বিষয়ে বেহেশতী জেওরেও কোন উদ্ধৃতি নেই, যেখানে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হ'তে এটি প্রমাণ করা যায়। 'হাতের তালু দিয়ে ঘাড় মাসাহ করা যাবে না' বা আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা মাসাহ করতে হবে' মর্মে কোন ফৎওয়া ইমাম আবূ হানীফার পক্ষ হ'তে আছে বলে জানা যায় না।

নিম্নে ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে পেশকৃত কতিপয় দলীলের পর্যালোচনা তুলে ধরা হ'ল।-

(ক) মারফূ' বর্ণনাসমূহ[২]

দলীল-১ :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِه، وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং তার দু'হাত দ্বারা স্বীয় ঘাড় মাসাহ করবে তাকে ক্বিয়ামতের দিনে বেড়ী হ'তে মুক্ত রাখা হবে'।[৩]

পর্যালোচনা : এটি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, قُلْتُ: بَيْنَ ابْنِ فَارِسٍ، وَفُلَيْحٍ مَفَازَةٌ، فَيُنْظَرُ فِيْهَا 'আমি বলেছি, ইবনে ফারেস এবং ফুলায়হ-এর মাঝে সমস্যার স্থলটি রয়েছে। অতএব এতে লক্ষ্য করতে হবে।[৪]

অর্থাৎ উভয়ের মাঝে কোন্ রাবী লুক্কায়িত আছে তা লক্ষ্য করতে হবে। আল্লামা শাওকানী (রহঃ)-এর মতে, যদি উভয়ের মাঝে হুসায়েন বিন উলওয়ান থাকেন, তবে তিনি সমালোচিত রাবী।[৫] যেমন-

(১) আবূ হাতিম বলেন, كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيْثِه، كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى 'তিনি (হুসায়েন বিন উলওয়ান) হাদীছ জাল করতেন। তাঁর হাদীছ লেখা যাবে না। আহমাদ এবং ইয়াহ্ইয়া তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[৬]

(২) সাখাবী (রহঃ) লিখেছেন, فالحسين متهم بالكذب، 'আর হুসায়েন মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত'।[৭]

(৩) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক[৮], হায়ছামী যঈফ[৯], ইবনে হাজার (রহঃ) মাতরূক বা পরিত্যাজ্য[১০], আবূ হাতেম অত্যন্ত দুর্বল ও মাতরূকুল হাদীছ অভিহিত করেছেন।[১১]

(৪) শাওকানী (রহঃ) ও ইবনে আদী হুসাইন বিন উলওয়ানকে হাদীছ জালকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[১২]

(৫) ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন, হুসাইন বিন উলওয়ানকে ইয়াহইয়া বিন মাঈন মিথ্যুক ও আলী ইবনু মাদীনী তাকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসাঈ, আবূ হাতেম ও দারাকুৎনী বলেছেন, তিনি মাতরূকুল হাদীছ এবং আবুল ফাৎহ আযদী তাকে মহা মিথ্যুক, খবীছ আখ্যায়িত করেছেন।[১৩]

সুতরাং যদি হুসায়েন এই সনদে থেকে থাকেন, তবে এটি বানোয়াট। নতুবা রাবী মাজহূল থাকার কারণে এটি যঈফ।

দলীল-২ :

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُد ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خرْزَادَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

---

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *মুহিউদ্দীন খানের 'আরজ' সম্বলিত মোকাম্মাল মোদাল্লাল বেহেশতী জেওর (ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরী, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪ইং), ১/২৩।*

২. *নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত কথা, কর্ম ও মৌন সমর্থনকে মারফূ' হাদীছ (মারফূ' রেওয়ায়াত বর্ণনা) বলা হয়।-লেখক]*

৩. *আত-তালখীছুল হাবীর হা/৯৮।*

৪. *তালখীছ হা/৯৮-এর আলোচনা দ্রঃ।*

৫. *নায়লুল আওত্বার হা/১৯৮-এর আলোচনা দ্রঃ।*

৬. *ইবনুল জাওযী, আত-তাহক্বীক্ব ফী মাসাইলিল খিলাফ হা/৩০৬-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/২৬২, সনদবিহীন।*

৭. *আল-মাক্বাছিদুল হাসানা হা/১৬২-এর আলোচনা দ্রঃ, পৃঃ ১৫০।*

৮. *তারীখে ইবনে মাঈন, দূরীর বর্ণনা, রাবী নং ৪৮৯৩।*

৯. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৬৮৫২, ১০/৯০।*

১০. *আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়া হা/৬৮, ১/৮৫।*

১১. *ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, রাবী নং ২৭৭।*

১২. *আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ হা/৪৬; আল-কামিল ফী যু'আফা'ইর রিজাল, রাবী নং ৪৮৯।*

১৩. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ৮৯৮।*

আনাস ইবনু সীরীন ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর যখন ওযূ করতেন তখন তাঁর ঘাড় মাসাহ করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ওযূ করবে এবং তার ঘাড় মাসাহ করবে ক্বিয়ামতের দিনে তাকে শিকল দ্বারা বাঁধা হবে না'।[১৪]

পর্যালোচনা : এটি যঈফ। কারণ এই সনদের অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর আনছারী সমালোচিত।

(১) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন (রহঃ)[১৫], ইমাম শাওকানী,[১৬] ইবনে হাজার আসক্বালানী,[১৭] আলবানী (রহঃ),[১৮] ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রহঃ),[১৯] ইবনে শাহীন[২০] প্রমুখ মনীষী মুহাম্মাদ বিন আমর আনছারীকে যঈফ আখ্যায়িত করেছেন।

(২) ইমাম হাকেম (রহঃ) লিখেছেন, وَهُوَ عَزِيزُ الْحَدِيث جدًّا 'তিনি অতি মাত্রায় আযীয হাদীছ বর্ণনা করতেন'।[২১]

মোটকথা মুহাম্মাদ বিন আমর একজন যঈফ রাবী। তার যঈফ হওয়া সম্পর্কে জমহুর মুহাদ্দিছ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখ্যাত।

দলীল-৩ : من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن من الغل يوم القيامة. أبو نعيم عن ابن عمر– 'যে ওযূ করবে এবং তার দু'হাত দ্বারা ঘাড় মাসাহ করবে, সে ক্বিয়ামতের দিনে বেড়ী (পরানো) থেকে নিরাপদে থাকবে'।[২২]

পর্যালোচনা : এই বর্ণনাটি অত্যন্ত যঈফ বা দুর্বল।

(১) আল-উৎলুওয়ানী উক্ত হাদীছের সনদকে যঈফ বলেছেন।[২৩]

(২) এর সনদেও পূর্বোল্লিখিত 'মুহাম্মাদ বিন আমর আনছারী' আছেন। এতদ্ভিন্ন এর সনদে আরো ত্রুটিযুক্ত রাবী আছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি দুর্বল। যা আমল ও দলীলের উপযুক্ত নয়।

দলীল-৪ : عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه قَالَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسه حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ. مُؤَخَّرُ الرَّأْس منْ مُقَدَّم عُنُقه দত্বালহা বিন মুছার্রিফ তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করতেন। এমনকি তিনি ক্বাযাল পর্যন্ত হাত পৌঁছাতেন। (ক্বাযাল হ'ল) ঘাড়ের অগ্রভাগ হ'তে মাথার শেষ ভাগ।[২৪]

পর্যালোচনা : এটি যঈফ নিম্নোক্ত কারণে-

(১) এর সনদের 'লায়ছ বিন আবী সুলায়েম' নামক রাবীকে ইমাম মুসলিম (রহঃ),[২৫] ইবনুল জাওযী,[২৬] আবুল হাসান ইবনুল ক্বাত্ত্বান,[২৭] ইবনে আব্দুল হাদী (রহঃ),[২৮] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ),[২৯] মুহাম্মাদ ইবনু তাহের আল-মাকদেসী,[৩০] ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন[৩১] ও আলবানী (রহঃ) তাকে যঈফ বলেছেন।[৩২] জমহুর বিদ্বানগণও তাকে যঈফ বলেছেন'।[৩৩]

(২) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাকে যঈফ ও পরিত্যাজ্য রাবীদের গ্রন্থে,[৩৪] হাফেয আহমাদ শাহীন তাকে যঈফ ও মিথ্যুকদের গ্রন্থে,[৩৫] ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাকে যঈফ ও পরত্যিক্ত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[৩৬] ও ইবনে হাজার আসক্বালানী তাকে মুদাল্লিসদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

(৩) হাফেয হায়ছামী (রহঃ) বলেছেন, وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ 'তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে মুদাল্লিস'।[৩৮]

(৪) ইবনে হিব্বান বলেছেন, اخْتَلَط فِي آخر عمره حَتَّى كَانَ يقلب الْأَسَانيد فَكَانَ لَا يدْرِي مَا يحدث به 'শেষ বয়সে মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তিনি বুঝতেন না কি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সনদসমূহ উলট-পালট করে ফেলতেন।[৩৯] হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৪০]

(৫) ইমাম আহমাদ তাকে 'মুযত্বারিবুল হাদীছ' বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ও নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনে মাঈন বলেছেন, তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তার শেষ জীবনে হিফয বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি।[৪১]

এ বর্ণনার অপর রাবী ত্বালহার বাবা মুছার্রিফ একজন মাজহূল রাবী। যেমন-

নাছিরুদ্দীন আলবানী ত্বালহার বাবা মুছার্রিফকে মাজহূল বলেছেন।[৪২]

ইবনে হাজার আসক্বালানী লিখেছেন, مصرف ابن عمرو ابن كعب أو ابن كعب ابن عمرو اليامي الكوفي روى عنه

---

১৪. *আত-তালখীছুল হাবীর হা/৯৮, ইবনে হাজার (রহঃ) এটি আবূ নু'আইম (রহঃ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।*
১৫. *তারীখে ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, দূরীর বর্ণনা, রাবী নং ৩৩২৮।*
১৬. *নায়লুল আওত্বার হা/১৯৮।*
১৭. *ইতহাফুল মাহারাহ হা/১৯৮১১।*
১৮. *যঈফা হা/৬৯, হা/৫১৫১।*
১৯. *আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদের বর্ণনা, রাবী নং ৩২৪৮; উক্বায়লী, আয-যু'আফা, রাবী নং ১৬৬৮; সুওয়ালাতু আবী উবায়েদ আল-আজুর্রী, রাবী নং ৫৬১।*
২০. *তারীখু আসমাইয যু'আফা ওয়াল কাযযাবীন, রাবী নং ৫৫৫।*
২১. *আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহায়ন হা/৬৬৫।*
২২. *কানযুল উম্মাল হা/২৬১৪২।*
২৩. *কাশফুল খফা হা/২৩০০।*
২৪. *শরহু মা'আনিল আছার হা/১২৯।*
২৫. *ছহীহ মুসলিম, ভূমিকা ১/৫।*
২৬. *আত-তাহক্বীক্ব ফী মাসাইলিল খিলাফ হা/১৩১৫।*
২৭. *বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কুতুবিল আহকাম ৫/২৯৫।*
২৮. *তানক্বীহুত তাহক্বীক ৩/২৩৪।*
২৯. *আল-জাওহারুন নাক্বী ১/২৯৮।*
৩০. *মা'রিফাতুত তাযকিরাহ, পৃঃ ১২২, জীবনী নং ২৬৮।*
৩১. *তারীখে ইবনে মাঈন, দারেমীর বর্ণনা, ক্রমিক নং ৭২০।*
৩২. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৪।*
৩৩. *ইতহাফুল মাহারাহ হা/২৭৬০।*
৩৪. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, পৃঃ ২৩০, জীবনী ক্রমিক নং ৫১১।*
৩৫. *তারীখু আসমাইয যু'আফা ওয়াল কাযযাবীন, জীবনী ক্রমিক নং ৫৩১।*
৩৬. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, নং ২৮১৫।*
৩৭. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন নং ১৬/১৬৮।*
৩৮. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/ ৬৩৬৪।*
৩৯. *আল-মাজরূহীন, রাবী নং ৯০৬।*
৪০. *তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৬৮৫।*
৪১. *মীযানুল ইতিদাল নং ৬৯৯৭।*
৪২. *যঈফ আবূ দাঊদ হা/১৫।*

طلحة ابن مصرف مجهول من الرابعة 'মুছার্রিফ বিন আমর বিন কা'ব অথবা কা'ব বিন আমর আল-ইয়াম্মী আল-কূফী। তার থেকে ত্বালহা বিন মুছার্রিফ বর্ণনা করেছেন। তিনি চতুর্থ স্তরের মাজহূল রাবী'।[৪৩]

অতএব এই রেওয়ায়াতটি আমল ও দলীলের উপযুক্ত নয়।

দলীল-৫ : ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেছেন, ثُمَّ مَسَحَ رَقَبَتَهُ 'অতঃপর তিনি তাঁর ঘাড় মাসাহ করলেন'।[৪৪]

পর্যালোচনা : (১) এটি একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ। এই হাদীছে বুকের উপর হাত বাঁধা, আমীন জোরে বলা এবং রুকূ'র আগে এবং পরে রাফ'উল ইদায়নেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং এতগুলি সুন্নাত বাদ দিয়ে কেবল ঘাড় মাসাহ করার অংশটুকু (যা স্পষ্ট বিদ'আত) গ্রহণ করার বিষয়টি বোধগম্য নয়।

(২) 'মুসনাদুল বাযযারে' একটি রেওয়ায়াত আছে। তাতে তিনবার ঘাড় মাসাহ করার কথা আছে (হা/৪৪৮৮, وَمَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِه وَبَاطِنَ لِحْيَتِه ثَلاثًا)। অথচ মুক্বাল্লিদগণ তিনবার ঘাড় মাসাহ করেন না।

(৩) এই সনদটি অত্যন্ত যঈফ। এতে মুহাম্মাদ বিন হুজর নামক রাবী আছেন, যিনি যঈফ। তার সম্পর্কে মনীষীগণ নিম্নোক্ত অভিমত পেশ করেন-

হাফেয হায়ছামী বলেছেন, وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَفِي سَنَدِ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ 'এর সনদে সা'ঈদ বিন আব্দুল জাব্বার আছেন। নাসাঈ বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। ইবনে হিব্বান একে 'আছ-ছিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বাযযার ও ত্বাবারাণীর সনদে মুহাম্মাদ বিন হুজর আছেন, যিনি যঈফ'।[৪৫]

মুহাম্মাদ বিন হুজরকে ইমাম উক্বায়লী যঈফ রাবীদের মধ্যে[৪৬] এবং ইবনুল জাওযী তাকে যঈফ ও পরিত্যক্ত রাবীদের মাঝে উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

ইমাম মুগলাত্বাঈ (রহঃ),[৪৮] ইমাম আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ),[৪৯] হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী[৫০] ও আলবানী (রহঃ)[৫১] মুহাম্মাদ বিন হুজরকে যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।

(৪) উক্ত বর্ণনার অপর রাবী 'সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার' সম্পর্কে ইমামদের অভিমত সমূহ নিম্নরূপ।-

শায়েখ আলবানী[৫২] ও ইবনে হাজার আসক্বালানী[৫৩] তাকে যঈফ বলেছেন।

ইমাম নাসাঈ বলেছেন, سعيد بن عبد الْجَبَّار من ولد وَائِل بن حجر لَيْسَ بِالْقَوِيّ 'সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার ওয়ায়েল ইবনে হুজরের পুত্র শক্তিশালী নন।[৫৪]

(৫) আরেকজন রাবী হ'লেন উম্মে ইয়াহ্ইয়া। তার আসল নাম উম্মে আব্দুল জব্বার। আলবানী (রহঃ) লিখেছেন, وأم عبد الجبار هي أم يحيى، لم أعرف حالها ولا اسمها 'উম্মে আব্দুল জাব্বার হ'লেন উম্মে ইয়াহ্ইয়া। আমি তার জীবনী ও নাম জানতে পারিনি।[৫৫]

অতএব এই বর্ণনার সনদে একাধিক ত্রুটিযুক্ত রাবী থাকায় এটি অত্যন্ত যঈফ।

দলীল-৬ : আমর বিন কা'ব বিন বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّرَى بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبيه، عَنْ جَدِّه، يَبْلُغُ به كَعْبَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِه وَقَفَاهُ

কা'ব বিন আমর বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি ওযূ করলেন। এরপর তিনি তার দাঁড়ির অভ্যন্তরভাগ এবং ঘাড় মাসাহ করলেন।[৫৬]

পর্যালোচনা : এটি অপরিচিত সনদে বর্ণিত বিধায় প্রত্যাখ্যাত।

(১) যয়নুদ্দীন আবুল ফযল আল-ইরাক্বী উল্লেখ করেন, قَالَ عبد الْحق هَذَا الْإِسْنَاد لَا أعرفهُ 'আব্দুল হক্ব বলেছেন, এই সনদটি আমি চিনি না'।[৫৭]

(২) ইবনু হাজার আসক্বালানী উল্লেখ করেছেন, قال عبد الحق في الأحكام الكبرى لا أعرفه بهذا الإسناد وما كتبته حتى أسأل عنه قال ابن القطان هو إسناد مجهول مسخ 'আব্দুল হক্ব 'আল-আহকামুল কুবরা' গ্রন্থে বলেছেন, আমি এই সনদটি চিনি না। আর আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত কিছু লিখতাম না। ইবনুল ক্বাত্ত্বান বলেছেন, এই সনদটি অস্বাভাবিক মাজহূল'।[৫৮] সুতরাং মাজহূল সনদে বর্ণিত কোন রেওয়ায়াত গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এটি যঈফের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল-৭ :

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً

---

৪৩. *তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬৬৮৫।*
৪৪. *আল-মু'জামুল কাবীর হা/১১৮।*
৪৫. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১১৭৮।*
৪৬. *আয-যু'আফা, রাবী নং ১৬১০।*
৪৭. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ২৯৩২।*
৪৮. *শরহে ইবনে মাজাহ, পৃঃ ১৩৮২।*
৪৯. *তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৭ দ্রঃ।*
৫০. *আল-মুক্বতানা ফী সারদিল কুনা, ১/১৪৫, রাবী নং ১০৭০।*
৫১. *আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৪৭৮।*
৫২. *ঐ, পৃঃ ৪৭৮।*
৫৩. *তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৩৪৪।*
৫৪. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ২৬৫।*
৫৫. *যঈফা হা/৪৪৯।*
৫৬. *আল-মু'জামুল কাবীর হা/৪১২, ১৯/১৮১।*
৫৭. *যায়লু মীযানিল ই'তিদাল, রাবী নং ৬৮৯।*
৫৮. *লিসানুল মীযান, রাবী নং ১৬৪।*

حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا، وَقَالَ مُسَدَّدٌ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِه إِلَى مُؤَخَّرِه حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْه مِنْ تَحْت أُذُنَيْه، قَالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ به يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وسَمِعْت أَحْمَدَ، يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ، وَيَقُولُ إِيشْ هَذَا طَلْحَةُ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه-

ত্বালহা বিন মুছার্রিফ তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি তার মাথাকে একবার মাসাহ করতেন 'ক্বাযাল' পর্যন্ত। আর তা হচ্ছে 'ক্বাফা' (ঘাড়ের পিছন দিক)-এর প্রথম ভাগ। মুসাদ্দাদ বলেছেন, তিনি তার মাথাকে অগ্রভাগ হ'তে শেষভাগ পর্যন্ত মাসাহ করতেন। এ পর্যন্ত যে তিনি তার দু' হাতকে তার দু'কানের নিম্নভাগ হ'তে বের করে আনতেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আমি এটা ইয়াহইয়ার নিকটে বর্ণনা করেছি, তিনি একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ দাঊদ বলেছেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে বলেতে শুনেছি, নিশ্চয়ই ইবনে উয়ায়নাহ এই রেওয়ায়াতটিকে অস্বীকার করতেন এবং তিনি বলতেন, 'ত্বালহা তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে'- এটি আসল কোথা হ'তে?[৫৯]

পর্যালোচনা : এটি যঈফ। কারণ-

(১) এর সনদে লায়ছ রয়েছেন। তিনি জমহূর মুহাদ্দিছদের মতানুসারে যঈফ। ইমাম শাওকানী বলেছেন, الْحَدِيْثُ فِيْه لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيم وَهُوَ ضَعِيْفٌ، 'হাদীছটিতে লায়ছ বিন সুলায়েম আছেন। আর তিনি যঈফ।[৬০]

(২) নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উল্লেখ করেন,

وهذا سند ضعيف لثلاثة أمور: الأول: ضعف ليث وهو ابن أبي سليم؛ قال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. وقال النووي في تهذيب الأسماء : اتفق العلماء على ضعفه

'আর এই সনদটি যঈফ তিনটি কারণে। প্রথমতঃ লায়ছের দুর্বলতা আছে এবং তিনি হ'লেন ইবনে আবী সুলায়ম। হাফেয ইবনে হাজার তার 'আত-তালখীছ' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি যঈফ। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তিনি সনদসমূহ উলট-পালট করে ফেলতেন এবং তিনি মুরসাল বর্ণনাসমূহকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করতেন। তিনি ছিক্বাহদের থেকে এমন কিছু আনতেন, যেগুলি তাদের হাদীছের মধ্যে ছিল না। ইয়াহইয়া ইবনুল ক্বাত্তান, ইবনে মাহদী, ইবনে মাঈন এবং আহমাদ বিন হাম্বল তাকে বর্জন করেছেন। নববী 'তাহযীবুল আসমা' গ্রন্থে বলেছেন, তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত হয়েছেন।[৬১]

অতঃপর তিনি আরো লিখেছেন,

والأمر الثاني: جهالة مصرف والد طلحة فإنه مجهول، كما في للتقريب. وبه أعله ابن القطان.

والثالث: الاختلاف في صحبة والد مصرف هذا كما يأتي

'দ্বিতীয় বিষয় হ'ল, ত্বালহার পিতা মুছার্রিফ-এর অজ্ঞাত হওয়া। নিশ্চয়ই তিনি মাজহূল যেমনটি আত-তাক্বরীব গ্রন্থে আছে এবং এ কারণেই ইবনুল ক্বাত্ত্বান তাকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন *(ঐ)*।

(৩) শামসুল হক আযীমাবাদী লিখেছেন,

إِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مَسْحِ الرَّقَبَة الْمُعْتَاد بَيْنَ النَّاس أَنَّهُمْ يَمْسَحُونَ الرَّقَبَةَ بِظُهُورِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ وَهَذِه الْكَيْفِيَّةُ لَمْ تَثْبُتْ فِي مَسْحِ الرَّقَبَة لَا مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا مِنَ الْحَسَنِ بَلْ مَا رُوِيَ فِي مَسْحِ الرَّقَبَة كُلُّهَا ضِعَافٌ كَمَا صَرَّحَ بِه غَيْرُ وَاحِد مِنَ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا-

'সমালোচনা রয়েছে ঘাড় মাসাহ সম্পর্কে। যা লোকদের মাঝে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা তাদের আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা মাথা মাসাহর পরে ঘাড় মাসাহ করে। আর ঘাড় মাসাহর এই ধরণটি না কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আর না কোন হাসান হাদীছ দ্বারা। বরং ঘাড় মাসাহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিই যঈফ। যেমনটি একাধিক আলেম স্পষ্ট করে বলেছেন। অতএব এগুলির দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না'।[৬২]

দলীল-৮ : عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيه مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّة. قَالَ الْقَذَالُ السَّالِفَةُ الْعُنُقِ- 'ত্বালহা তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছেন, তিনি তার মাথাকে ক্বাযাল পর্যন্ত মাসাহ করতেন এবং ঘাড়ের পূর্ব পর্যন্ত মাসাহ করতেন। তিনি বলেছেন, ক্বাযাল হ'ল ঘাড়ের আগের অংশ।[৬৩]

পর্যালোচনা : এটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা-

এর সনদেও উপরোক্ত 'লায়ছ' রয়েছেন যিনি যঈফ বলে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ মত দিয়েছেন। সেই সাথে উপরোল্লিখিত মাজহূল রাবী ত্বালহার পিতা এবং দাদাও আছেন। সুতরাং এটিও একই কারণে অত্যন্ত দুর্বল।

দলীল-৯ : حَدِيْثُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَسْحُ الرَّقَبَة أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ- 'একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ঘাড় মাসাহ করা হচ্ছে বেড়ী হ'তে মুক্তকারী'।[৬৪]

পর্যালোচনা : এ বর্ণনাটি জাল বা বানোয়াট।

৫৯. *আবূ দাঊদ হা/১৩২।*
৬০. *নায়লুল আওত্বার হা/১৯৮, 'ঘাড় মাসাহ' অনুচ্ছেদ।*
৬১. *তাহক্বীক যঈফ আবূ দাঊদ হা/১৫, মূল আবুদাঊদ হা/১৩২।*
৬২. *আওনুল মা'বূদ ১/১৫২।*
৬৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৯৫১।*
৬৪. *আত-তালখীছুল হাবীর হা/৯৭।*

(১) ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেছেন, هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يَرْتَضِ أَئِمَّةُ الْحَدِيث إِسْنَادَهُ فَحَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ أَدَب– ‘এই হাদীছটি আবূ মুহাম্মাদ আল-জুয়ায়নী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এর সনদ সম্পর্কে হাদীছের ইমামগণ সন্তুষ্ট হননি। তাই এই বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে, এই কাজটি সুন্নাত নাকি শিষ্টাচার’।[৬৫]

(২) হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, هذا الحديث غريب جدا ‘এই হাদীছটি অত্যন্ত গরীব। আমি কাউকে জানি না যিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করার পর উক্ত রেওয়ায়াতটি (দলীলরূপে) বর্ণনা করেছেন’।[৬৬]

(৩) ‘তাখরীজু আহাদীছিল ইহ্ইয়া’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে, أخرجه أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْنَد الفردوس من حَدِيث عمر وَهُوَ ضَعِيف ‘এটি আবূ মানছূর দায়লামী ‘মুসনাদুল ফেরদাউস’ গ্রন্থে ওমর (রাঃ)-এর হাদীছ হ’তে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ *(হা/৩, পৃঃ ১৯৮)*।

(৪) ইমাম নববী লিখেছেন, وَأَمَّا قَوْلُ الْغَزَالِيِّ إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَة سُنَّةٌ لقَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَسْحُ الرَّقَبَة أَمَانٌ منْ الْغُلِّ فَغَلَطٌ لِأَنَّ هَذَا مَوْضُوْعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَام النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ‘আর গাযালীর উক্তি ‘নিশ্চয়ই ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাত। কারণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বাণী ঘাড় মাসাহ করা বেড়ী হ’তে মুক্তকারী’ -উক্তিটি ভুল। কেননা এটি বানোয়াট, নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।[৬৭] তিনি ‘শারহুল মুহায্যাব’ গ্রন্থে একে مَوْضُوع ‘বানোয়াট’ বলেছেন।[৬৮] ইবনুছ ছালাহ বলেছেন, لَا يُعرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ قَول بعض السّلف، ‘এটি মারফূরূপে চেনা যায় না। মূলতঃ এটি কোন সালাফের উক্তি’।[৬৯]

(৫) মুহাম্মাদ ইবনু তাহের আল-ফাত্তানী বলেন, مَسْحُ الرَّقَبَة أَمَانٌ منْ الْغُلِّ ضعيف ‘ঘাড় মাসাহ করা শৃঙ্খল হ’তে মুক্তকারী’- (এটি) যঈফ।[৭০]

(৭) মুহাম্মাদ ইবনু খলীল আত-তারাবুলসী বলেন, حَدِيث: مسح الرَّقَبَة أَمَان منَ الغل. قَالَ النَّوَوِيّ: مَوْضُوْع، أَي رَفعه وَإِلَّا فقد ورد مَوْقُوفا عَن مُوسَى بن طَلْحَة، بل فِي مُسْنَد الفردوس من حَدِيث ابْن عمر بِسَنَد ضَعِيف، وَلذَا اسْتحبَّ أَئمَّتنَا مسح الرَّقَبَة. ‘ঘাড় মাসাহ করা বেড়ী হ’তে রক্ষাকারী-হাদীছটি সম্পর্কে নববী বলেছেন, এটি বানোয়াট। অর্থাৎ মারফূ‘ হিসেবে (বানোয়াট)। তবে মূসা বিন ত্বালহা হ’তে মওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে। বরং মুসনাদুল ফেরদাউসে ইবনে ওমর হ’তে যঈফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর সেজন্য আমাদের ইমামগণ ঘাড় মাসাহ করা মুসতাহাব বলেছেন।[৭১] এটি সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। যা প্রমাণিত হয়নি তা মুসতাহাব ইবাদত হিসাবে গৃহীত হওয়ার যোগ্য নয়। উপরন্তু ঘাড় মাসাহ করা সুন্নাতের ভিতরে অনুপ্রবেশকৃত আমল যা শরী‘আত বিরোধী।

দলীল-১০ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ওযূ করবে এবং তার ঘাড় মাসাহ করবে, তাকে ক্বিয়ামতের দিনে শৃঙ্খল পরিধান করানো হবে না’।[৭২]

পর্যালোচনা : এটি অত্যন্ত যঈফ। কারণ-

(১) আল-হাসান ইবনু আহমাদ আর-রবাঈ বলেন, ولم يصح في مسح العنق شيء، وحديث طلحة بن مصرف لا يصح الاستدلال به في ندب مسح العنق؛ ‘মাথা মাসাহ করার বিষয়ে কোন কিছুই ছহীহ নয়। আর ত্বালহা বিন মুছার্রিফের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা শুদ্ধ নয়, ঘাড় মাসাহ করার মুসতাহাব হওয়া সম্পর্কে।[৭৩]

(২) ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) বলেছেন, هذا الحديث أيضا غريب ‘এই হাদীছটিও অত্যন্ত গরীব’।[৭৪]

(৩) নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) একে বানোয়াট বলেছেন।[৭৫]

দলীল-১১ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث، عَنْ لَيْث، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا، وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْه عَلَى رَأْسه حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ –

‘ত্বালহা তার পিতা হ’তে, তিনি তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি ওযূ করেছেন এবং তার মাথাকে এভাবে মাসাহ করেছেন। এরপর হাফছ তার দু’হাতকে তার মাথার উপর অতিক্রম করালেন। এ পর্যন্ত যে তিরি তার ক্বাফা-কে মাসাহ করলেন।[৭৬]

পর্যালোচনা : এটি খুবই দুর্বল। কারণ এখানে লায়ছ রয়েছেন। উপরন্তু ‘ত্বালহা তার পিতা হ’তে, তিনি তার দাদা হ’তে’ সনদে এটি বর্ণিত। যা একে যঈফ হওয়ার প্রতি ধাবিত করেছে। *[চলবে]*

---

৬৫. *ঐ, হা/৯৭-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৬৬. *আল-বাদরুল মুনীর হা/৪৭।*
৬৭. *আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহায্যাব ১/৪৬৫।*
৬৮. *তানযীহুশ শারী‘আহ ২/৮৫, ক্রমিক নং ৩৫।*
৬৯. *ঐ, ২/৮৫, ক্রমিক নং ৩৫।*
৭০. *তাযকিরাতুল মাউযূ‘আত, পৃঃ ৩১।*
৭১. *আল-লু‘লুউল মারছূ‘ হা/৫০৪, পৃঃ ১৬৮।*
৭২. *আত-তালখীছুল হাবীর হা/৯৮।*
৭৩. *ফাৎহুল গাফ্ফার হা/২৯০।*
৭৪. *আল-বাদরুল মুনীর হা/৪৮।*
৭৫. *সিলসিলাহ যঈফা হা/৭৪৪।*
৭৬. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৫০।*

Contents

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

প্রগতিবাদীরাই এসব অপকর্মের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফলে যে পুরুষ আগে কোন নারীকে দেখলে তার সম্মানে গাড়ীতে সীট ছেড়ে দিত, এখন তা দেয় না। কারণ সে ভাবে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। একজন পরপুরুষ একজন পরনারীর পাশে দ্বিধাহীন চিত্তে বসে যাচ্ছে বা খোশগল্পে মেতে উঠছে বা নিশ্চিন্তে সিগারেটের ধোঁয়া উড়াচ্ছে। চালককে ক্যাসেট বা টিভি চালুর নির্দেশ দিচ্ছে। উভয়ের মধ্যে হয়তো বাইরে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কারণ সেটা প্রকাশ পেলে লোকেরা 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে কটাক্ষ করবে। যদিও তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হয়ে থাকে। কিন্তু উদারতার ভড়ং দেখিয়ে সেটা চাপা দিয়ে রাখে। এইসব কপট নারী-পুরুষরাই হ'ল সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কিন্তু মুখে বলে আমরা সংশোধনবাদী *(বাক্বারাহ ১২)*। এক্ষণে যদি উক্ত নারী বা পুরুষ প্রকৃত অর্থে ভদ্র ও দ্বীনদার হন, তাহলে তিনি পাশে বসা ঐ পরনারী বা পুরুষটির দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিত হন। এ সময় অন্য পুরুষদের উচিৎ ঐ পরনারী বা পুরুষটিকে হটিয়ে দিয়ে ঐ নারী বা পুরুষকে নির্যাতন থেকে মুক্ত করা। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতির অনুসারীরা এটা করবেন কি?

পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজ ও পরিবারে যৌন নির্যাতনের কোন সুযোগ নেই। কারণ এখানে রয়েছে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অবস্থান ও অধিকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা *(নিসা ১)*। রয়েছে পারস্পরিক পর্দা এবং মাহরাম ও গায়ের মাহরামের নিরাপত্তা প্রাচীর *(নূর ৩০-৩১)*। এখানে যেনা-ব্যভিচারকে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পাপ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এর শাস্তি হ'ল সর্বসমক্ষে একশ' বেত্রাঘাত *(নূর ২)*। আর বিবাহিত হ'লে প্রস্তরাঘাতে হত্যা *(বুখারী হা/৬৮৩০; মুসলিম হা/১৬৯১, ১৬৯৫)*। মিথ্যা অপবাদ দিলে ৮০ বেত্রাঘাত *(নূর ৪)*। ফলে এ সমাজেই নারী সবচেয়ে নিরাপদ। সেকারণ পাশ্চাত্যের নারীরা এখন দলে দলে ইসলাম কবুল করছে। এরপরেও মুসলিম সমাজে যে নারী নির্যাতন হয়, তার প্রধান কারণ হ'ল পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামী অনুশাসন ও শাসনের অনুপস্থিতি বা শিথিলতা। সেই সাথে ধর্মনিরপেক্ষ ও ভোগবাদী দর্শনের কুপ্রভাব। বর্তমানে পাশ্চাত্যের নগ্নতাবাদী দর্শনের বশংবদ মুসলিম সরকারগুলি লেজুড়বৃত্তির চরমে উঠেছে। এমনকি উচ্চ আদালত থেকে ড্রেস কোড-এর নামে নারীদের বোরকা পরিধানে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। অথচ ঢিলা বোরকা হ'ল নারীর আব্রু রক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভূষণ। এর মাধ্যমে সে তার শিক্ষা ও কর্মস্থলে স্বাভাবিক থাকতে পারে। কিন্তু এখন পুরুষের সর্বাঙ্গে পোষাক থাকলেও নারীকে ক্রমেই পোষাকহীন করার প্রতিযোগিতা চলছে। কেউ কেউ বোরকা ও পর্দার মধ্যে জঙ্গী খুঁজছেন। এসবের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের কেবল নির্যাতনই করা হচ্ছে না। বরং নারী নির্যাতনের নিত্য নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। অথচ নারী দিবস পালনকারীরা এসবের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেন না। আমরা বলব, 'লিঙ্গ সমতা' একটি রাজনৈতিক শ্লোগানও বটে। কারণ মুসলিম বিশ্বের উপর পাশ্চাত্যের আধিপত্যকে স্থায়ী করতে হ'লে তাদের মৌলিক সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। এর মাধ্যমে তারা সেটিই করতে চায়। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম পরিবার থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পুরো সমাজ ভোগবাদী পশুর সমাজে পরিণত হবে। আর তখনই মুসলমানরা পাশ্চাত্যের পুরাপুরি গোলামে পরিণত হবে। যা শত্রুদের একান্ত কাম্য।

জানা আবশ্যক যে, ইসলামী সমাজে নারী কেবল নারী নন, বরং তারা হলেন মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা। আর পুরুষ হলেন পিতা, ভাই, স্বামী ও পুত্র। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য পবিত্র আমানত ও জীবনপণ সহযোগী। প্রত্যেকের অবস্থান ও অধিকার পৃথক ও সুরক্ষিত। এখানে মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত। পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এখানে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। এখানে স্বামী বাড়ীর কর্তা এবং স্ত্রী হলেন গৃহকত্রী। পরিবারের ভরণপোষণ ও সামাজিক ঝক্কি-ঝামেলা পোহানোর দায়িত্ব পুরুষের। ফলে নারী সর্বদা নিরাপদ ও আপন ভুবনের একান্ত মালিক। যার কোন তুলনা নেই। এই শান্তিনীড়ে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশু তাই নারীর স্নেহ পরশে পরিবার ও সমাজের রত্ন হয়ে বেড়ে ওঠে। যাদের মাধ্যমে সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। দেশ ও জাতির সুনাম হয়। স্রষ্টা প্রদত্ত নারী ও পুরুষের এই স্বাভাবিক কর্মস্থল থেকে বঞ্চিত করে যখন লিঙ্গ সমতার নামে উভয়কে এক স্থলে আনা হচ্ছে, তখনই ঘটছে যত বিপত্তি। আর তা ঘটবেই। যেমন ইতিপূর্বে একই কারণে বিগত বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলব যে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও ইসলামী বিধানের যথার্থ অনুসরণই নারী নির্যাতন প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। সমাজ ও রাষ্ট্র যত দ্রুত সেটা মেনে নিবে, ততই মঙ্গল। অতএব নারী দিবস পালনের বিলাসিতা ছেড়ে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অংশগ্রহণ করুন

আসন্ন হজ্জ মওসুমে ঢাকাস্থ হাজী ক্যাম্প থেকে প্রত্যেক হাজী ছাহেবকে একটি করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই হাদিয়া দেওয়া হবে। উক্ত মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী ভাই-বোনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো যাচ্ছে। প্রতি সেট ১০০ টাকা বা একশ' সেট ১০,০০০ টাকা হিসাবে যত সেট দিতে ইচ্ছুক তা নিম্নোক্ত একাউন্টে প্রেরণ করুন।

ব্যাংক একাউন্ট : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, হিসাব নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

বিকাশ নং- ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাষ্ট্রভাষা ইসলাম বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

'আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেছেন, সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের দুঃসাহস দেখাবেন না। ২৮ বছর আগের পুরনো একটি রিট মামলাকে সচল করে 'বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে কি থাকবে না' এ বিষয়ে হাইকোর্টে শুনানির ওপর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংবিধান অবশ্যই 'ইসলাম' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসাবে যতটুকু সম্মান ইসলামকে দেওয়া হয়েছে, সেটুকুও মুছে ফেলার জন্য ইসলাম বিদ্বেষী মহল যে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। সাথে সাথে সরকারকে এ বিষয়ে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার জোর দাবী জানাচ্ছি *(২৫ শে মার্চ 'দৈনিক ইনকিলাব' ১২ পৃষ্ঠার ৭-৮ কলামে প্রকাশিত)*। এ বিষয়ে আরো জানতে উক্ত তারিখের 'জুম'আর খুৎবা' শুনুন।

রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

*সুকান্ত পার্থিব**

বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের অনন্তরূপের সৌন্দর্য সুন্দরবন থেকে মাত্র নয় কিলোমিটার দূরে বাগেরহাটের রামপালে হ'তে যাচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ ১ হাযার ৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। অর্থমন্ত্রী দ্বিতীয় দফায় ঘোষণা করলেন, রামপালে নির্মিতব্য কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে সুন্দরবনের কিছু ক্ষতি অবশ্যই হবে। কিন্তু কিছু নাকি করার নেই। তবু এ বনেই বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে হবে! তার বক্তব্যে সুন্দরবনের ওপর কোন জোর নেই, জোরটা আছে কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর। সুন্দরবনকে হুমকিতে ফেলে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির এ পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বনাম প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণের পুরনো বিতর্ককে সামনে নিয়ে এসেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। একসময় এ চাহিদা মেটাতে সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ব্যবহৃত হ'লেও এখন আমাদের সমহারে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কোনটি যেমন সরকারি উৎপাদন কেন্দ্রের চেয়েও পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী, আবার কোন কোনটি পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ ও অনেক বেশি ব্যয়বহুল। সুন্দরবনের পরিবেশগত বিপদসীমার মধ্যে প্রস্তাবিত রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তেমনই একটি সম্ভাব্য স্থাপনা।

যারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষে আছেন, তারা দেশের উন্নয়নে বিদ্যুৎ ঘাটতি কমানোটাকে অনেক বেশি যরূরী বলে মনে করছেন। তারা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং কারিগরি দক্ষতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, 'সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি'-এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ সুন্দরবনকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে! যারা বিরোধিতা করছেন তারা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরুর প্রক্রিয়াগত ত্রুটি, অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্থান নির্বাচন, জমি অধিগ্রহণ, দুর্বল এবং পক্ষপাতমূলক পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ), নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ, প্রকল্পের দূরত্বভিত্তিক অবস্থানের বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়কে সামনে এনে দাবী করছেন এ প্রকল্প নিশ্চিতভাবে সুন্দরবনের বিনাশ করবে।

প্রকল্পের স্থান চূড়ান্তকরণ ও জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তিস্বাক্ষর ইত্যাদি যাবতীয় কাজ শেষ হওয়ার পর কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) করা ও তার জন্য জনসাধারণের কাছে মতামত চাওয়াটা তামাশাই বটে! সরকার জনগণের সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর তামাশাটি করল, তাও আবার এমন একটি স্থানে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে; যা শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা দুনিয়ার অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনের খুব কাছেই, একেবারে বিপজ্জনক সীমার মধ্যে অবস্থিত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেখানে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনের একটি প্রস্তাব ছিল। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ২০১২ সালে সুন্দরবনের নিকটবর্তী রামপালে দু'টি ৬৬০ ইউনিট মিলে মোট ১ হাযার ৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের 'ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশনে'র (এনটিপিসি) সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়, ভারতের এনটিপিসি কোম্পানি সে দেশের ছত্তিশগড়ে একই প্রকল্প অর্থাৎ একটি ১ হাযার ৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিল। সে দেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের গ্রিন প্যানেলের ইআইএ রিপোর্ট প্রকল্পটিকে পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি বলে প্রতিবেদন দাখিল করায় ভারত সরকার সে প্রকল্পটি বাতিল করেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, যে প্রকল্পটি তার জন্মভূমি ভারতে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পেতে ব্যর্থ হ'ল সেটি আমাদের দেশে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেল কীভাবে?

পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য যে ইআইএ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু মোটা দাগের অসঙ্গতি রয়েছে। ভারতের ছত্তিশগড়ে বাতিল হয়ে যাওয়া একই প্রকল্পের জন্য ভারতীয় ইআইএ প্রতিবেদনের সঙ্গে বাংলাদেশের ইআইএ প্রতিবেদনের তুলনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়।

ইআইএ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রস্তাবিত রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে এবং সরকার নির্ধারিত সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কিলোমিটার এনভায়রনমেন্টালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) থেকে চার কিলোমিটার বাইরে বলে নিরাপদ হিসাবে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু জিআইএস সফটওয়্যার দিয়ে মেপে দেখা যায়, এই দূরত্ব সর্বনিম্ন নয় কিলোমিটার থেকে সর্বোচ্চ ১৩ কিলোমিটার। এনটিপিসি নামে যে ভারতীয় কোম্পানিটি সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের পাশে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে যাচ্ছে সেই ভারতেরই 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৭২ অনুযায়ী, বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন বাঘ বা হাতি সংরক্ষণ অঞ্চল,

জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য কিংবা অন্য কোন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকা চলবে না। অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসিকে বাংলাদেশে সুন্দরবনের যত কাছে পরিবেশ ধ্বংসকারী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে দেওয়া হচ্ছে, নিজ দেশ ভারতে হ'লে সেটা তারা করতে পারত না। শুধু তা-ই নয়, আন্তর্জাতিক কোন মানদণ্ডেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এত স্বল্প দূরত্বে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কোন আইন না থাকায় এনটিপিসি ও পিডিবি এই ১০ কিলোমিটারের সুযোগটা নিয়েছে।

বাংলাদেশের ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারেই প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রয়েছে ৭৫ শতাংশ কৃষিজমি, যেখানে বছরে ৬২ হাযার ৩৫৩ টন ধান এবং ১ লাখ ৪০ হাযার ৪৬১ টন অন্যান্য শস্য উৎপাদিত হয়। গরান (ম্যানগ্রোভ) বনের সঙ্গে এ এলাকার নদী ও খালের সংযোগ থাকায় এখানে বছরে ৫,২১৮ দশমিক ৬৬ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। এই ধান-মাছ উৎপাদন বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এখন প্রায় ৮ হাযার পরিবার উচ্ছেদ হবে, যার মধ্যে উদ্বাস্তু এবং কর্মহীন হয়ে যাবে প্রায় ৭ হাযার ৫০০ পরিবার। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রকল্প এলাকার ফসল ও মৎস্যসম্পদ উৎপাদন বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবহন করার ফলে বাড়তি নৌযান চলাচল, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও তেলসহ কঠিন ও তরল বর্জ্য নিঃসরণ, শব্দদূষণ, আলোদূষণ ইত্যাদি। পরিবেশ আইন অনুসারে এসব নিয়ন্ত্রণের কোন নযীর বাংলাদেশে নেই বলেই আমরা বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর দিকে তাকালে প্রমাণ পাই। সুতরাং এই অতিরিক্ত নৌযান চলাচলের ফলে সুন্দরবনের বাস্তুব্যবস্থা (ইকোসিস্টেম) বিশেষ করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, ডলফিন, গরান বন ইত্যাদির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

এছাড়া প্রকল্প নির্মাণ পর্যায়ে পশুর নদীতে ড্রেজিং করার কারণে পানি ঘোলা হয়ে নদীর বাস্তুব্যবস্থা বিপন্ন হবে এবং জেটি ও নদীতীর সংরক্ষণের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের সময় গরান বনভূমির অনেক গাছ ও ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন পাখি, বিশেষ করে সারস ও বকজাতীয় পাখির বসতি নষ্ট হবে।

ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসির সঙ্গে মিলে বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বানাচ্ছে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। যাতে কয়লা পুড়বে বছরে ৪৭ লাখ ২০ হাযার টন, প্রতিদিন ১৩ হাযার টন। এতে ছাই হবে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ টন। যেখানে কিনা একটি ইটের ভাটায় কয়লা পোড়ে বছরে ২ হাযার ৫০০ টন, যা কিনা সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে হাযার হাযার ইটের ভাটা বসিয়ে দেওয়ারই নামান্তর। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত ধোঁয়া ও ফ্লাই অ্যাশ বা কয়লা পোড়া ছাই বাতাসে উড়ে ঢুকতে থাকবে বনের ভেতর।

বনের পানিজীবন ধ্বংস হবে, মাটির উর্বরতা নষ্ট হবে, গাছ ও প্রাণীরা বিপন্ন হবে। এ প্রকল্পের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হবে প্রায় ৭৯ লাখ টন, যা ৩৪ কোটি গাছ কেটে ফেলার সমান। এছাড়া বাতাসে পারদ, প্রতিদিন প্রায় ১৪২ টন বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড (বছরে ৫১ হাযার ৮৩০ টন) ও ৮৫ টন বিষাক্ত নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (বছরে ৩১ হাযার ২৫ টন) নির্গত হবে, যা ফুসফুস ও টিস্যুর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিদ্যুৎকেন্দ্রে বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘোরানো ও শীতলীকরণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য পশুর নদী থেকে ঘণ্টায় ৯ হাযার ১৫০ ঘনমিটার করে পানি প্রত্যাহার করা হবে এবং ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি পরিশোধন করে ঘণ্টায় ৫ হাযার ১৫০ ঘনমিটার হারে আবার নদীতে ফেরত দেওয়া হবে। ফলে নদী থেকে প্রতি ঘণ্টায় কার্যকর পানি প্রত্যাহারের পরিমাণ হবে ৪ হাযার ঘনমিটার। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের সবচেয়ে ক্ষতিকর বর্জ্য হবে এর দুই ধরনের কয়লা পোড়া ছাই। এখানে বছরে ৪৭ লাখ ২০ হাযার টন কয়লা পোড়ানোর ফলে ৭ লাখ ৫০ হাযার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লাখ টন বটম অ্যাশের বর্জ্য তৈরি হবে। এই ফ্লাই অ্যাশ, বটম অ্যাশ, তরল ঘনীভূত ছাই বিপজ্জনক মাত্রায় পরিবেশদূষণ করে। কারণ এতে আর্সেনিক, পারদ, সীসা, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বেরিলিয়াম, ব্যারিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, রেডিয়ামের মতো বিভিন্ন ক্ষতিকর ও তেজস্ক্রিয় ভারী ধাতু মিশে থাকে। কিন্তু সরকার এসবকে কোনভাবেই গুরুত্ব সহকারে দেখছে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সুন্দরবনের পাশে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিপদ নিশ্চিত জেনে রামসার ও ইউনেস্কোর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনের জন্য বিপজ্জনক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসি থেকে নরওয়ে সরকারের গ্লোবাল পেনশন ফান্ড বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক এ প্রকল্পে অর্থসংস্থানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এমনকি প্রথম দিকে খোদ সরকারের বিভিন্ন বিভাগও লিখিতভাবে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল! কিন্তু কতিপয় দেশী-বিদেশী গোষ্ঠীর মুনাফা উন্মাদনা সরকারকে বধির করেছে, সুন্দরবন ধ্বংসের আয়োজন আরও যোরদার হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের দালাল পুঁজিপতি মুনাফাখোরদের বন থেকে হটাতে, সুন্দরবন বাঁচানোর আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে ও জনমনে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে দীর্ঘদিন থেকে সাত দফা দাবী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তেল-

গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। ইতিপূর্বে তারা সুন্দরবন রক্ষায় ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ছয় দিনব্যাপী এক লংমার্চের আয়োজন করেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিত সরকার ভীষণ চাপে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী রামপাল এলাকায় যেতে দ্বিধা করেন এবং গোপনে ঢাকায় বসে স্কাইপের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করেন।

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণী ব্যক্তিগোষ্ঠী মুনাফা ও দেশী-বিদেশী শক্তির স্বার্থ নিশ্চিত করতে গিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নানা সংকটে ফেলে দেয় এবং পরে আবার সেই সংকট থেকে উদ্ধারের নামে মুনাফার প্রাধান্য দিয়ে আরও বড় সংকট ডেকে আনে। গ্যাস ব্লক বিদেশী কোম্পানির কাছে ইজারা, কুইক রেন্টালের নামে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়, ভারতীয় বিনিয়োগে সুন্দরবন-কৃষিজমি ধ্বংসকারী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, রিলায়েন্স-আদানীর সঙ্গে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সমঝোতা চুক্তি ইত্যাদি সবকিছুই এই মুনাফা ও লুটপাটের আয়োজনের অংশ। এ কারণেই স্থানীয় জনগণ, সারা দেশের জনমত, বিশেষজ্ঞ মতামত এমনকি রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের মতামত পর্যন্ত উপেক্ষা করে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লেগেছে সরকার।

আমাদের দেশের জন্য অবশ্যই বিদ্যুৎ প্রয়োজন। তবে সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করার আরও পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী উপায় থাকতে সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিক ঐতিহ্য নষ্ট করে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাও আবার এমন একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যে প্রতিষ্ঠানটি তার নিজের দেশেই এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র পায়নি। সুন্দরবন ও এর বাস্তুব্যবস্থা এবং জীববৈচিত্র্যকে বাঁচাতে চাইলে অবশ্যই রামপালে প্রতিষ্ঠিতব্য কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি বাতিল করতে হবে।

রামপালের বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ঘিরে তর্ক-বিতর্কে একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হ'ল বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে, বহু বিকল্প জায়গা আছে। কিন্তু সুন্দরবন আমাদের এই পৃথিবীতে একটাই। আর এই ম্যানগ্রোভ বনটিই শত শত বছর ধরে আমাদের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করে আসছে। এটার দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। আমরা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিরোধী নই, কিন্তু বিদ্যুৎ সংকটের অজুহাতে পানি-জমি-জঙ্গল-জীবন ও অর্থনীতি ধ্বংসকারী কোন প্রকল্প মেনে নিতে রাযী নই। এজন্য রামপাল প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করে এই বিশ্ব সম্পদটিকে বাঁচানো যরূরী। কেননা দেশের সম্পদ রক্ষা পেলে মানুষ বাঁচবে।

॥ সংকলিত ॥

[উল্লেখ্য যে, গত ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী'১৬ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২৬তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমার শেষদিনে গৃহীত ৯নং প্রস্তাবে রামপাল পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প হ'তে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি জোরালো দাবী জানানো হয়। আমরা এই প্রকল্প অনতিবিলম্বে বাতিল করার জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছি (স.স.)]

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।

(২) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।

(৩) জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)।

যোগ্যতা : আলিম (অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।

(৫) হাফেয (২ জন)।

(৫) হাফেযা (১ জন)।

বিঃদ্রঃ সংশ্লিষ্ট পদে পূর্বে আবেদনকারীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে স্বহস্তে লিখিত আবেদন, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৩০ শে এপ্রিল ২০১৬।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

Contents

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয়

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(৩য় কিস্তি)

প্রশ্ন : 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : أهل السنة শব্দটি مركب বা যৌগিক শব্দ। যার একটি أهل (আহল), অপরটি السنة (আস-সুন্নাহ)। أهل শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল صاحب বা মালিক, অধিকারী, ওয়ালা ইত্যাদি। আর السنة শব্দটি একবচন, বহুবচনে سنن ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ রীতি-নীতি বা অভ্যাস। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অর্থ সুন্নাতের অনুসারী দল।

পারিভাষিক অর্থ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের উক্তি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (রহঃ) বলেন, وأهل السنة هم الذين اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل حين ومكان- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হ'ল তারা, যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ও সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অনুসরণ করে'।[১]

২. ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন,

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلًا فَجِيْلًا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِّ فِيْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ-

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধীদের বাতিলপন্থী বলি, তাঁরা হ'লেন, (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'।[২]

৩. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, أهل السنة والجماعة القوم الصادقون هم الذين اتبعوا القرآن والسنة لرسول وسنة صحبه أجمعين- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হ'ল এমন হকপন্থী দল, যারা কুরআন, রাসূলের সুন্নাত এবং ছাহাবীগণের রীতি-নীতি অনুসরণ করে'।[৩] তিনি আরো বলেন,

وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ مَعْرُوْفٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ-

'আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি প্রাচীন মাযহাব সুপরিচিত ছিল। সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যাঁরা তাঁদের নবীর কাছ থেকে সরাসরি ইলম হাছিল করেছিলেন'।[৪]

৪. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তারাই, যারা আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে ও তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ কারণেই তাদেরকে 'আহলে সুন্নাত' রূপে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তাঁরা সুন্নাহ্র ধারক ও বাহক। তাদেরকে 'আহলে জামা'আত'ও বলা হয়। কারণ তাঁরা সুন্নাহ্র উপর জামা'আতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ। আপনি যদি বিদ'আতীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন যে, তারা আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাদের এ অবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা যে পরিমাণ বিদ'আত তৈরী করে সেই পরিমাণ সুন্নাত থেকে দূরে সরে গিয়েছে'।[৫]

৫. শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة، وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. 'অতঃপর ফিরক্বা নাজিয়া হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'।[৬]

৬. ইমাম ছাবূনী (রহঃ) বলেন, ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম নেই। আর তাহ'ল 'আহলেহাদীছ'।[৭]

---

* *মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১. আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, তাবি), পৃঃ ২২৫।

২. আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী, কিতাবুল ফিছাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত : মাকতাবা খাইয়াত্ব, ১৩২১/১৯০৩ ইং) শাহরাস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩।

৩. আল-আক্বাইদুল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ২২৫।

৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩২২ হিঃ) ১/২৫৬ পৃঃ।

৫. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ফৎওয়া নং ৪।

৬. আব্দুল কাদের জিলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর : ১৩৪৬ হিঃ), ১/৯০ পৃঃ।

৭. ইমাম আবু ওছমান আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ তাহক্বীক্ব : বদর আল-বদর (কুয়েত : দারুস সালাফিইয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ ইং), পৃঃ ১০৬।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অপর নাম 'আহলেহাদীছ'। মোদ্দাকথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হচ্ছেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের উত্তম অনুসারী এবং প্রত্যেক ঐসকল মুসলিম, যারা তাঁদের মানহাজ বা পদ্ধতি ও পথ-পন্থার অনুগামী এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের রীতি-নীতির ধারক। আর মূলতঃ তারাই আহলেহাদীছ।

প্রশ্ন : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى বর্ণনাটি কি বিশুদ্ধ?

উত্তর : শায়খ আলবানী (রহঃ) বর্ণনাটিকে 'হাসান' বলেছেন। ইমাম তিরমিযীও বিভিন্ন 'শাওয়াহেদ'-এর কারণে একে 'হাসান' বলেছেন। হাকেম নিসাপুরী বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন, هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث 'এই সকল সনদ দ্বারা হাদীছটি ছহীহ হওয়ার দলীল সাব্যস্ত হয়'।[৮] ছাহেবে মির'আত উক্ত মর্মের ১০টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন 'শাওয়াহেদ' হিসাবে। অতঃপর তিনি বলেন, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের কোনটি 'ছহীহ' কোনটি 'হাসান' ও কোনটি 'যঈফ'। অতএব افتراق الأمة -এর হাদীছ নিঃসন্দেহে 'ছহীহ' (صحيح من غير شك)।[৯]

প্রশ্ন- ০৬ : فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ 'আহলে যিকির' দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর : উল্লিখিত আয়াতাংশের মনগড়া ব্যাখ্যা করে মাযহাবীগণ নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানা 'ফরয' করেছে।[১০] সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কোন আয়াতের খণ্ডিতাংশ দ্বারা তার সঠিক মর্মার্থ জানা যায় না, যদি না তার পূর্বাপর উল্লেখ করা হয়। সেই সাথে আয়াত বা বিধানটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটও জানতে হয়। তাই প্রথমে আমরা পুরো আয়াতের অর্থ ও আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জেনে নিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'আর তোমার পূর্বে আমরা লোকদের নিকটে অহীসহ যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তারা মানুষই ছিল। অতএব তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জানো' *(আম্বিয়া ২১/৭)*।

শানে নুযূল : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করলেন, তখন আরবের লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা একজন মানুষকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করবেন, এমন হ'তে পারে না। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়'।[১১]

'আহলে যিকির' দ্বারা উদ্দেশ্য :

ক্বাতাদাহ (রহঃ) فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, فاسألوا أهل التوراة والإنجيل 'তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারীদেরকে জিজ্ঞেস কর'।[১২]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, يُرِيْدُ أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'আহলে যিকির' দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের ঐ সকল অনুসারী উদ্দেশ্য, যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল'।[১৩]

আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'আহলে যিকির' দ্বারা أهل الكتب الماضية 'অতীতকালের আহলে কিতাবগণ উদ্দেশ্য'।[১৪]

আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم. 'তোমরা আহলে কিতাবদের মধ্যে তাওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যারা তোমাদেরকে তাদের (পূর্ববর্তী নবীদের) সম্পর্কে অবহিত করে'।[১৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আ'মাশ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুফাসসিরগণ বলেন, أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب 'আহলে যিকির' দ্বারা 'আহলে কিতাব' উদ্দেশ্য।[১৬]

মুফতী মুহাম্মাদ শফী হানাফী বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ এখানে أَهْلَ الذِّكْرِ (যাদের স্মরণ আছে) বলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ মানুষ ছিলেন, না ফেরেশতা ছিলেন, একথা যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলেমদের কাছ থেকে জেনে নাও। কেননা তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে أَهْلُ الذِّكْرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদী ও খ্রিষ্টান অর্থ নিলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই এ ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১৭]

৮. হাকেম ১/১২৮।
৯. মির'আত ১/২৭৬-৭৭।
১০. রুহুল্লাহ নোমানী (সংকলিত) আহলেহাদীছের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ (ঢাকা : তাওফিকিয়্যাহ লাইব্রেরী, জুন/২০১২), পৃঃ ২০১২।
১১. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪/৩৬২ পৃঃ।
১২. তাফসীর তাবারী ১৭/৭ পৃঃ।
১৩. তাফসীর কুরতুবী ৬/২৪৭ পৃঃ।
১৪. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৩৬২ পৃঃ।
১৫. তাফসীর তাবারী ১৭/৭ পৃঃ।
১৬. তাফসীর ইবনে কাছীর...।
১৭. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৮৭২।

সুফিয়ান বলেন, يعني مؤمني أهل الكتاب ‘অর্থাৎ আহলে কিতাব মুমিনদেরকে জিজ্ঞেস কর’।[১৮]

উল্লিখিত তাফসীরগুলো নির্ভরযোগ্য, আয়াতের মর্মার্থ ও শানে নুযূলের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও বিভিন্ন মুফাসসির ‘আহলে যিকির’-এর তাফসীরে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন-

ইবনু যায়েদ বলেন, إِنَّا أهل القرآن، والذكر: القرآن. وقرأ (إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). (আহলে যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য) কুরআনের অনুসারী, যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য ‘কুরআন’। তিনি কুরআন থেকে পাঠ করলেন, ‘নিশ্চয়ই আমরা এ যিকির তথা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা এর হেফাযতকারী’।[১৯] তিনি আরো বলেন, أراد بالذكر القرآن؛ أي فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن ‘যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য ‘কুরআন। অর্থাৎ কুরআনের অনুসারী বিশ্বের মুমিনদেরকে জিজ্ঞেস কর’।[২০]

হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَهْلُ الذِّكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল, أهل القرآن والحديث ‘কুরআন ও হাদীছের অনুসারী’।[২১]

ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, তারা হ’লেন أهل السنة ‘সুন্নাতের অনুসারী’। যেমন أهل الوحي অর্থাৎ ‘অহি-র অনুসারী’।[২২]

জাবির আল-জু‘ফী বলেন, لما نزلت هذه الآية قال علي رضي الله عنه نحن أهل الذكر ‘যখন কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হ’ল তখন আলী (রাঃ) বললেন, আমরা আহলে যিকির’।[২৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হ’লেও ব্যাপকতার হুকুম রাখে। উক্ত আয়াতে মাযহাব ফরয হওয়ার স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ তো নেই, পরোক্ষ কোন ইঙ্গিতও নেই। অথচ মাযহাবীগণ এ আয়াতাংশকে মাযহাব ফরয হওয়ার দলীল হিসাবে গ্রহণ করে সীমাহীন বাড়াবাড়ি করে চলেছে। শুধু তাই নয়, তারা দিবালোকে চক্ষু বন্ধ করে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে আহলেহাদীছদের প্রতি লক্ষ লক্ষ টাকার ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেও লজ্জাবোধ করে না।

১৮. দুররে মানছূর ৪/১১৮ পৃঃ; তাফসীর কুরতুবী ৫/৪৬০ পৃঃ।
১৯. তাফসীর ত্বাবারী ১৭/৭ পৃঃ।
২০. তাফসীর কুরতুবী ৬/২৪৭ পৃঃ।
২১. হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামূল মুওয়াক্কি‘ঈন ২/১৬৪ পৃঃ।
২২. ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮৩৮।
২৩. তাফসীর ত্বাবারী ১৭/৭ পৃঃ; তাফসীর আল-মাওয়ার্দী ৩/৩৮ পৃঃ; তাফসীর আর-রাযী ২২/১৪৪ পৃঃ; বাহরুল মুহীত্ব ৬/২৯৮ পৃঃ; তাফসীর কুরতুবী ৬/২৪৭।

তাদের ওপেন চ্যালেঞ্জে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানাকে ‘তাক্বলীদে শাখছী’ বলা হয়। তাক্বলীদে শাখছী পবিত্র কুরআনের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত- فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ‘তোমরা যদি না জান, তবে যারা জানে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা কর’ (নাহল ১৬/৪৩)।

অত্র আয়াতে আহলে যিকর বলতে মুজতাহিদ আলেমদেরকে বুঝানো হয়েছে। দেহের চিকিৎসার জন্য অনেক চিকিৎসকের মধ্য হ’তে আস্থার ভিত্তিতে যেমন একজনকে নির্বাচন করা হয়, তেমনি রূহের চিকিৎসার জন্য অনেক আলেমের মধ্য হ’তে আস্থার ভিত্তিতে একজনকে নির্বাচন করতে হয়। এটাই যুক্তির কথা। আল্লাহর কালামের তাৎপর্যও তাই। একাধিক চিকিৎসকের দ্বারা একই সময়ে চিকিৎসা করালে রুগীর অবস্থা করুণ হ’তে বাধ্য। ঠিক তদ্রূপ একাধিক মাযহাব মানলে সাধারণ মানুষ দুনিয়ার লোভ ও মোহে পড়ে আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে নিজের নফসের তাবেদারী বা অনুসারী হয়ে পড়বে। এ জন্যই নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মানতে হবে। দেখুন, সাহাবায়ে কেরামও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে এক খলীফার তাকলীদ করেছেন। মাদীনাবাসী আনছারগণও এক হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাঃ)-এর তাকলীদ করেছেন। এতে সাধারণ মানুষ নফসের অনুকরণ করার সুযোগ পায় না। ফলে দ্বীনের শৃঙ্খলা রক্ষা পায়।

একাধিক মাযহাব মানলে বা মানার অনুমতি দিলে মানুষের ধর্ম পালন একটা খেলনার বস্তুতে পরিণত হতে বাধ্য। এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) (মৃ. ১৯৪৩ ঈসায়ী, দেওবন্দ, ভারত) বলেন, এধরনের ক্রিয়াকর্মকে প্রশ্রয় দেয়া হলে ধর্মকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করার বিস্তর সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রতিটি ব্যাপারেই কোন না কোন মাযহাবে আত্মতুষ্টিমূলক বিধান তো পাওয়া যাবেই। তাই বলে, নিজের সুবিধামত মাযহাবের অনুসরণ কি প্রবৃত্তি পূজার সমর্থক হবে না?[২৪]

প্রিয় পাঠক! মাযহাবীদের ওপেন চ্যালেঞ্জের নমুনা অবলোকন করুন, তাদের উপথাপিত চ্যালেঞ্জ পত্রে কুরআনের সঠিক মর্মার্থের পরিবর্তে রয়েছে মনগড়া অপব্যাখ্যা। অতঃপর অবাঞ্ছিত খোঁড়া যুক্তি, অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম মিথ্যাচার। মাযহাবীগণ তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছাহাবীগণকেও মাযহাবী ও মুক্বাল্লিদ বানিয়েছে। ছাহাবীদের সেই মাযহাবের অনুসরণীয় ইমামের নাম হিসাবে আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫] এক্ষণে মাযহাবী ভাইদের প্রতি সবিনয় জিজ্ঞাসা, আপনাদের উপরোক্ত কথামালা যদি সত্যিই হয় তাহ’লে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মাযহাব না মেনে আপনারা ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)-এর মাযহাব মানছেন কেন? তাহ’লে কি ইমাম

২৪. আহলে হাদীছের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ, ১৫২-১৫৩ পৃঃ।
২৫. ঐ, পৃঃ ১৫০।

আবু হানীফা (রহঃ) আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইমাম; শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ?

মাযহাবীদের অভিমত অনুযায়ী 'আহলে যিকির' দ্বারা যদি শুধু নির্দিষ্ট এক ইমাম বা ইমাম চতুষ্টয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহ'লে তো আলোচিত আয়াতের বিধান ১৬১ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর জীবনকাল ৮০-১৫০ হিঃ, ইমাম মালেক হানীফা (রহঃ)-এর জীবনকাল ৯৩-১৭৯ হিঃ, ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর জীবনকাল ১৫০-২০৪ হিঃ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) জীবনকাল ১৬৪-২৪১ হিঃ। অর্থাৎ ইমাম চতুষ্টয়ের জীবনকাল মোট (৮০-২৪১ হিঃ)=১৬১ বছর। সেমতে فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ এ আয়াতের বিধান ৮০ হিজরীর পূর্বে এবং ২৪১ হিজরীর পরে অকার্যকর হয়ে পড়ে *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

'আহলে যিকির' দ্বারা যদি শুধু নির্দিষ্ট কোন এক ইমাম বা ইমাম চতুষ্টয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহ'লে প্রশ্ন থেকে যায় যে, নিত্য নতুন সমস্যায় পড়ে তাঁদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করব কিভাবে? তাঁরা তো মারা গেছেন।

এ প্রশ্নের জবাবে মাযহাবী ভাইগণ হয়ত বলবেন, তাঁদের রচিত কিতাব থেকে ফৎওয়া গ্রহণ করবেন। এক্ষণে প্রশ্ন এসে যায় যে, তারা তো প্রায় এক হাযার দু'শ' বছর পূর্বে গত হয়ে গেছেন। এরপর সময়ের প্রেক্ষাপটে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এবং হবে মহাপ্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত। তাহ'লে সে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কাদেরকে জিজ্ঞেস করব?

সারকথা :

আলোচিত আয়াতটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হ'লেও কুরআন সার্বজনীন মহাগ্রন্থ। বিধায় এর বিধান ব্যাপকতার দাবী রাখে। আর তা নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়ে সর্বকালের হক্বপন্থী মুজতাহিদ ও আলেমগণ আহলে যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদের দুয়ার ক্বিয়ামত অবধি খোলা থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 'কোন বিচারক বিচার করেন ও ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে তার জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। আর বিচারক বিচার করে ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি নেকী'।[২৬]

উক্ত হাদীছ কোন বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান কল্পে প্রত্যেক যুগের মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করতে পারবেন।

---

২৬. বুখারী হা/৭৩৫২, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায় 'বিচারক ইজতিহাদে সঠিক করুক বা ভুল করুক তার প্রতিদান পাবে' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৭১৬।

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া

দ্বীনদার-পরহেযগার ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্ধান এবং বিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণ করুন অথবা নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফরম আমাদের অফিস অথবা ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করুন।

রেজিস্ট্রেশন ফী : ৫০০ টাকা

যোগাযোগের সময়

প্রতিদিন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত

ঠিকানা

তাওহীদ ম্যারেজ মিডিয়া

নওদাপাড়া মাদরাসা (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭০৭-৬৬৬৬১৪ (বিকাশ)।

ইমেইল : tawheedmarriagemedia@gmail.com

ওয়েব লিংক : www.at-tahreek.com/tmmedia

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

আল্লাহ্‌র জন্যই একনিষ্ঠতা

যে কোন আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়ার শর্ত হ'ল তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হওয়া *(যুমার ৩৯/২)*।

সৎ কাজের মধ্যে লৌকিকতা আসলে সেটি আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না। এজন্য হাদীছে রিয়া বা লোক দেখানো আমলকে ছোট শিরক বলা হয়েছে *(আহমাদ হা/১৯৬২২; ছহীহ তারগীব হা/৩৬)*। এ মর্মে নিম্নে একটি গল্প পেশ করা হ'ল-

পুত্র : আপনি দাতা সংস্থায় যে অর্থ দান করেছেন, তা থেকে আমরা জনগণকে দান-ছাদাক্বা করেছি। যখন তারা আমাকে দাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তখন আমি আপনার নাম বলেছি।

পিতা : বেটা, আমি কি তোমাকে এ নির্দেশ দেইনি যে, মানুষকে অর্থ দিয়ে দানকারীকে কেউ চিনে ফেলার পূর্বেই সেখান থেকে প্রস্থান করবে?

পুত্র : আব্বা, আমি ভাবলাম দাতা ও পরহেযগার ব্যক্তি হিসাবে সমাজে আপনার নামটা ছড়িয়ে পড়ুক। আর লোকজন আপনার কাছ থেকে বদান্যতা ও দানশীলতার তা'লীম গ্রহণ করুক।

পিতা : বৎস, যে রিয়া (লৌকিকতা) সমস্ত নেকী ও সৎ আমলকে নস্যাৎ করে দেয়, সে রিয়াকে আমি কখনো প্রশ্রয় দিতে পারি না।

পুত্র : আপনাকে কে বলেছে যে, আল্লাহ্‌র দেয়া মাল থেকে আপনি দান-ছাদাক্বা করবেন আর তা রিয়া বা লোক দেখানো হবে? বরং আমি তো মনে করি আপনার দানশীলতা জনগণের মাঝে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আর সেখান থেকে জনগণ উৎসাহিত হয়ে আরো বেশী বেশী দান করবে। জাতির খেদমতে আপনার দরাজদিল মানসিকতা আরও প্রতিফলিত হবে। মানবতার কল্যাণে সদাজাগ্রত পৌরুষ, সুখ্যাতি ও আপনার হৃদয়ে লুক্কায়িত ও লালায়িত স্বপ্নের মডেল হয়ে জাতির মাঝে আপনি সদা-সর্বদা সম্মানিত ও বরিত হবেন।

পিতা : আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, এটাই তো আসল রিয়া! তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছ, তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ। মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর। আমি তো এমনটি চাইনি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

পুত্র : আব্বা, আমি কিভাবে আপনার ক্ষতি করে ফেললাম? আমি তো শুধু আপনার কল্যাণই চেয়েছি। যদি নিয়ত ঠিক থাকে আর দুনিয়ার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কিছু থেকেই থাকে তাহ'লে সেটা আবার আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণ হ'তে যাবে কেন?

পিতা : যদি বান্দার কোন কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও খুলূছিয়াত না থাকে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোন কিছুই কবুল করেন না। কেন, তুমি কি শহীদ, আলেম ও দাতার হাদীছ শোননি, যাদেরকে তাদের অহংকারের কারণে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে?

পুত্র : আমি আশা করি, আপনার শিক্ষা ও পথনির্দেশ আমাকে ধন্য করবে। কেননা আপনার নছীহত ও পথর্নিদেশই পিপাসা নিবারণের সুমিষ্ট পানির চেয়েও অতীব প্রয়োজনীয় প্রেসক্রিপশন স্বরূপ, যা আমার জ্ঞানহীন তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের পিপাসা মিটাবে।

পিতা : একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর চতুষ্পার্শ্বে বসা ছাহাবীগণ তাঁর হাস্যোজ্জ্বল সকালের শুভ্র চেহারার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে নিজেদের পিপাসার্ত অন্তরগুলোকে সিক্ত করছিলেন। এ সময়ে তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদকে দিয়ে বিচারকার্য শুরু করা হবে। একজন বললেন, শহীদের মাধ্যমে বিচারকার্য শুরু হবে কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? আমরা আপনার কাছ থেকেই তো শহীদের সুউচ্চ মর্যাদার কথা শুনেছি, আর আপনি তো আমাদেরকে অনুরূপ শিক্ষাই দিয়েছেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ তাকে দিয়েই...। মহান আল্লাহ্‌র কাছে একজন শহীদকে আনা হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতসমূহ স্মরণ করানো হবে। জিজ্ঞাস করা হবে, দুনিয়াতে তুমি কি আমল করেছিলে? লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তোমার পথে লড়াই করেছি, জানবাজি রেখে হক্বের পতাকাকে উড্ডীন করেছি, বাতিল মত ও পক্ষকে প্রতিহত করে তোমার দ্বীনকে সমুন্নত করতে গিয়ে শহীদ হয়েছি।

তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। কিন্তু তুমি তো জিহাদ করেছ শুধুমাত্র এজন্য যে, মানুষ তোমাকে বীর বলবে। আর তোমার প্রাপ্য দুনিয়াতেই তুমি পেয়ে গেছ। আমার কাছে আগুন ছাড়া তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। তুমি জান না বান্দার কোন কাজে খুলূছিয়াত ও আমার সন্তুষ্টি ছাড়া আমি তা কবুল করি না। (আল্লাহ বলবেন,) অপরাধীকে ধর। অতঃপর লোকটিকে টেনে-হেঁচড়ে অপমানিত-লাঞ্ছিত অবস্থায় উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর তিনি একজন আলেমের উদাহরণ পেশ করেন, যিনি নিজে ইলম শিখেছিলেন ও মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকজন তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। তিনি তাদের মাঝে উঁচু দরের মানুষ বনে গেলেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে তারতীল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আর মানুষ তার কণ্ঠে বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যেত। জনগণ তাদের প্রিয় পাত্রকে বার বার পেতে চাইল। আর তিনিও তাদের ডাকে বার বার সাড়া দিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি

করে ফেললেন। তবুও তিনি এ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন, যা তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষ তার থেকে উপকৃত হ'ল। কিন্তু নিজে বিদ্যা শিক্ষা দেয়া-নেয়ার বদলে সুনাম-যশ, প্রতিপত্তি ও অঢেল সম্পদের দোলাচলে পড়ে আমলে ছালেহের সামান্যতম গুরুত্ব তার নিকটে আর বাকী রইল না।

আলেম ব্যক্তিকে ফেরেশতারা ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট দাঁড় করাবেন। তাকে আল্লাহ ছোট-বড় যাবতীয় নে'মতের কথা স্মরণ করাবেন। লোকটি অকপটে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নে'মতের কথা স্বীকার করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রশ্ন করবেন যে, তুমি দুনিয়ায় থাকতে আমার জন্য কি পাঠিয়েছ? তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছ? লোকটি বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি এবং তা অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। তারতীলসহ সুললিত কণ্ঠে কুরআনও পড়েছি, এ সবই করেছি একমাত্র তোমাকে রাযী-খুশি করার জন্য, তোমার জান্নাত পাওয়ার জন্য। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি ইলম অর্জন করেছ মানুষ তোমাকে আলেম বলবে, সুমিষ্ট কণ্ঠে কুরআন পড়েছ, মানুষ ক্বারী বলবে এ জন্য। তুমি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলে। মানুষের প্রশংসা তোমার চাওয়া ছিল। তারা তোমার সে আশা পূর্ণ করেছে। (তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন,) একে ধর, পাওড়াও কর। তাকে টেনে হেঁচড়ে মুখের উপর ভর দিয়ে অপমানিত-লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণের সামনে একজন সম্পদশালী ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করলেন। যাকে আল্লাহ অঢেল সম্পদ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অঢেল টাকা, দীনার, দিরহাম, সুউচ্চ প্রাসাদ, জমি-জমা, পশু সম্পদ সহ সর্বপ্রকার সম্পদের মালিক বানিয়েছিলেন। সে গরীব-দুঃখীদের প্রচুর দান করত। মানুষের মাঝে পরহেযগার দানবীর হিসাবে তার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরহেযগার দানবীর পদবী তার আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সে আরো বেশী দান-খয়রাত করতে শুরু করল। কিন্তু সে তার অনুগত ব্যক্তিদের খোঁটাও দিত। প্রতিটি মজলিসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি দানের সুনাম-সুখ্যাতি ও গুণকীর্তনের কোন কমতি ছিল না।

দানবীরকে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে ফেরেশতারা নিয়ে আসবেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিবে।

তাকে বলা হবে, আমি তোমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছিলাম, তা থেকে তুমি কি পরিমাণ দান-খয়রাত করেছ? লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! তোমার পসন্দনীয় এমন কোন পথ বা ক্ষেত্র নেই, যেখানে আমি দান করিনি। আর আমি যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করেছি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্যই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বলুক 'সম্মানিত দানবীর'। সে উপাধিতো তুমি পেয়েই গেছ। আমার নিকট তোমার কিছু প্রাপ্য বাকী আছে কি? যে ব্যক্তি প্রশংসা, সুখ্যাতি-সুনাম শুনতে চায়, তাকে আল্লাহ তা'আলা তা শুনিয়ে দেন এবং যে রিয়ার পথ অন্বেষণ করে অবশেষে সে তাই-ই পায়, যার জন্য সে অপেক্ষমাণ। (আল্লাহ বলবেন) তাকে ধর এবং জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।

শাস্তির ফেরেশতা তাকে টানতে টানতে মুখের উপর ভর দিয়ে লাঞ্ছিত, অপদস্থ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। *(মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫-এর আলোকে)*।

হাদীছটি শুনানোর পর পিতা কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। দেখতে লাগলেন পুত্রের প্রতিক্রিয়া। তিনি তার পুত্রকে চিন্তিত ও শংকিত, হতবিহ্বল ও নিশ্চুপ দেখলেন; তার মাথায় যেন পাখি বসে আছে।

অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! এতক্ষণে বুঝলে তো আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়ার জন্য কেমন রিয়ামুক্ত বিশুদ্ধ আমল হওয়া চাই? শুনলে তো লোক দেখানো আমলকারীদের পরিণতি? বিজ্ঞ পিতার প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক উত্তরে ছেলে নিশ্চুপ, নির্বাক...।

-মুখতারুল ইসলাম
বাউসা হেদাতীপাড়া,
বাঘা, রাজশাহী।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

কবিতা

সত্যের আলোয়

মুহাম্মাদ সাজিদুর রহমান
কোনাবাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

অজ্ঞতার বেশে সকল দেশে
এসেছিল যত যুলমত
অহী এসে অবশেষে
করে দিল কুপোকাত।
অহি-র বিধান চির অম্লান
মানব মহানবীর আদলে
খুঁজে পেলাম তাইতো এলাম
আত-তাহরীকের ছায়াতলে।
জ্বালিয়ে আলো ঘুচিয়ে কালো
হ'ল সত্যের আগমন
জাল-যঈফ আর শত মিথ্যাচার
করছে সমূলে দমন।
ডুবেছিল যত হকগুলো শত
ঘোর বাতিলের ছলে
মুক্তি পেল শান্তি এল
ছহীহ তরীকার বলে।
আত-তাহরীক সত্য-সঠিক
বহু তদন্তের দাবী
ইনশাআল্লাহ পড়লে বান্দা
দোজাহানে পাবে কামিয়াবী।

নওদাপাড়ার ইজতেমায়

মুছত্বফা কামাল
বুড়িমারী, লালমণিরহাট।

নওদাপাড়ার ইজতেমা সাড়া জাগালো দেশে
এসেছি সবাই নওদাপাড়ায় এ ইজতেমাকে ভালবেসে।
দু'দিনব্যাপী ইজতেমায় নেমেছে লাখো মুমিনের ঢল
দিচ্ছে দাওয়াত ছহীহ হাদীছের চল না সেথায় চল।
অনন্য এই মহামিলন নেইতো কোথাও আর
পথ ভোলাদের পথ দেখানো হৃদয়ে সাড়া জাগাবার।
নওদাপাড়ার ইজতেমায় শুনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী
তন্দ্রাহারা শ্রোতা বৃন্দের নেই শ্রান্তি নেইকো পেরেশানি।
রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে জ্বলছে দ্বীনের আলো
ঘুচবে দেশে শিরক-বিদ'আত তাক্বলীদের ঘোর কুয়াশা কালো।
টঙ্গীতেও ইজতেমা হয়, সেটা ছয় উছূলের জানি
দিল্লীর দেয়া ইলিয়াসী স্বপ্নে পাওয়া, কি করে তা মানি।
উরস চলে দেওয়ানবাগে, রাজারবাগে আর আটরশি ছারছিনা
যত পাপ হবে নাকি মাফ দিলে গুরুদক্ষীণা!
ফাযায়ালে যিকরের ইজতেমা দেশের যেলাগুলোতেও চালু
আমলে দেখি শূন্য সবই শুধু মরুভূমির মরিচীকা আর বালু।
নওদাপাড়ার ইজতেমা দেশে অহি-র বিধান কায়েম করতে চায়
অজানাকে দেয় জানিয়ে এ দাওয়াত সকলের তরে নির্দ্বিধায়।
আমীরে জামা'আতের এ মহাউদ্যোগ আল্লাহ তা'আলার দান
মঞ্চে আসীন সকলকে কর ক্ষমা দাওগো পরিত্রাণ।
সরকারকে ধন্যবাদ ইজতেমার অনুমতি দানের জন্য
জাল ঠেকাতে ছহীহ চালুতে সহযোগিতা করলে হব ধন্য।
নওদাপাড়ার এ ইজতেমা বিশ্বে হোকনা মডেল তাই
সন্ত্রাস আর জঙ্গী মুক্ত বাংলাদেশ মোরা সকলে চাই।
হরতাল, খুন, বোমাবাজি এসবে দেশে হয় না কল্যাণ কভু
কিসের আশায় এ দেশের লোকেরা এসব করে তবু?
ইসলামে নেই ফেরক্বাবাজী, হানাহানি ইজতেমার এ দাওয়াত খানি
যাক প্রতি ঘরে ঘরে সবার তরে শুধুই কুরআন-হাদীছ মানি।
ইজতেমায় উপস্থিত যারা অনুপস্থিতদের জানিয়ে দিবেন ভাই
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে সবাই মুক্তি যেন পাই।

জাগরণী

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

আয়রে তরুণ যুবক দল
জোর কদমে এগিয়ে চল
সঠিক পথে বাজিয়ে বিষাণ
নিশান ধর কষে।
আসবে পথে শতেক ভয়
ভয় কে তোরা করবি জয়
জয়কে জানিস সু-নিশ্চয়
থাকিসনে আর বসে।
সোনার ছেলে ধরিত্রীর
বল রেখে সব উচ্চ শির
কণ্ঠে নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবার।
ছড়িয়ে দেরে বিশ্ব-তল
অহি-র বাণী সু-নির্মল
নও মুজাহিদ এগিয়ে চল
দুরন্ত দুর্বার।
হস্তে নিয়ে সে সমশের
নাই বা আসুক ওমর ফের
খালিদ ইবনে ওয়ালীদ নাহি
এই ধরণী মাঝ।
তাই কিরে আজ যুবক দল
ইসলাম যাবে রসাতল?
নেই কি তোদের বুকের বল
সাজরে আজি সাজ।
সাজরে তোরা সাজরে সাজ
যাক ধ্বসে যাক জুলুমবাজ
জোরছে চালাও কুচ-কাওয়াজ
ধর কুরআন কষে।
লিল্লাহে তাকবীর রবে
উঠুক বিশ্ব কলরবে
বিশ্বের যত যালিমশাহীর
আসন যাক ধ্বসে।
আয়রে তরুণ যুবক দল
জোর কদমে এগিয়ে চল
সঠিক পথে বাজিয়ে বিষাণ
নিশান ধর কষে।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. আবু বকর (রাঃ)-কে।
২. হামযাহ (রাঃ)-কে।
৩. মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ)-কে।
৪. হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)।
৫. বেলাল (রাঃ)-এর।
৬. বেলাল (রাঃ)।
৭. তিন জন; বেলাল, আব্দুল বিন উম্মে মাখতূম ও আবু মাহযূরা।
৮. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিকট থেকে।
৯. উসাইদ বিন হুযায়ের (রাঃ)-এর।
১০. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. দু'টি। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর।
২. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
৩. ২৫শে এপ্রিল, ১৮৮৭ সালে।
৪. ১৮৮৮ সালে।
৫. কর্ণফুলী নদীর তীরে।
৬. বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার।
৭. মংলা সমুদ্র বন্দর।
৮. পশুর নদীর তীরে (বাগেরহাট)।
৯. ১লা ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে।
১০. চালনায়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন কোন ছাহাবী তাবূক যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত ছিলেন?
২. কোন ছাহাবী দো'আ করলেই আল্লাহ কবুল করতেন?
৩. জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর মধ্যে সবশেষে কার মৃত্যু হয়?
৪. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর মামা ছিলেন?
৫. কোন ছাহাবীকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কবি বলা হ'ত?
৬. কোন ছাহাবী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত?
৭. বদর যুদ্ধে কার তরবারী ভেঙ্গে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাতে একটি ডাল তুলে দেন এবং ডালটি তরবারির কাজ করে?
৮. কোন ছাহাবী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই।
৯. কোন ছাহাবীকে নবী করীম (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পূর্বে ওমরা করার অনুমতি দেন? তিনি প্রকাশ্যে তালবিয়া পড়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। কিন্তু মুশরিকরা বাধা দেয়ার সাহস পায়নি।
১০. সর্বপ্রথম কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে ইসলামী অভিভাদন সালাম জানায়?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. বাংলাদেশে প্রস্তাবিত তৃতীয় সমুদ্র বন্দরটি কোথায় স্থাপন করা হবে?
২. বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সর্বশেষ সমুদ্র বন্দরটি কোথায় স্থাপন করা হবে?
৩. বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর কোথায়?
৪. নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৫. মেঘনা নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত নদী বন্দর কোনটি?
৬. বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর কি কি?
৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও প্রধান স্থল বন্দর কোনটি?
৮. বেনাপোল স্থল বন্দর কোন যেলায় অবস্থিত?
৯. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর কোনটি?
১০. হিলি স্থল বন্দর কোন যেলায় অবস্থিত?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

চাঁদমারী, পাবনা ৪ঠা মার্চ, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় পৈল্যানপুর, চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার সভপতি মুহাম্মাদ তারিক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে রফীকুল ইসলামকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

আলোকিত জীবন

শামীমা আখতার
চকশুলবান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

নিশি যখন ভোর হবে
ছালাত পড়তে উঠতে হবে।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ব দিনে
জীবন-যাপন করব কুরআন-হাদীছ মেনে।
কুরআন পড়ি হাদীছ পড়ি
আলোকিত জীবন গড়ি।
আল্লাহ্র পথে করব জিহাদ
হাসি মুখে বরণ করব শাহাদত।
ছিয়াম রাখব মাহে রামাযানে
অহি-র বিধান কায়েম করব সার্বিক জীবনে।
যাকাত প্রতিষ্ঠিত করব সমাজে
ধনী-গরীবের বিভেদ থাকবে না দেশে।

এফ.আর. ইলেকট্রনিক্স
F.R. ELECTRONICS

ডিভিডি, ভিসিডি, ফ্রিজ, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট, ফ্যান, ক্যালকুলেটার, রেডিও এবং যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

যোগাযোগ : ১২০, শাহ্ মখদুম মার্কেট জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৮১৫৯০২, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩।

Contents

স্বদেশ

বাংলাদেশে প্রথম টেস্টটিউব পদ্ধতিতে দু'টি বকনা বাছুরের জন্ম

টেস্টটিউব পদ্ধতি ব্যবহার করে মানব শিশু জন্মগ্রহণের কথা অহরহ শোনা গেলেও বাংলাদেশে এই প্রথম গাভীর শরীরে টেস্টটিউব পদ্ধতি ব্যবহার করে সফল হয়েছে একদল বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। গবেষণায় উৎপাদিত ভ্রূণ থেকে ২টি সুস্থ ও সবল টেস্টটিউব বকনা বাছুর জন্মগ্রহণ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিজ্ঞানীরা। গত ৫ই মার্চ শনিবার বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে টেস্টটিউব পদ্ধতিতে দু'টি বকনা বাছুর জন্মগ্রহণ করে। দেশে প্রাণীসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের জীব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিভাগের গবেষকগণ গরুর জাত উন্নয়নের জন্য গত চার বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে অবশেষে এই সফলতা অর্জন করেন। এই পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল দাতা গাভীর ডিম্বাশয় থেকে অপরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরিপক্ককরণ, নিষিক্তকরণ এবং কালচার করা হয়। ফলে যেখানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একটি গাভী থেকে বছরে একটি বাচ্চা পাওয়া যায়, সেখানে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একটি অধিক উৎপাদনশীল গাভী থেকে বছরে ন্যূনতম ২০-২৫টি বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বিশ্বজুড়ে তোলপাড়

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮০৮ কোটি টাকা চুরি

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার বা প্রায় ৮০৮ কোটি টাকা চুরি হয়েছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সুইফটের সংকেতলিপি (কোড) থেকে মোট ৯৫ কোটি ডলার স্থানান্তরের ৩৫টি 'পরামর্শ' পাঠানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে। অতঃপর সেখান থেকে কার্যকর হয় মোট ৫টি পরামর্শ। তাতে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনে দু'টি ব্যাংকে। অতঃপর সেখান থেকে তার বড় অংশ চলে যায় শেষোক্ত দেশটির ক্যাসিনো বা জুয়ার মার্কেটে। যেখানে গেলে তা ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম। বাকি প্রায় ৭ হাযার ৬০০ কোটি টাকার ৩০টি পরামর্শে সন্দেহ হওয়ায় তা আটকে দেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ৫ই ফেব্রুয়ারী ঘটনাটি ঘটলেও তা প্রকাশ পায় ২৯ ফেব্রুয়ারী ফিলিপাইনের ইনকোয়েরার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের মাধ্যমে। এরপরই বাংলাদেশ সহ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তা ফলাও করে প্রকাশ পায়। এর পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান পদত্যাগ করেছেন এবং আরো কয়েকজন কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটির তদন্তে সিআইডি, এফবিআই সহ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা করছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ফিলিপাইনের রিজাল ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তা এ ঘটনার সাথে জড়িত এবং প্রায় ১ বছর পূর্ব থেকেই এ ব্যাপারে প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ লুটের এমন ঘটনা ঘটেনি।

বিদেশ

রাশিয়ায় 'ঈশ্বর নেই' বলায় জেলের মুখে!

'ঈশ্বর আছে' বললে যে দেশটিতে এক সময় অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হ'ত, সেই রাশিয়ায় এখন ঈশ্বর নেই বলায় জেলে যেতে হচ্ছে এক ব্যক্তিকে। বিশ্বাসীদের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে ভিক্টর ক্রাসনভ নামে ঐ ব্যক্তির বিচার শুরুর কথা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঈশ্বর বলে কিছু নেই লিখেছিল সে। সে আরো লিখেছে, বাইবেল কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দুই বক্তব্য ধরে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে তাকে এক বছর জেল খাটতে হবে। সেই সঙ্গে জরিমানা ও বাধ্যতামূলক শ্রমের শাস্তিও হ'তে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে পুঁজিবাদী পথে আসা রাশিয়ায় ২০১৩ সালে 'পুসি রায়ট'-এর পর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত অপরাধ হিসাবে গণ্য হচ্ছে। বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্রেফ মানুষের কল্পনা বলে মনে করা হয়।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে ১ কোটি ৬০ লাখ লোক অনাহারের সম্মুখীন

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডব্লিউএফপি বলেছে, এল নিনোর প্রভাবে খরায় আক্রান্ত হয়ে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ অনাহারের সম্মুখীন। এ সংখ্যা বেড়ে ৫ কোটিতে দাঁড়াতে পারে। আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রতি দুই থেকে সাত বছর পর অনাবৃষ্টি বা খরার কারণে ফসল বিনষ্ট হয়। তবে ২০১৫ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেশী ছিল, যা তাদের চরম খাদ্য সঙ্কটে ফেলেছে। আফ্রিকার এ অঞ্চলটি ভৌগলিকভাবে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এল নিনোর দ্বারা প্রভাবিত।

সপ্তম শতকে মুসলিম-খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বসবাস ছিল ইউরোপে!

ইউরোপে মুসলিম-খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে বসবাস করত বলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘ গবেষণায় ফ্রান্সের নৃবিজ্ঞানীরা সম্প্রতি দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে খুঁজে পেয়েছেন সেখানকার মুসলিমদের প্রাচীনতম কয়েকটি কবর। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো শুধু ফ্রান্সেরই নয়, পুরো ইউরোপে মুসলিমদের প্রাচীনতম সমাধি হ'তে পারে। এগুলো পাওয়া গেছে খ্রিস্টানদের সমাধি সিমেট্রির বাইরে। ফ্রান্সের নৃবিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন ম্যাগাজিন প্লাস ওয়ান এ নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। দেশটির নিমস শহরের কবরগুলোতে পাওয়া কয়েকটি কঙ্কাল পরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, লাশগুলোকে মক্কার দিকে মুখ করে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কঙ্কালগুলোর রেডিওকার্বন পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে, এর হাড়গুলো সপ্তম অথবা অষ্টম শতকের। এ নিয়ে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, মৃত মানুষগুলোর পূর্বপুরুষরা ছিল উত্তর আফ্রিকার বার্বার জনগোষ্ঠী। এ বিষয়গুলো নতুন করে প্রশ্ন তৈরী করেছে, মুসলিমরা আসলে কখন পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। ১৪৯২ সাল পর্যন্ত আইবেরীয় উপদ্বীপে বিদ্যমান ছিল মুসলিম শাসন। পাশ্চাত্যে মুসলিমদের প্রবেশ এবং শাসনকার্য পরিচালনার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ফ্রান্সের জাতীয় নৃবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষক এবং এই গবেষণা প্রকল্পের প্রধান ইভেস গ্লেজি এ বিষয়ে বলেন, আগে থেকে আমাদের ধারণা ছিল, মুসলিমরা অষ্টম শতকের দিকে ফ্রান্সে প্রবেশ করে থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ ছিল না। কবরে প্রাপ্ত হাড় এবং কবরের মাটি পরীক্ষা করে গবেষকরা তাদের প্রতিবেদনে বলেছেন, কয়েক শতক ধরে

ইউরোপের অনেক জায়গায় মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা একই সঙ্গে বসবাস করেছে। একসঙ্গে কাজকর্ম করেছে এবং একই সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে জীবনযাপন করেছে।

চেক বিশ্ব সুন্দরীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

চেক প্রজাতন্ত্রের সাবেক বিশ্ব সুন্দরী মার্কেটা কোরিনকোভা খ্রিষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং নিজের নাম বদল করে রেখেছেন মরিয়ম। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, এতদিন খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী হিসাবে জীবন যাপনের জন্য আজ তিনি অনুতপ্ত। তিনি জানান, ইসলাম ধর্মে নারীকে দেয়া অধিকার ও মর্যাদা তাকে এই ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। দুবাইয়ে এক প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা জানান। একজন বিখ্যাত প্রোডাকশন ডিজাইনার, সুপার মডেল ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মার্কেটা কোরিনকোভার এই ঘোষণা তার ভক্ত-অনুরক্তদের বিস্মিত করেছে। মিস ওয়ার্ল্ড খেতাব পাওয়ার পর তিনি বিরাট উচ্চতায় উঠে যান এবং আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। আর বিপুল বিত্তের মালিক হন। কিন্তু তার ভাষ্য, সবকিছু পাওয়া সত্ত্বেও তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে তিনি সবকিছুই করেছেন। মদ্যপান, গান-বাজনা, জুয়া খেলা, খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনা কি করেননি! কিন্তু কোথাও মানসিক শান্তি খুঁজে পাননি। অতঃপর শুরু করেন ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা। তিন বছরের নিরন্তর গবেষণায় তার চোখ খুলে যায়। মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দেশ ছেড়ে দুবাইয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তার মতে, ইসলামই নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে আর পশ্চিমা বিশ্ব স্বাধীনতার নামে মহিলাদের নিয়ে খেলা করছে।

তিনি অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তার মনের মধ্যে একটি বোঝা অনুভব করছিলেন এবং কোন কারণ ছাড়াই তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ইসলামের পবিত্র কালেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই অস্থিরতা নিমিষেই দূর হয়ে যায়। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

[আমরা উক্ত বোনটিকে আমৃত্যু ইসলামের উপর দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করছি। সাথে সাথে যে দুবাই এখন বিদেশী নগ্ন নারীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সেই দুবাই এসে একজন নও মুসলিম বিদেশী নারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এতে দুবাইয়ের মুসলিম শাসকরা নগ্নতার বিরুদ্ধে কঠোর হবেন কি? (স.স.)]

চীনে দুর্নীতির কারণে ৩ লাখ কর্মকর্তার সাজা

চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি জানিয়েছে, দুর্নীতির কারণে ২০১৫ সালে দেশটির প্রায় ৩ লাখ সরকারী কর্মকর্তাকে সাজা দিয়েছে চীনা কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে ২ লাখ কর্মকর্তাকে অপেক্ষাকৃত কম সাজা দেয়া হয়েছে। বাকি ১ লাখ কর্মকর্তাকে চরম সাজা দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে আগামীতে আরো ৮০ হাযার সরকারী কর্মকর্তার নাম দুর্নীতির তালিকায় রাখা হয়েছে। এদের সাজা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হবে বলে জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ক্ষমতায় এসেই দেশজুড়ে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করেন। চীনা রাষ্ট্রপতির অন্যতম এজেণ্ডা ছিল দুর্নীতি দমন করা। আর এই অভিযানে এসব দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তাদের নাম একে একে উঠে আসে। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে বহু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও ইতিমধ্যে ফেঁসে গেছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, জিনপিংয়ের মত শক্তিশালী ও নীতিবান নেতৃত্বের কারণেই দলীর সরকার হওয়া সত্ত্বেও এভাবে শাস্তি প্রদান সম্ভব হচ্ছে। কারণ চীনের প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিংয়ের মতো শক্তিমান নেতা গত কয়েক দশকের মধ্যে চীনের দৃশ্যপটে আর আসেননি। যিনি পার্টির প্রয়াত শীর্ষস্থানীয় ও ত্যাগী নেতা শি জোংশুন-এর সন্তান এবং অল্প বয়স থেকে দলটির বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

ব্রিটেনে ৯০ শতাংশ নারী যৌন হয়রানির শিকার

ব্রিটেনে ৯০ শতাংশ নারীই রাস্তায় যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। দেশটির প্রতি দশ জন নারীর মধ্যে নয় জনই ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে রাস্তায় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ও যৌন নির্যাতনবিরোধী সংগঠন 'হলাব্যাক' পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে ব্রিটেন ছাড়াও বিশ্বের ২২টি দেশে রাস্তায় যৌন হয়রানির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ৯০ ভাগ ব্রিটিশ নারীই জানিয়েছেন তারা ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে রাস্তায় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। আর এই সংখ্যা যৌন হয়রানির আন্তর্জাতিক যে হার রয়েছে তার চেয়ে গড়ে ৮৪ শতাংশ বেশি। জরিপে অংশ নেয়া আট থেকে ৮৭ শতাংশ ব্রিটিশ নারী জানিয়েছেন, ভ্রমণের সময় যৌন হয়রানির কারণে তারা তাদের গাড়ির রুট পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। একই কারণে রাস্তা পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন ৭২ শতাংশ আমেরিকান নারী। ৬৭ শতাংশ ব্রিটিশ নারী জানিয়েছেন, যৌন হয়রানির কারণে তারা তাদের পোশাক পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় একই ঘটনা ঘটেছে ৮০ শতাংশ নারীর বেলায়। আর ৮০ শতাংশ ভারতীয় নারী জানিয়েছেন, যৌন হয়রানির ভয়ে তারা রাতে রাস্তায় বের হ'তে চান না। ১৬ হাযার নারীর উপর পরিচালিত ঐ জরিপে দেখা গেছে, বেশিরভাগ নারীই বয়ঃসন্ধিকালে রাস্তায় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

[এর পরেও তারা সভ্যতার দাবী করে কোন লজ্জায়। ধিক ঐসব প্রগতিবাদীদের। দ্রুত তওবা করে ফিরে এস ইসলামের পথে (স.স.)]

নিউইয়র্কের মুসলমানদের কবর দেওয়ার জায়গা নেই!

নিউইয়র্কে ৬ থেকে ১০ লাখ মুসলিমের বাস হ'লেও তাদের জন্য কোন কবরস্থান নেই। নিউজার্সির স্টেট মেমোরিয়াল পার্ক সেমিট্রিসহ দু'একটি সমাধিক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য অল্পস্বল্প যে জায়গা আছে, সেখানে লাশ দাফনে ৬ থেকে ১৪ হাযার ডলার গুনতে হয়। তাই বেশিরভাগ মুসলিমকেই খুঁজতে হয় বিকল্প উপায়। ফিলিস্তীনী আমেরিকান নাগরিক নূরুদ্দীন বলেন, আমাদের এখানে মরার সামর্থ্য নেই। কারণ এখানে মুসলমান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে দাফনের খরচ যোগানোই কঠিন। আমরা যাতে নিজস্ব একটি কবরস্থান পাই, সেজন্য নিউইয়র্কের মুসলিম সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসা উচিত।

সম্প্রতি এমনি একটি ঘটনার অবতারণা হয়েছে এখানে। আলী নামে জন্মগত এক ইরানী পুরুষ মৃত্যুবরণ করলেও তাকে দাফন করার সামর্থ্য নেই তার রুশ স্ত্রী সেভতলানার। তাই তার লাশ কবরস্থ হ'তে চলে যাবে ইরানে। দেশটির মুসলিম দাফন বিভাগের প্রেসিডেন্ট আহমাদ কারগীর মতে, যুক্তরাষ্ট্রে শেষকৃত্য নিয়ে রীতিমতো বাণিজ্য হয়, থাকে নানা আয়োজন। এখানে প্রথাগত একটি দাফনানুষ্ঠানে ৬ থেকে ৫০ হাযার মার্কিন ডলার পর্যন্ত খরচ হয়। কিন্তু ইসলামে এত খরচকে অপচয় হিসাবে দেখা হয়। তাই অধিকাংশের পক্ষে এ খরচ করা সম্ভব হয় না।

[গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দেশ আমেরিকায় মুসলমানদের মৃত্যুর পরেও দাফনের অধিকার নেই। কি চমৎকার সভ্য দেশ! ধিক শত ধিক তোমাদের জন্য (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

মিসরীয় পার্লামেন্টে আসছে নেকাব নিষিদ্ধের বিল

নেকাবের বিরুদ্ধে মিসরের পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপিত হ'তে যাচ্ছে। নারীদের মুখ ঢেকে রাখে, এমন পোশাক পাবলিক প্লেসে পরা নিষিদ্ধ করতে আইনের খসড়া তৈরী করা হয়েছে। মিসরের পার্লামেন্টে নতুন এই আইনটি পাস হ'লে পাবলিক প্লেস ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে নেকাব পরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এ আইনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী দেশটির পার্লামেন্ট সদস্য ও আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক আইনের অধ্যাপক দাবী করেন, নেকাব পরতে ইসলামে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই সংস্কৃতিটি অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে এসেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের ইহূদীদের ঐতিহ্য ছিল এটি। এছাড়াও নারীদের মুখ ঢেকে রাখার বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তিনি আরো বলেন, এর বদলে কুরআনে শালীন পোশাক পরতে ও চুল ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে, কোথাও মুখ ঢাকতে বলা হয়নি। গত কয়েক বছরে মিশরের বিভিন্ন স্থানে নেকাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। গত মাসে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় তার চিকিৎসা অনুষদের ডাক্তার ও নার্সদের নেকাব পরা নিষিদ্ধ করে। বহু পশ্চিমা দেশ নেকাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও মুসলিম বিশ্বের খুব কম দেশেই এটি নিয়ে বিতর্ক আছে।

[আমরা ঐ অধ্যাপকটির হেদায়াত অথবা ধ্বংস কামনা করছি। যার কারণে আজ নেকাব নিষিদ্ধের বিল উঠেছে ও তা পাস হ'তে যাচ্ছে। যার ফলে হাযার হাযার পর্দানশীন নারী বিপদগ্রস্ত হবেন। আমরা মিসরীয় সরকারকে এই অন্যায় বিল পাস করা থেকে বিরত হবার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

সঊদী ডাক্তারদের সাফল্য

১০ ঘণ্টার অপারেশনে পৃথক হ'ল যমজ মাথা

সিরীয় দুই যমজ শিশুর মাথা জন্ম থেকে একে-অপরের সাথে লাগানো, তাদের মাথা বিস্ময়কর অপারেশনের মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে। মাথা একসাথে লাগানো থাকলেও তাদের দু'জনের পৃথক পৃথক মস্তিষ্ক রয়েছে। ফলে এই দীর্ঘ ও জটিল অপারেশন সফল হয়েছে। তুক্বা ও ইয়াক্বীন নামের এই দুই শিশুর অপারেশনের জন্য ২২ জন ডাক্তার এবং সেবিকা নিযুক্ত ছিল। টানা ১০ ঘণ্টা অপারেশনের পর এ সফলতা আসে। গত ৬ই মার্চ সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং আব্দুল আযীয মেডিক্যাল সিটিতে শিশু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এ অপারেশন করা হয়। এটি মূলত এই শিশু দু'টির উপর চতুর্থবার এবং শেষবার অপারেশন ছিল। ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে এদের উপর প্রস্তুতিমূলক সার্জারী শুরু হয়। প্রথমে শিশু দু'টির মস্তিষ্কের ধমনীগুলো পৃথক করা হয় এবং দুই মস্তিষ্কের মাঝখানে এক টুকরা সিলিকন স্থাপন করা হয়। তিন মাস পর দু'টি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী আরো কয়েকটি ধমনীসহ বেশকিছু রক্তনালী পৃথক করা হয়। অতঃপর অবশিষ্ট শিরা ও ধমনীগুলো মাথা আলাদা করার সময় পৃথক করা হয়। সঊদী আরবে ১৯৯০ সাল থেকে এই পর্যন্ত ১৮টি দেশের ৩৭ জন মানুষের এরূপ জটিল সার্জারী করানো হয়েছে। এসকল অপারেশনের খরচ সঊদী সরকার নিজেই বহন করে।

[সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং অসংখ্য ধন্যবাদ সঊদী ডাক্তারগণ ও সরকারের জন্য মানবসেবার এই অতুল্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। অন্যেরাও এর অনুসরণ করলে মানবতা উপকৃত হবে (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সবচেয়ে দূরবর্তী ছায়াপথ জিএন-জেড ১১

চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেয় এক মিনিট তিন সেকেণ্ড, সূর্যের আলো নেয় আট মিনিট। আর ছায়াপথ থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় নিল কয়েকশ' কোটি বছর। কি অবিশ্বাস্য! মহাকাশের শেষ কোথায়? মহাকাশ সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, হাবল টেলিস্কোপ একটি ছায়াপথ শনাক্ত করেছে যা ১৩ হাযার চারশ' কোটি আলোকবর্ষ দূরে। টেলিস্কোপের মাধ্যমে সন্ধান পাওয়া এ যাবৎকালের মধ্যে এটির দূরত্ব সবচেয়ে বেশী। এই ছায়াপথের নাম দেয়া হয়েছে জিএন-জেড ১১। প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্ব কেমন ছিল, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা ধারণা পাওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেশী। সম্প্রতি নাসা ছায়াপথটির প্রথম ছবি প্রকাশ করে।

[সূরা ফাতিহার শুরুতেই রয়েছে 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক'। অতএব মহাশূন্যে অবস্থিত অসংখ্য অজানা বিশ্ব সবই তাঁর অনন্য সৃষ্টি। এভাবে কুরআনী সত্য একে একে প্রকাশিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। অতএব হে মানুষ! আল্লাহতে বিশ্বাসী হও ও তাঁর ইবাদতে রত হও (স.স.)]

ঘ্রাণ নিয়ে ক্যান্সার শনাক্ত করতে সক্ষম কুকুর!

নতুন এক গবেষণা মানুষকে আশান্বিত ও বিস্মিত করেছে। আর তা হ'ল ঘ্রাণ নিয়ে ক্যান্সার শনাক্ত করতে সক্ষম কুকুর! এটি অনেক ক্ষেত্রে ল্যাব টেস্টের চাইতেও কার্যকরী বলে দাবী গবেষকদের। সম্প্রতি সিএনএন-এ প্রকাশিত হয়েছে এমনই এক প্রজাতির কুকুরের কথা। প্রতিবেদনে বলা হয়, লুসি নামের ঐ কুকুর প্রজাতিটি ক্যান্সার শনাক্তে ৯৫ শতাংশই সফল হয়েছে। একাজে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় টানা ৭ বছর ধরে। ফলে সে হয়ে ওঠে এই কাজে প্রায় বিশেষজ্ঞের মতোই। 'মেডিক্যাল ডিক্টেশন ডগ' নামে এক ব্রিটিশ সংস্থার হয়ে আরও ৭টি কুকুরের সাথে সে এখন ক্যান্সার চেনার কাজ অব্যাহত রেখেছে। এতে আরও বলা হয়, মানুষের যেখানে ঘ্রাণ নেওয়ার কোষের সংখ্যা ৫ মিলিয়ন, সেখানে কুকুরের এই কোষের সংখ্যা ৩শ' মিলিয়ন।

১৯৮৯ সালে প্রথম লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালের জনৈক চিকিৎসক প্রথম কুকুরের এই বিরল ক্ষমতার সন্ধান পান। এরপর দীর্ঘদিন ধরে চলছে এর গবেষণা। যদি সঠিকভাবে কুকুরদের দিয়ে এই কাজটি করানো যায়, তাহ'লে ক্যান্সার শনাক্তের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

[নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুকে আল্লাহ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন (লোকমান ২০)। কোনকিছুই তিনি বৃথা সৃষ্টি করেননি (আলে ইমরান ১৯১)। অতএব মানুষ যত আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করবে, তত বেশী তার জন্য নব নব কল্যাণের দুয়ার খুলে যাবে (স.স.)]

২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের অর্ধেক মানুষেরই চশমা লাগবে!

অপথালমোলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কম্পিউটারের উজ্জ্বল পর্দার দিকে তাকিয়ে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছে বর্তমান যুগের মানুষ। যুব বয়স থেকে শুরু করে প্রায় সব বয়সী মানুষ কম্পিউটার এবং স্মার্টফোনের মতো যন্ত্রের পর্দায় নিয়মিত দীর্ঘক্ষণ নিমগ্ন থাকে। যে কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাদের চোখে। আর তাই ২০৫০ সাল নাগাদ এই গ্রহের অন্ততপক্ষে ৫০% মানুষই চোখে চশমা কিংবা কনট্যাক্ট লেন্স নিতে বাধ্য হবে এবং ১০% গুরুতর দৃষ্টিক্ষীণতা (মাইওপিয়া) রোগে আক্রান্ত হবে। শুধুমাত্র কম্পিউটার ব্যবহার নয়, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য পরিবেশগত কিছু কারণও দায়ী হবে। যেমন পড়াশুনার অত্যধিক চাপ। বর্তমান ইউরোপে প্রায় ৫০ শতাংশ কিশোর-তরুণ দৃষ্টিক্ষীণতায় আক্রান্ত। অথচ তাদের পিতা-মাতার জীবনকালে ঐ বয়সীদের দৃষ্টিক্ষীণতার হার ছিল ২৫% এর কম।

এতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ এ সমস্যার ঝুঁকি এড়াতে ঘরের বাইরে বেশী সময় কাটানো ও যান্ত্রিক পর্দায় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা কমাতে হবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৬ সম্পন্ন

রাজশাহী ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী ২৬তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর বিকাল ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা'১৬-এর সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান এবং স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা'১৬ ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতে তিনি আল্লাহ্র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এজন্য যে, সারা দেশে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি এমনকি রাজশাহী মহানগরীর অনেক স্থানে বৃষ্টিপাত হ'লেও প্যাণ্ডেল ও তার আশপাশে সুন্দর আবহাওয়া বিরাজমান ছিল। অতঃপর তিনি সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান শফীকুল ইসলামের ও অন্যান্য মৃত কর্মীদের কথা বেদনাভরে স্মরণ করেন ও তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। অতঃপর তিনি তাবলীগী ইজতেমার গুরুত্ব ও বিশুদ্ধ তাবলীগের ফযীলত ব্যাখ্যা করে সকলকে নেকী উপার্জনে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি সকলকে পাঁচটি বিষয় মেনে চলার উপদেশ দেন এবং ইজতেমার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র নামে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপরে ১ম দিন রাত ২-টা পর্যন্ত বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান (কুমিল্লা), আব্দুল হালীম (রাজশাহী), মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ), ক্বারী সফীরুদ্দীন (ময়মনসিংহ)।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর দারুল হাদীছ জামে মসজিদে দরসে কুরআন পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (নওগাঁ)। একই সময় প্যাণ্ডেলে দরসে হাদীছ পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)। অতঃপর দুপুর ১২-টা পর্যন্ত বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য সমূহ পেশ করেন, মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), মাওলানা দুর্রুল হুদা (রাজশাহী), ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর) ও ইকবাল কবীর (নরসিংদী)।

অতঃপর ২য় দিন বাদ আছর হ'তে রাত সাড়ে ৩-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন, আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), মুহাম্মাদ আহসান (ঢাকা), নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), সিঙ্গাপুর প্রবাসী সংগঠনের প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা) অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), প্রফেসর ডঃ এ.কিউ.এম. বজলুর রশীদ (ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), অধ্যাপক দুর্রুল হুদা (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী (ঢাকা), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ) প্রমুখ।

এবারের তাবলীগী ইজতেমার উপস্থিতি ছিল বিগত সকল ইজতেমার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ফলে উদ্বোধনী ভাষণের সময়েই মূল প্যাণ্ডেল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর রাতে জায়গা না পেয়ে হাযার হাযার শ্রোতাকে প্যাণ্ডেলের বাইরে মহাসড়কে ও অন্যত্র খোলা আকাশের নীচে অবস্থান নিতে হয়। মহিলা প্যাণ্ডেলের অবস্থাও তথৈবচ। প্যাণ্ডেলে সংকুলান না হওয়ায় উঁচু প্রাচীর ঘেরা মহিলা মাদরাসা ক্যাম্পাসের সর্বত্রই মহিলাদের বসে বক্তব্য শ্রবণ করতে হয়েছে। বাইরের যেলাগুলি থেকে সর্বমোট ২৬৮টি রিজার্ভ বাস, ৩৯টি মাইক্রোবাস, ৩২৪টি ভটভটি ও ২৫০টি ইজিবাইক ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে ৫২টি সাংগঠনিক যেলার প্রায় সব যেলা থেকেই ট্রেন, বাস, মাইক্রো, মটর সাইকেল, বাই সাইকেল ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন যোগে হাযার হাযার মুছল্লী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব ও সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকেও অনেকে ভিসা নিয়ে ইজতেমায় যোগদান করেন। ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে বিদেশী শাখা সমূহের কর্মীগণ ইজতেমার সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম শোনেন ও দেখেন।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (সাতক্ষীরা), হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) ও ক্বারী মুনীরুল ইসলাম (রাজশাহী)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সাবেক প্রধান জনাব শফীকুল ইসলামের জ্যেষ্ঠ পুত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিব (জয়পুরহাট), আব্দুস সালাম (যশোর), আবু রায়হান (সাতক্ষীরা), আবুল হাসানাত (নারায়ণগঞ্জ) ও মুহাম্মাদ এনামুল হক (নওগাঁ) প্রমুখ। সমবেত কণ্ঠে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্রবৃন্দ, যথাক্রমে ওমর ফারূক (৯ম শ্রেণী), হাবীবুর রহমান (৮ম শ্রেণী), আব্দুল হাসীব (৫ম শ্রেণী), তাওহীদ (৫ম শ্রেণী), মীর বখতিয়ার (৫ম শ্রেণী), কাওছার (৫ম শ্রেণী), আবু সাঈদ (৪র্থ শ্রেণী) ও আব্দুল্লাহ শাকিল (হেফয বিভাগ)।

আমীরে জামা'আতের ১ম দিনের ভাষণ :

প্রথম দিন বাদ এশা রাত ৮-৫০ থেকে ৯-৪৫ পর্যন্ত ৫৫ মিনিটের ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আম্বিয়া ২৫ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, মানুষের দাসত্ব পাওয়ার হকদার কেবলমাত্র আল্লাহ। কাফের-মুশরিকরা এটা আল্লাহকে দিতে চায়নি। বরং তারাই বিভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে তাদের

দাস বানিয়েছিল। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে স্বীকার করলেও তাঁর বিধান সমূহকে অস্বীকার করে। এতেই শুরু হয় হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব। যা আজও চলছে। তিনি সকলকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অটুটভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব করার আহ্বান জানান এবং 'লা ইলাহা ইল্লাহ্'র প্রকৃত মর্ম বুঝে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করেন।

২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা রাত ৯-৫০ থেকে ৪৫ মিনিটের ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা হুজুরাত ১৫ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব কায়েমের পথ ও পদ্ধতি স্বীয় কথা ও কর্মের মাধ্যমে বাৎলিয়ে গিয়েছেন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাঁর দেখানো পথের বাইরে গিয়ে জিহাদ ও ক্বিতালের কোন সুযোগ নেই। তিনি জিহাদের নামে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য মুসলিম তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় মহিলা মাদরাসা ও ট্রাক টার্মিনালের পার্শ্ববর্তী পৃথক স্থানে দু'টি মহিলা প্যাণ্ডেল সহ ট্রাক টার্মিনালের পুরো ময়দানব্যাপী সুবিশাল প্যাণ্ডেল পূর্ণ হয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে ও মহাসড়কে খোলা স্থানে বসে মুছল্লীরা খুৎবা শ্রবণ করেন। একই মাইক্রোফোনে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় সমবেত পুরুষ ও মহিলা মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আল্লাহ্র দীদার লাভ করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সেজন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করা কর্তব্য। অতএব মাল ও মর্যাদার লোভকে দমন করে পরকালীন মুক্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হবে প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমানের কাজ।

ওলামা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল সাড়ে ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মিলনায়তন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে 'ওলামা সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। ওলামা সমাবেশে সমবেত আলেমদের উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত বলেন, আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যাননি অহীর ইলম ব্যতীত। সেই ইলমকে ধারণ করা ও তদনুযায়ী নিজেকে ও সমাজকে গড়ে তোলা আলেমদের কর্তব্য। যাদের জন্য ফেরেশতারা ডানা বিছিয়ে দেয়। গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে *(মিশকাত হা/২১২-১৩)*। তিনি বলেন, আলেম শত শত হবে। কিন্তু 'আমীর' একজন হবেন। তাঁর পিছনে ঐক্যবদ্ধ থাকা ও সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান পালনে জামা'আতবদ্ধভাবে চেষ্টা চালানো আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে। অতএব আসুন আমরা নবীদের চরিত্রে চরিত্রবান হই এবং অহি-র বিধান কায়েমে সচেষ্ট হই। সমাবেশে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।

যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ১৯৭৪ সালে খুলনায় 'আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ' এবং ১৯৭৮ সালে ঢাকায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কায়েমের সূচনা থেকে এযাবৎ আমাদের একটাই লক্ষ্য, তরুণদের ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অনুসারী করে গড়ে তোলা। এপথে দৃঢ় থাকা বড়ই কঠিন। কিন্তু জান্নাত পিয়াসীদের জন্য খুবই সহজ। আমরা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ঘোষিত লক্ষ্য হাছিলে সকলকে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সভাপতি হুমায়ুন কবীর, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান ও সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি শামীম আহমাদ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৮-টায় মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা ময়দানে মহিলাদের প্যাণ্ডেলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সাড়ে ১০-টায় উপস্থিত হয়ে পর্দার আড়াল থেকে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত সত্যিকারের ইসলামী পরিবার ও সমাজ কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। নবীগৃহে তাঁর স্ত্রীগণ ছিলেন উম্মতের প্রশিক্ষক স্বরূপ। তাঁদের মাধ্যমে আমরা ইসলামী শরী'আতের অসংখ্য বিধান জানতে পেরেছি। অতএব আপনারাও সংগঠনের দেওয়া 'কর্মপদ্ধতি' অনুযায়ী স্ব স্ব পরিবার ও সমাজকে গড়ে তুলুন।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যা আঞ্জুমানআরার সভানেত্রীত্বে উক্ত মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আমীরে জামা'আতের সাথে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম প্রমুখ।

হাফেয শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান :

২০১৫ সালে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগ থেকে ৫ জন ছাত্র এবং মারকাযের মহিলা শাখা মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা থেকে ১০ জন ছাত্রী পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেছে। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ এশা তাদের পুরস্কার ও সনদ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও মারকাযের প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী। সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা হ'ল : ১. আব্দুল হাসীব (গাইবান্ধা), ২. নাছরুল্লাহ (রাজশাহী), ৩. ছফিউর রহমান (রাজশাহী), ৪. শিহাবুদ্দীন (নাটোর) ও ৫. যারিফ মুক্তাদির (রংপুর)।

সনদপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হ'ল : ১. তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম), ২. মাহফূযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৩. মাহদিয়া (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৪. কারীমা (নওগাঁ), ৫. সুমাইয়া পারভীন (নাটোর), ৬. জুওয়াইরিয়া তাসনীম (নওগাঁ), ৭. তাসলীমা (নওগাঁ), ৮. শাহনায (বগুড়া), ৯. সুমাইয়া (বগুড়া) ও ১০. খাদীজাতুল কুবরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল আমীরে জামা'আত রচিত 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে ১. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২. আরীফুল ইসলাম (দিনাজপুর) ও ৩. আব্দুল কাদের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। এছাড়া ৭ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

ইজতেমার ৩য় দিন শনিবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। সবাইকে ছহীহ-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি বিদায়কালীন ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী ২৬তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাইকেল আরোহী :

তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য সুদূর সাতক্ষীরা (অন্যূন ৩২৫ কি.মি. দূর) থেকে বাইসাইকেল যোগে নওদাপাড়ায় পৌঁছেন তালা উপযেলাধীন গড়েরকান্দা গ্রামের আব্দুল বারী (৫৯) ও সাতক্ষীরা সদর থানার কাওনডাঙ্গা গ্রামের যয়নাল আবেদীন (৭৬)। সাতক্ষীরা থেকে রাজশাহী পৌঁছতে তার সময় লাগে ২১ ঘণ্টা। তিনি ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর সাইকেল যোগে ইজতেমায় আসেন। অপরদিকে আব্দুল বারীর সময় লাগে সাড়ে ১৬ ঘণ্টা। এবার নিয়ে তিনি ১৪ বার বাইসাইকেল যোগে তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করেছেন। তাদের এই জোশ ও আন্তরিকতাকে আল্লাহ কবুল করুন এবং তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

ইজতেমার ২য় দিন রাতে আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

(২) জাতি বিভক্তির প্রচলিত নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৩) ৯০% মুসলমানদের এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য এবং সাধারণ শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে।

(৪) সহশিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৫) দেশের অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছবি টাঙ্গানো এবং বিভিন্ন দিবস পালন ও রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন বাধ্যতামূলক করা হ'তে বিরত থাকতে হবে।

(৬) শিশু নির্যাতন ও শিশু হত্যা বন্ধে দ্রুত ও কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৭) পর্ণোগ্রাফী সহ পরিবার ও সমাজ বিধ্বংসী সকল ওয়েবসাইট ও টিভি চ্যানেলগুলির নোংরা সম্প্রচার বন্ধ করতে হবে এবং মোবাইল কোম্পানীগুলিকে কঠোরভাবে মনিটরিং করতে হবে।

(৮) থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভালোবাসা দিবস, বর্ষবরণ, বেদী ও মিনার পূজা ইত্যাদি অপসংস্কৃতি এবং সর্বত্র মূর্তি সংস্কৃতি চালুর অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে।

(৯) পদ্মা, তিস্তা ও সুরমা সহ দেশের নদীসমূহকে পানিশূন্য করার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার জন্য ও প্রস্তাবিত রামপাল পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে সুন্দরবন ধ্বংসের পাঁয়তারা থেকে বিরত থাকার জন্য এবং সর্বোপরি বিদেশের সাথে যেকোন চুক্তি করার ক্ষেত্রে নিজ দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি জোরালো আবেদন জানাচ্ছে।

(১০) বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশগুলিকে করায়ত্ত করার হীন উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের পাতানো জঙ্গীবাদের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য এ সম্মেলন মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

[২৬ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইনকিলাবে ১২ পৃষ্ঠায় প্রস্তাবগুলি সহ ইজতেমার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।- সম্পাদক]

মৃত্যু সংবাদ

(১) মাসিক আত-তাহরীক-এর কবিতা বিভাগের নিয়মিত লেখক আবুল কাসেম (৭৬) গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বিকাল সাড়ে ৪-টায় মেহেরপুরের গোভীপুরস্থ নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে যান। ঐদিন রাত ৯-টায় গোভিপুর দাখিল মাদরাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সদর উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মী, নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

(২) সাতক্ষীরার তালা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুর রহীম খান ওরফে সালেক (৭২) গত ৮ই মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে যান। বিকালে অসুস্থতাবোধ করলে আত্মীয়ের বাড়ী থেকে তাঁকে সাতক্ষীরা হাসপাতালে আনা হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সুস্থ হালে এবারের ইজতেমায় এসেছিলেন এবং আপন মামাতো ভাই মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বাসায় অবস্থান করেন। তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী পরদিন সকালের ট্রেন ধরে আমীরে জামা'আত রাজশাহী ত্যাগ করেন এবং ১০ই মার্চ যশোর থেকে সকালের ট্রেন ধরে দুপুরে রাজশাহী প্রত্যাবর্তন করেন। জানাযায় সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : কবিরাজের মাধ্যমে মেয়ে ও তার পরিবারের সদস্যদের বশ করিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পাদন বৈধ হয়েছে কি? যদি বৈধ না হয় সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ বিবাহ বৈধ নয়। বরং এভাবে জাদুর মাধ্যমে কোন কিছু করা কবীরা গুনাহ *(বুখারী হা/৫৬২)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক করা, কোন কিছু ঝুলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি করার যেকোন মাধ্যম অবলম্বন করা শিরক' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। এক্ষণে অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে পুনরায় নিয়ম মাফিক বিবাহ সম্পাদন করতে হবে।

প্রশ্ন (২/২৪২) : মহিলারা কবর যিয়ারত করতে পারবে কি? দলীলসহ জানতে চাই।

-আব্দুল মুমিন, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করার সময় তাকে বলা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিষেধ করেছিলেন। তবে পরে তিনি কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৪৮৭১; ইরওয়া হা/৭৭৫; সনদ ছহীহ, আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৮১)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে কবর যিয়ারতের দো'আ শিখিয়ে দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৭)*। তবে সেখানে সরবে কান্নাকাটি করা যাবে না *(বুখারী হা/১২৯৭; মিশকাত হা/১৭২৫)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : বিবাহের কিছুদিন পর স্ত্রী সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার অবশিষ্ট মোহরানা পরিশোধ করতে হবে কি?

*-তোতা মিয়া**
পাঁচদোনা, খিদিরপুর, নরসিংদী।
**[ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : এরূপ অবস্থায় স্বামীকে আর কিছুই দিতে হবে না। বরং স্ত্রী স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করতে চাইলে তাকে স্বামী প্রদত্ত পুরা মোহরানা ফেরত দিয়ে 'খোলা'-র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হ'তে হবে *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : আল্লাহ্‌র আকার নিয়ে আমার মনে বিভিন্ন চিন্তা চলে আসে। পরক্ষণে এটিকে শিরকের গুনাহ ভেবে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কিন্তু এসব চিন্তা কোনভাবেই দূর হয় না। কিভাবে আমি এ অবস্থা থেকে বাঁচতে পারি?

-জুয়েল ইসলাম জামীল, ফরিদপুর।*
**[নাম সঠিক করুন (স.স.)]*

উত্তর : এসব শয়তানী ওয়াসওয়াসা মাত্র। আল্লাহ্‌র আকার রয়েছে যা তাঁর উপযুক্ত। তা কারু সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ৪২/১১)*। অতএব এই বিশুদ্ধ আক্বীদার বিরোধী কোন চিন্তা আসলে সূরা ইখলাছ পাঠ করে বাম দিকে তিনবার থুক মারবেন এবং আঊযুবিল্লাহ পাঠ করবেন। এছাড়া 'আমানতু বিল্লাহ' (আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি) বলতে পারেন' *(বুখারী হা/৭২৯৬; মুসলিম হা/১৩৪; মিশকাত হা/৭৫)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব বেশী, না আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব বেশী? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তানভীর আহমাদ, বয়রা, খুলনা।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায় এবং আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় দু'টিই সমান যরূরী *(বাক্বারাহ ২/৪৩; নিসা ৪/১০২; ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭; বুখারী হা/৫২৭; মিশকাত হা/৫৬৮)*। অতএব আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে পরে পুনরায় জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাতে উভয় নেকীই অর্জিত হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নেতারা যদি ছালাতের সময়কে মেলে ফেলে বা পিছিয়ে দেয়, তাহ'লে তুমি নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করে নাও। যদি পরে তাদেরকে (জামা'আতে) পাও, তাহ'লে পুনরায় তাদের সাথে ছালাত আদায় কর। এটা তোমার জন্য নফল হবে *(মুসলিম হা/৬৪৮, মিশকাত হা/৬০০)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : পিতা সন্তানের কোন অপরাধ প্রকাশ্যে ক্ষমা করে দেওয়ার পরেও তার বিরুদ্ধে 'আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নামে দাও এবং দুনিয়াতে ধ্বংস করে দাও' বলে বদ দো'আ করেন। এরূপ বদদো'আ কবুল হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : সন্তানের বিরুদ্ধে বদদো'আ করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য বদদো'আ করো না, নিজ সন্তানদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে বদদো'আ করো না। যাতে তোমরা এমন এক সময়ে না পৌঁছে যাও, যে সময় দো'আ করা হ'লে তা তোমাদের জন্য কবুল করা হয় *(মুসলিম হা/৩০০৯, মিশকাত হা/২২২৯)*। অর্থাৎ এর ফলে বদদো'আ লেগে যেতে পারে। উপরন্তু কারো জন্য জাহান্নাম কামনা করা, ধ্বংস কামনা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যদিকে সন্তানের জন্য আবশ্যক হবে যেকোন মূল্যে পিতার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারণ আল্লাহ্‌র পরে পিতা-মাতা সন্তানের নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার *(লোকমান ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি

Contents

(তিরমিযী হা/১৮৯৯; ছহীহাহ হা/৫১৬; মিশকাত হা/৪৯২৭)। তবে শিরক-বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কোন কাজে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য নয় *(লোকমান ১৫)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : টুপী ছাড়া ছালাত আদায়ে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? এতে নেকীর কোন কমবেশী হবে কি?

-মেহেদী হাসান, রাজশাহী।

উত্তর : এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না এবং নেকীরও কোন কম-বেশী হবে না। তবে টুপী মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা যীনাত বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ টুপী মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৩১, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং ৪১৪৩, ৬/১৭০-১৭১)*। সেকারণ ছালাতের সময় উত্তম পোষাক সহ টুপী, পাগড়ী প্রভৃতি মস্তকাবরণ ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসগত সুন্নাত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু টুপী অথবা টুপীসহ পাগড়ী বা টুপী ছাড়া পাগড়ী পরিধান করতেন *(যা-দুল মা'আদ ১/১৩০ পৃঃ)*। ছাহাবীগণ টুপী ছাড়া খালি মাথায়ও চলতেন *(মুসলিম হা/২১৩৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : মাশরূমের চাষাবাদ ও ব্যবসা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? দলীলসহ জানতে চাই।

-মাহদী হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : মাশরূমের ব্যবসা করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। কারণ মাশরূম হালাল বস্তু *(বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ, ই,ফা,বা ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : রাসূল (ছাঃ) উট বা ঘোড়ায় সওয়ার অবস্থায় নিয়মিতভাবে পবিত্র কুরআন খতম করতেন কি? এ ব্যাপারে তাঁর নিয়মিত কোন আমল ছিল কি?

-ইদ্রীস মোল্লা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন নিয়মিত আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একটি হাদীছে এসেছে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) উটনীর উপর থাকা অবস্থায় সূরা ফাৎহ বা তার কিছু অংশ ধীরকণ্ঠে বারবার পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/৪২৮১; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৩৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : রাজমিস্ত্রি হিসাবে হিন্দুদের মন্দির তৈরী করা যাবে কি?

-আউয়াল আলম, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : মুসলিম শ্রমিকদের জন্য অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরী করা জায়েয হবে না। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, কোন মুসলমান শ্রমিক অমুসলিম মালিকের অধীনস্ত থেকে সেই কাজই করতে পারবে, যে কাজ তার মুসলমান হিসাবে সম্পাদন করা শরী'আত সম্মত। যেহেতু অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলি শিরকের কেন্দ্র, সেহেতু মুসলমান হিসাবে তা নির্মাণ কার্যে শ্রম দেয়া জায়েয হবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ, ১/১৮৮ পৃঃ)*। অন্যদিকে এর মাধ্যমে গোনাহ ও অন্যায়ের কাজে সাহায্য করা হয়, যা নিষিদ্ধ *(মায়েদা ৫/২)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : জনৈক আলেম বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত নবী হওয়ার প্রমাণ এই যে, তাঁর কোন জানাযা হয়নি। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মাসঊদ রাণা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : একথা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাফন-দাফন-জানাযা সবকিছুই নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। কাফনের পর তার মৃত্যুবরণ করার স্থান আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে লাশ রাখা হয়। অতঃপর খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে দশ দশজন করে ভিতরে গিয়ে জানাযা পড়েন। জানাযায় কোন ইমাম ছিল না। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনছারগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন। এভাবে পুরুষ, মহিলা ও বালকগণ পরপর জানাযা পড়েন *(আহমাদ হা/২০৭৮৫; হাকেম হা/৪৩৯৮; মিশকাত হা/৫৯৪৮)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই কবরস্থ হন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৬২৮)* অনুযায়ী সেখানেই কবরস্থ হন *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৭; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৫৩-৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : বাজারে মুরগী বা গরুর গোশত বিক্রেতারা মুসলিম হ'লেও যবহকালে বিসমিল্লাহ বলেছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

-কাওছার আলী, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : বিসমিল্লাহ বলে খাবেন *(বুখারী হা/৭৩৯৮, মিশকাত হা/৪০৬৯ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : কুরআন মাজীদকে ধারাবাহিকভাবে সর্বপ্রথম কে সাজিয়েছিলেন? বর্তমানে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় আছে কি?

-আরীফুল ইসলাম, ছিলমন, রংপুর।

উত্তর : কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের বিন্যাস আল্লাহ্র হুকুমে জিবরীলের নির্দেশনায় রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাওক্বীফী অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর রামাযানের প্রতি রাত্রিতে জিবরীল (আঃ) আসতেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার নিকট কুরআন পেশ করতেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, বছরে একবার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কুরআন পেশ করা হ'ত। কিন্তু মৃত্যুর বছরে দু'বার পেশ করা হয়। তিনি প্রতি বছর রামাযানে ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু মৃত্যুর বছরে ২০ দিন ই'তিকাফ করেন' *(বুখারী হা/৪৯৯৮, মিশকাত হা/২০৯৯)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের বর্তমান বিন্যাস আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি নির্ধারিত। যা সংরক্ষিত ছিল উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ (রাঃ)-

Contents

এর নিকটে। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে নিয়ে সেভাবেই সংকলন করেছেন *(বুখারী হা/৪৯৮৭, মিশকাত হা/২২২১)*। সূরা বাক্বারাহ ২৪০ আয়াতটি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ওছমান (রাঃ) বলেন, لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ 'কুরআনের কোন কিছুকেই আমি তার স্থান থেকে সরাবো না' *(বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৪৫৩৬)*। আর বর্তমানেও তা অবিকল ও অপরিবর্তনীয় রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই অবিকৃত থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন *(হিজর ৯)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : কোন এক বাসায় মহিলারা একত্রিত হয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান ও নিজেরা জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-আব্দুল হামীদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এভাবে বাড়ীতে বা মসজিদে মহিলাদের ইমামতিতে জুম'আর ছালাত আদায়ের নিয়ম ইসলামী শরী'আতে নেই। বরং তারা পুরুষ ইমামের পিছনে মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৩২৪; মুসলিম হা/৮৯০; আবুদাঊদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭, ১৪৩১)*। তবে ফরয ও তারাবীহ্র জামা'আতে তাদের ইমামতি করার দলীল রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৫৯১, দারাকুৎনী প্রভৃতি ইরওয়া হা/৪৯৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : স্ত্রী সহবাসের নিষিদ্ধ সময় এবং উপকারী দিনসমূহ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তর : এর কোন নিষিদ্ধ বা নির্ধারিত সময় নেই। বরং আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর' *(বাক্বারাহ ২২৩)*। এছাড়া শুক্রবারে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' তথা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৯৪)*। এছাড়া বিভিন্ন দিনে মিলনের বিভিন্ন ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা শী'আদের তৈরী জাল বর্ণনা মাত্র *(খোমেনী, তাহরীরুল ওয়াসায়েল, বিবাহ অধ্যায়)*। তবে হায়েয-নেফাসের সময় সহবাস নিষিদ্ধ *(বাক্বারাহ ২২২; বুখারী হা/২২৮; মিশকাত হা/৫৫৭)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : পহেলা বৈশাখ উদযাপনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা থেকে কাপড়-চোপড় কেনা যাবে কি?

-আবুল কালাম, কুমিল্লা।

উত্তর : 'বৈশাখ' উদযাপন 'বর্ষবরণ' প্রভৃতি অনৈসলামী প্রথা। যা থেকে মুসলিমকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এ দু'দিন উৎসব পালন করতাম (অর্থাৎ সৌরবর্ষের প্রথম দিন এবং 'মেহেরজান' অর্থ বছরে যেদিন রাত্রি-দিন সমান হয়)। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এ দু'দিনের পরিবর্তে দু'টি উত্তম উৎসব দান করেছেন। আর তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা' *(আবুদাঊদ হা/১১৩৪, মিশকাত হা/১৪৩৯, 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায়)*।

মুবারকপুরী বলেন, 'উক্ত হাদীছ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ) উক্ত দুই দিন ব্যতীত অন্য দিনে যাবতীয় উৎসব রহিত করেছেন এবং তার মুকাবিলায় উক্ত দু'টি দিনকে সাব্যস্ত করেছেন। মাযহার বলেন, 'নওরোয' (নববর্ষ) ও মেহেরজান সহ কাফিরদের অন্যান্য উৎসবকে সম্মান প্রদর্শন করা যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছে তার দলীল রয়েছে'। ইবনু হাজার বলেন, 'মুশরিকদের উৎসব সমূহে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অপসন্দনীয় প্রমাণিত হয়েছে'। শায়খ আবু হাফছ আল-কাবীর নাসাফী হানাফী বলেন, 'এসব দিনের সম্মানার্থে মুশরিকদের যে ব্যক্তি একটি ডিমও উপঢৌকন দিল, সে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করল'। কাযী আবুল মাহাসেন হাসান বিন মানছূর হানাফী বলেন, 'এ দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐ সব মেলা থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয়, সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণভাবেও যদি এই মেলা থেকে কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিন কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও মাকরূহ' *(মির'আত শরহ মিশকাত, 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায় ৫/৪৪-৪৫ পৃঃ)*।

অতএব উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোনরূপ সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা জায়েয নয়। বৈশাখ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি মূলতঃ হিন্দুয়ানী প্রথা থেকে এসেছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতা, অংশগ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয় সহ সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : আমাদের এলাকার শতভাগ মানুষ প্রতিবেশীর ফসল ক্ষতি করে হাঁস-মুরগী চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরূপ অন্যের ক্ষতি করে হাঁস-মুরগী পালন করে উপার্জন করা বৈধ হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে এটা নিঃসন্দেহে নাজায়েয। তবে সাধারণভাবে এক-আধটু খেয়ে থাকলে সেটা ধর্তব্য নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যেকোন মুসলিম ব্যক্তি যদি গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে অতঃপর সে শস্য বা গাছ মানুষ, পশুপাখি ও চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৯০০)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : কারো হেদায়াত কামনার জন্য বিশেষ কোন দো'আ আছে কি?

-ফারীহা পারভীন, জয়পুরহাট।

উত্তর : হেদায়াতের জন্য বিশেষ দো'আর প্রমাণ আছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মুশরিক মাতার হেদায়াতের জন্য পাঠ করেছিলেন, اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তুমি আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দাও' *(মুসলিম হা/২৪৯১, মিশকাত হা/৫৮৯৫)*। তিনি দাওস গোত্রের

জন্য হেদায়াতের দো'আ করে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দাওস কওমকে সুপথ প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে (মুসলমান করে) নিয়ে এসো' *(বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৫২৪)*। এছাড়া তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর জন্য দো'আ করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং তার দ্বারা অন্যদের হেদায়াত দান কর' *(তিরমিযী হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/৬২৩৫; ছহীহাহ হা/১৯৬৯)*। অতএব যেকোন মুমিন যেকোন মুমিনের জন্য নিজ ভাষাতেই হেদায়াতের দো'আ করতে পারেন।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : কৃত্রিম দাঁতের পাটি ওযূ এবং ফরয গোসলের সময় খুলে রাখতে হবে কি?

-মঈনুদ্দীন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কৃত্রিমভাবে লাগানো দাঁতের পাটি বা দাঁত খোলার প্রয়োজন নেই। ভালভাবে কুলি করাই যথেষ্ট হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীর নাক যুদ্ধে ভেঙ্গে গেলে তাকে স্বর্ণের নাক লাগানোর নির্দেশ দেন *(আবুদাঊদ হা/৪২৩২; মিশকাত হা/৪৪০০)*। কিন্তু তিনি তাকে ওযূর সময় তা খুলে রাখতে বলেছেন বা উক্ত ছাহাবী তা খুলে রাখতেন এরূপ কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : মসজিদের মিনার সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ছবিযুক্ত জায়নামাযে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ইউসুফ, নাটোর।

উত্তর : দৃষ্টি আকর্ষক নক্সা সমৃদ্ধ জায়নামাযে ছালাত আদায় থেকে দূরে থাকাই উত্তম। এতে ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে চকচকে ডোরা দাগ ছিল। তিনি সেদিকে একবার নযর দিলেন। অতঃপর ছালাত শেষে বললেন, 'আমার এই চাদরখানা এর প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য আম্বেজানীয়া একটি কাপড় নিয়ে আস। কারণ এখনই এই কাপড় আমার ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করল' *(বুখারী হা/৩৭৩, মিশকাত হা/৭৫৭)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : বেজি, কুকুর বা শিয়াল কর্তৃক হাঁস-মুরগী আহত হ'লে তা যবহ করে খাওয়া যাবে কি?

-মাছূম বিল্লাহ, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : জীবিত থাকা অবস্থায় যবহ করলে তা খাওয়ায় কোন দোষ নেই। আল্লাহ বলেন, 'তবে যা তোমরা যবহ দ্বারা হালাল করেছ (তা তোমাদের জন্য হালাল)' *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : এক মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় করার পর অন্য মসজিদে এসে ইমামতি করলে যেহেতু তার জন্য এটা নফল হবে, সেহেতু মুক্তাদীদের ছালাতও কি নফল হিসাবে গণ্য হবে?

-কামরুল আহসান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : মুক্তাদীদের ছালাত ফরয ছালাত হিসাবেই গণ্য হবে। কারণ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং এটা তার জন্য নফল ছালাত বলে গণ্য হ'ত *(বুখারী হা/৭১১; মুসলিম হা/৪৬৫; মিশকাত হা/১১৫১, ৮৩৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : মাসজিদুল আক্বছায় যদি কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করেন, তাহ'লে তার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে' মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-সুলতান আহমাদ, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্র কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্র হুকুম মত ন্যায়বিচার, এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে। এরপর নবী করীম (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হয়েছে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৮)*। অর্থাৎ তার (ছগীরা) গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যাবে।

হাদীছে 'নির্মাণ কাজ শেষ করে' অর্থ মূল কাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ করে। কেননা তখনও আনুসঙ্গিক কাজ সমূহ বাকী ছিল। যেজন্য মৃত্যুর পরেও আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁকে স্বীয় মেহরাবে এক বছর লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে রাখা হয়। জ্বিনেরা ভয়ে তাঁর কাছে যায়নি। ফলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাধ্যমে তারা কাজ শেষ করে ফেলে। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উইপোকার মাধ্যমে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মানের লাশ মাটিতে পড়ে যায়। আর তখনই জ্বিনেরা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারে *(সাবা ৩৪/১৪; নবীদের কাহিনী ২/১৫৯-৬০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : আমাদের মসজিদে ফজর ও মাগরিবের ছালাতের পরপরই নিয়মিতভাবে একজনের নেতৃত্বে একাধিক দো'আ সমস্বরে পাঠ করানো হয়। ফলে মাসবূকদের মনোযোগ ব্যাহত হয়। এভাবে সমস্বরে নিয়মিত দো'আ পাঠ করা শরী'আত সম্মত কি?

-আব্দুল হামীদ, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মুক্তাদীদের শিক্ষাদানের জন্য এরূপ করা যেতে পারে। তবে তা অধিকাংশ মাসবূকের ছালাত শেষে করতে হবে। এছাড়া বিশেষ কোন নেকী মনে করে নিয়মিতভাবে এরূপ করার কোন সুযোগ নেই। এতে কাজটি পরবর্তীতে বিদ'আতে পরিণত হ'তে পারে।

Contents

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : মসজিদের ছাদের উপর ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি শুকানো জায়েয হবে কি?

-মুক্তাদির রহমান, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : মসজিদের ছাদের উপর ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি শুকানো মসজিদের আদবের খেলাফ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় মসজিদ সমূহ হ'ল আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য... *(জিন ১৮)*। অতএব মসজিদের ছাদকে এরূপ কাজে ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে সাময়িক ও বাধ্যগত অবস্থার কথা আলাদা। মসজিদের ধান হ'লে তা মসজিদে শুকাতে হবে এ ধারণাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, হজ্জ করতে গিয়ে যারা রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করে না তাদের হজ্জ কবুল হয় না। একথার সত্যতা আছে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারতের সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত মর্মে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার সবই জাল *(যঈফাহ হা/৪৫)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : ছাত্রাবাসে থাকায় অনেক সমস্যার কারণে রাতে ঘুমাতে অনেক দেরী হয় এবং সকালে উঠতে ৮-টা বেজে যায়। এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তর : প্রতিদিন এভাবে নিয়মিত ক্বাযা করা কবীরা গুনাহ। প্রতিদিন এভাবে ঘুমিয়ে থেকে যথাসময়ে ছালাত আদায় না করলে কবরে এবং জাহান্নামে অব্যাহতভাবে তার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। অতএব এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : সূরা তওবা ১১ ও ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-রফীকুল ইসলাম, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : সূরা তওবা ১১ আয়াতের অর্থ হ'ল- এক্ষণে যদি ওরা তওবা করে এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহ'লে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি' *(তওবা ৯/১১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তওবা করা অর্থ মূর্তিপূজা থেকে ফিরে আসা *(ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। শাওকানী (রহঃ) বলেন, শিরক মুক্ত হওয়া এবং ইসলামের বিধানসমূহ পালন করাকে আবশ্যিক করে নেওয়া *(ফাৎহুল ক্বাদীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। অর্থাৎ তারা যদি শিরক ও অন্যান্য ঘৃণ্য কাজ থেকে তওবা করে, ছালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহ'লে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। ভালো কর্মের কারণে তোমাদের জন্য যে পুরস্কার রয়েছে তাদের জন্যও তাই রয়েছে। আর মন্দ কর্মের কারণে তোমাদের জন্য যে শাস্তি রয়েছে তাদের জন্যও তাই রয়েছে।

অতঃপর সূরা তওবা ৮৪ আয়াতের অর্থ হ'ল- 'আর এদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনোই তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(তওবা ৯/৮৪)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য নিম্নের হাদীছটিই যথেষ্ট। তা হ'ল- ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন (মুনাফিক নেতা) আব্দুল্লাহ বিন উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে আব্দুল্লাহ, যিনি উত্তম ছাহাবী ছিলেন, তার দাবী অনুযায়ী তার কাফন পরানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) নিজের ব্যবহৃত জামা তাকে প্রদান করেন ও জানাযা পড়তে সম্মত হন। অতঃপর তিনি জানাযায় গমনের জন্য উঠে দাঁড়ালে ওমর (রাঃ) তাঁর কাপড় টেনে ধরে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তার জানাযার ছালাত আদায় করবেন, অথচ আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেননি? তখন মুচকি হেসে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সরে যাও হে ওমর! আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যদি আমি জানতাম ৭০ বারের অধিক মাগফেরাত কামনা *(তওবা ৯/৮০)* করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তাহ'লে আমি তার চেয়ে অধিকবার ক্ষমা চাইতাম। ওমর বললেন, সে তো মুনাফিক! অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন এবং ফিরে এলেন। এর কিছু পরেই মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণের উপরে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, 'তাদের মধ্যে কারু মৃত্যু হ'লে কখনোই তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরে দাঁড়াবে না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে (অর্থাৎ তাঁর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে)। আর তারা মৃত্যুবরণ করেছে পাপাচারী অবস্থায়' *(তওবা ৯/৮৪)*। আরও নাযিল হয়, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও, দু'টিই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৬)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি *(বুখারী হা/৪৬৭০-৭১, ৫৭৯৬)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : হাফেয জালালুদ্দীন সৈয়ূতী (রহঃ) সম্পর্কে জানতে চাই। তার লেখনী সমূহ কি যঈফ ও জাল হাদীছ মুক্ত?

-ছিয়াম হোসাইন, ফিলাডেলফিলা, আমেরিকা।

উত্তর : তাঁর পুরো নাম আব্দুর রহমান বিন কামাল আবূবকর বিন মুহাম্মাদ আল-খুযাইরী আল-আসয়ূত্বী। তবে তিনি জালালুদ্দীন সৈয়ূতী নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ৮৪৯ হিজরীতে মিসরের আসয়ূত নগরীর প্রভূত ইলম ও আমলে প্রসিদ্ধ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯১১ হিজরীতে মারা যান। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। আট বছরের কম বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হেফয করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন উস্তাযের কাছে ইলমী বিষয় সমূহে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। তিনি মিসরের কামাল ইবনুল হুমাম হানাফী, জালালুদ্দীন মাহাল্লী শাফেঈ সহ বহু বিদ্বানের নিকট দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শাসক শ্রেণী এবং তাদের প্রদত্ত উপঢৌকন থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতেন। তিনি ফিক্বহী বিষয়ে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর

মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং আক্বীদার ক্ষেত্রে আশ'আরী ছিলেন। তাফসীর ও হাদীছ সহ বিভিন্ন বিষয়ে ছোট-বড় প্রায় ৬০০ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মধ্যে 'তাফসীর জালালাইন' ও 'আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ *(যিরিকলী, আল-আ'লাম ৩/৩০১)*। 'তাফসীর জালালাইন'-এর প্রথমাংশ সূরা ফাতিহা সহ সূরা কাহফ থেকে নাস পর্যন্ত জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.) কর্তৃক ৬ মাসে রচিত হয়। অতঃপর মাহাল্লীর মৃত্যুর ৬ বছর পরে জালালুদ্দীন সুয়ূতী মাত্র ২২ বছর বয়সে ৮৭০ হিজরীর ১লা রামাযান বুধবার থেকে ১০ই শাওয়াল রবিবার পর্যন্ত ৪০ দিন বা তার কম সময়ের মধ্যে সূরা বাক্বারাহ্র শুরু থেকে বনু ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত রচনা করেন। যার পরিমার্জন শেষ হয় ৮৭১ হিজরীর ৬ই ছফর বুধবার। তাফসীরটি উপমহাদেশের মাদরাসা সমূহে বহুল পাঠ্য হিসাবে গণ্য। তাঁর গ্রন্থসমূহে কিছু আক্বীদাগত বিভ্রান্তি আছে এবং অনেক যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : জেহরী ছালাত তথা ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করবে কি?

-মাহদী হাসান
রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী।

উত্তর : ইমামের ক্বিরাআতের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে নীরবে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩; আবুদাঊদ হা/৭৩৬-৩৭; তিরমিযী হা/২৫৭; মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

এক্ষণে সূরা ফাতিহা কখন পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই চূড়ান্ত। যেমন (১) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। (২) জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কখন কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : ফজরের ছালাতের আযানের পর মসজিদ সংলগ্ন ঘুমন্ত মুছল্লীদের জামা'আতে আসার জন্য ডাকা যাবে কি?

-সুলতান আহমাদ, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : আযানের পর সরবে ডাকাডাকি করা যাবে না। একে ইবনু ওমর (রাঃ) বিদ'আত বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/৫৩৮; ইরওয়া হা/২৩৬, সনদ হাসান)*। তবে ব্যক্তিগতভাবে একে অপরকে ডেকে দেওয়ায় কোন বাধা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বাহা ২০/১৩২)*। রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা ও আলী (রাঃ) কে তাহাজ্জুদের ছালাতের জন্য ডেকে দিয়েছেন *(নাসাঈ হা/১৬১২, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া তিনি প্রত্যহ ফজরের পূর্বে আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে দিতেন বিতর ছালাত আদায়ের জন্য *(বুখারী হা/৯৯৭)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাত পাওয়ার জন্য ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ডেকে দেওয়া মুস্তাহাব। এটা শুধু ফরয ছালাত বা ওয়াক্ত ফউত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। বরং এটা জামা'আত পাওয়া এবং প্রথম ওয়াক্তে ছালাত আদায় ও অন্যান্য মানদূব কাজ সমূহ করার জন্যও শরী'আতসম্মত। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটা ওয়াজিব সমূহের মধ্যে একটি ওয়াজিব। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি যদিও মুকাল্লাফ নয়, কিন্তু সে গাফেল-এর ন্যায়। আর গাফেল ব্যক্তিকে সতর্ক করা ওয়াজিব *(ফাৎহুলবারী, ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : হাদীছে আউয়াল ওয়াক্ত বলতে কি বুঝানো হয়েছে? আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

-মুহাম্মাদ মুহসিন
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : প্রত্যেক ছালাতের মোট সময়ের প্রথম অর্ধাংশকে আউয়াল ওয়াক্ত বলা হয়। মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পরের দিন যোহরের সময় জিবরীল (আঃ) এসে প্রথম দিন আউয়াল ওয়াক্তে ও পরের দিন আখেরী ওয়াক্তে নিজ ইমামতিতে পবিত্র কা'বা চত্বরে মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে দু'দিনে পাঁচ পাঁচ দশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের পসন্দনীয় 'সময়কাল ঐ দুই সময়ের মধ্যে' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৩; আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯)*। আর আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বোত্তম আমল হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪২৬; তিরমিযী হা/১৭০)*। আবার যখন লোকেরা ছালাত দেরী করে পড়বে (অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে পড়বে না), তখন একাকী ছালাত আদায় করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(মুসলিম হা/৬৪৮; নাসাঈ হা/৮৫৯)*। এ থেকে আউয়াল ওয়াক্তের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : বলা হয়ে থাকে যে, ফাতেমা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর পরই আবু যার গিফারী (রাঃ)-তাঁর কবরের পাশে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলেন এবং কবর থেকে প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেওয়া হয়েছিল। কথাটা কি সত্য?

-রফীকুল ইসলাম, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : এগুলো শী'আদের তৈরী কল্পকাহিনী মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের ৬ মাস পর তিনি মারা যান। তাঁর জানাযা পড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) *(বুখারী হা/৪২৪০, মুসলিম হা/১৭৫৯)*। রাত্রি বেলায় বাক্বীউল গারক্বাদে তাকে দাফন করা হয় *(হাকেম হা/৪৭৬৪)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে' *(নমল ২৭/৮০)*। আর 'তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : স্ত্রী স্বামীর নিকটে বা স্বামী স্ত্রীর নিকটে কোন কাজের ব্যাপারে কৈফিয়ত চাইতে পারে কি? বিশেষত তাদের কেউ যদি অপরের অপসন্দের কাজ করে থাকে?

-মৌসুমী আখতার, মুন্সীপাড়া, রংপুর।

উত্তর : উভয়ে উভয়ের কল্যাণের জন্য সৎ পরামর্শ দিতে পারে। তবে যথাযোগ্য কোন বিষয়ে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার পরিবার প্রধান হিসাবে কেবল স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। ....নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত... *(নিসা ৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'স্বামী তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল' *(বুখারী হা/২৫৫৪; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। স্ত্রী কৈফিয়ত নয় বরং স্বামীর ও সংসারের কল্যাণের জন্য সৎ পরামর্শ দিবে। এছাড়া স্বামীর নিশ্চিত শরী'আত বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সৎ নিয়তে বাধা দিবে।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : মাযহাবী মসজিদে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পায়ে পা লাগাতে চাইলে পা টেনে নেয় এবং এটা মন্দ দৃষ্টিতে দেখে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আবুল হাসানাত, বগুড়া।

উত্তর : ছহীহ হাদীছে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ এসেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কাতার সমূহে দুই ইট পরস্পরে মিলানোর ন্যায় মিলে দাঁড়াও এবং দুই কাতারের মাঝের ফাঁক নিকটবর্তী রাখবে। কাঁধসমূহ সমান্তরাল রাখবে। ফাঁক বন্ধ কর, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম! আমি শয়তানকে দেখি যে, কালো ছাগলের বাচ্চার মত সে তোমাদের কাতারের মাঝখানের ফাঁকে ঢুকছে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমার কাতার সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমানভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন স্থান ফাঁকা রেখো না' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১০২)*। এক্ষণে সম্ভবপর পায়ে পা লাগিয়ে কাতারবন্দী হ'তে হবে। রাগান্বিত মুছল্লীদের সম্ভবপর বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। এরপরেও না বুঝলে নিজের দেহের পরিসর অনুযায়ী দাঁড়াবে।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : জনৈক আলেম বলেন, আলী (রাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন। এর সত্যতা আছে কি এবং এরূপ করা যাবে কি?

-তাওহীদ
জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত আছারটি যঈফ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৬, সনদ যঈফ)*। পা ছুঁয়ে সালাম করা শরী'আত পরিপন্থী কাজ এবং এটি বিধর্মীদের রীতি-নীতির অনুকরণ মাত্র। বরং সাক্ষাতে কেবল সালাম বিনিময় করবে। একদা আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে কি তার জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন, না। আনাস (রাঃ) বললেন, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। বরং তার সাথে মুছাফাহা করবে *(তিরমিযী হা/২৭২৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২, মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : ওযায়ের সম্পর্কে জানতে চাই।

-রবীউল ইসলাম, নিয়ামতপুর ,নওগাঁ।

উত্তর : ওযায়ের একজন আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নবী ছিলেন কি-না তা জানা যায় না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি জানি না ওযায়ের নবী ছিলেন কি না' *(আবুদাঊদ হা/৪৬৭৪)*। ইহূদীরা ওযায়ের-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' (ابن الله) বলে থাকে *(তওবা ৯/৩০)*। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ ইহূদীদের ডেকে বলবেন, তোমরা কার ইবাদত করতে। তারা জওয়াবে বলবে আল্লাহ্র পুত্র ওযায়েরের। তখন বলা হবে তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ কাউকে সাথী বা সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন নি *(বুখারী হা/৪৫৮১; মুসলিম হা/৪৭২)*। আল্লাহ তা'আলা ওযায়ের সম্পর্কে বলেন, তুমি কি শোনোনি ঐ ব্যক্তির কথা, যে এমন একটি জনপদ দিয়ে অতিক্রম করছিল, যার ঘরবাড়ির ছাদ সমূহ ভিতের উপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল। লোকটি বলল, আল্লাহ কিভাবে এই জনপদকে মৃত্যুর পরে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে একশ' বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন কাটালে? সে বলল, একদিন বা তার কিছু কম সময়। তিনি বললেন, বরং তুমি একশ' বছর অতিবাহিত করেছ। এবার তাকিয়ে দেখ তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে, সেগুলো বিনষ্ট হয়নি এবং দেখ তোমার গাধাটির দিকে। আর যেহেতু আমরা তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করতে চাই, তাই আরও দেখ হাড়গুলির দিকে, কিভাবে আমরা ওগুলিকে জীবন্ত করে পরস্পরে জুড়ে দেই। অতঃপর সেগুলিতে গোশতের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন সবকিছু তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, আমি জানি, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী *(বাক্বারাহ ২/২৫৯)*। ইবনু কাছীর বলেন, প্রসিদ্ধ মতে, উক্ত ব্যক্তি ছিলেন 'ওযায়ের' (عزيـــر)। যিনি বনু ইস্রাঈলের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন *(কুরতুবী)*। আর ঐ জনপদটি ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস। বাবেল সম্রাট বুখতানাছর যা ধ্বংস করেছিল।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : আয়াতুল কুরসী ও সূরা নাস, ফালাক্ব দো'আ হিসাবে পাঠ করার সময় আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে কি?

-মাহমূদ, ঢাকা।

উত্তর : দো'আ হিসাবে আবশ্যিক নয়। কেননা হাদীছে এরূপ অনেক কুরআনী দো'আ আছে, যা পড়া হয় কিন্তু আঊযুবিল্লাহ পড়তে হয় না। যেমন তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও রুকনে হাজারে আসওয়াদ-এর মধ্যবর্তী স্থানে রাসূল (ছাঃ) *'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও'... (বাক্বারাহ ২০১)* পাঠ করতেন। কিন্তু *আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ* পড়তেন বলে জানা

Contents

যায় না *(আবুদাঊদ হা/১৮৯২)*। তবে তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে হলে পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও' *(নাহল ৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : সূরা ফীল-এ নবী (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করেন আল্লাহ বলেছেন, 'হে নবী! আপনি কি দেখেননি'? কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের বহুদিন পূর্বে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও এভাবে বলার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) তখনও ছিলেন এবং আল্লাহ্র সাথে তিনিও ঐ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব তিনি তখনও ছিলেন এখনও আছেন। একথার সত্যতা আছে কি?

-মাযহার হোসাইন
পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তর : এ সমস্ত ব্যাখ্য সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী এবং শিরক মিশ্রিত। কেননা চূড়ান্ত সত্য ও সর্বজনবিদিত বিষয়কে আরবী সাহিত্যে أَلَمْ تَرَ 'আলাম তারা' তুমি কি দেখোনি? শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানে أَلَمْ تَرَ 'আপনি কি দেখেননি' থেকে উদ্দেশ্য হ'ল 'আপনি কি শোনেননি'? যেমন এর অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَلَمْ تَسْمَعْ 'তুমি কি শোননি?' ফার্রা বলেছেন أَلَمْ تُخْبَرْ 'তুমি কি খবর পাওনি?' মুজাহিদ বলেছেন أَلَمْ تَعْلَمْ 'তুমি কি জানো না?' *(তাফসীর কুরতুবী, সূরা ফীল- এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। কোন নিশ্চিত বিষয় জানানোর জন্য এরূপ বাকরীতি প্রয়োগ করা হয়। শব্দটি প্রশ্নবোধক হ'লেও বক্তব্যটি নিশ্চয়তাবোধক। আবরাহার কা'বা অভিযান ও আল্লাহ্র গযবে তার ধ্বংসের কাহিনীটি আরবদের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। যদিও রাসূল (ছাঃ) সে ঘটনা দেখেননি, তবুও তা ছিল প্রশ্নাতীত একটি নিশ্চিত ঘটনা *(তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, ৪৮৬ পৃ.)*।

নবী করীম (ছাঃ) তখনও ছিলেন এখনও আছেন, এটা মূলতঃ ছূফীবাদীদের শিরকী আক্বীদা। এর দ্বারা আল্লাহ্র ন্যায় রাসূলকেও চিরঞ্জীব প্রমাণের অপচেষ্টা করা হয়। মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'অবশ্যই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩০)*। অতএব প্রশ্নোল্লোখিত আক্বীদা পোষণ করা শিরক। এ থেকে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : বুখারী হা/৩১-এ বর্ণিত হয়েছে, আহনাফ বিন ক্বায়েস (রাঃ) ছিফফীনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আবু বাকরাহ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি তার যাত্রার কারণ শুনে বললেন, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মুখোমুখি হয়, তখন তাদের হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী হয়। এক্ষণে উক্ত হাদীছের প্রেক্ষিতে উটের যুদ্ধে ও ছিফফীন যুদ্ধে যোগদানকারী ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কি ধারণা রাখতে হবে?

-কাদেরুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : এ বিষয়ে চুপ থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা চুপ থাকো *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪)*। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا يَدَيَّ، فَمَا لِي أُخَضِّبُ لِسَانِي مِنْهَا 'সেটি ছিল রক্তাক্ত ইতিহাস, আল্লাহ তা থেকে আমার হাতকে মুক্ত রেখেছেন। তাহ'লে এ বিষয়ে কথা বলে খামাখা কেন আমি আমার জিহবাকে রঞ্জিত করব? *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/২৫৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিও না। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তথাপিও সে তাঁদের কোন একজনের পূর্ণ এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান সমপরিমাণও পৌঁছতে পারবে না' *(বুখারী, হা/৩৬৭৩)*। তিনি বলেন,

দ্বিতীয়তঃ ছাহাবায়ে কেরাম ক্ষমাপ্রাপ্ত। আল্লাহ বলেন, মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা *(তওবা ১০০)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হ'ল, তারা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে তাদের হৃদয় ও জিহ্বাকে সংযত রাখেন, তাদের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণকারী ও গালিদানকারী রাফেযীদের পথ থেকে দূরে থাকেন এবং তাদের মাঝে মতভেদগত বিষয়ে চুপ থাকেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৫৪-৫৫)*।

এক্ষণে 'হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী' কথাটি সম্পর্কে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, এটি হ'ল ধমকিমূলক হাদীছ (من باب الوعيد)। যেমন বলা হয়েছে, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী *(বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪)*। এর দ্বারা ধমকি বুঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা সে প্রকৃত কাফের হয় না। যেরূপ খারেজী চরমপন্থীরা বলে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা মতে কেবল নবীগণ নিষ্পাপ, অন্যেরা নন। তাছাড়া এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, ছাহাবীগণ পরস্পরে ইছলাহের জন্য বের হয়েছিলেন, হত্যার জন্য নয়। অতএব উপরোক্ত ধমকি ছাহাবীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁদের অন্তরের খবর রাখতেন। আর তিনি তাদের উপর রাযী হয়েছেন এবং তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন *(তওবা ৯/১০০)*। অতএব ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে তাঁদের বিষয়ে কোন মন্তব্য করা অন্যায় কাজ হবে।